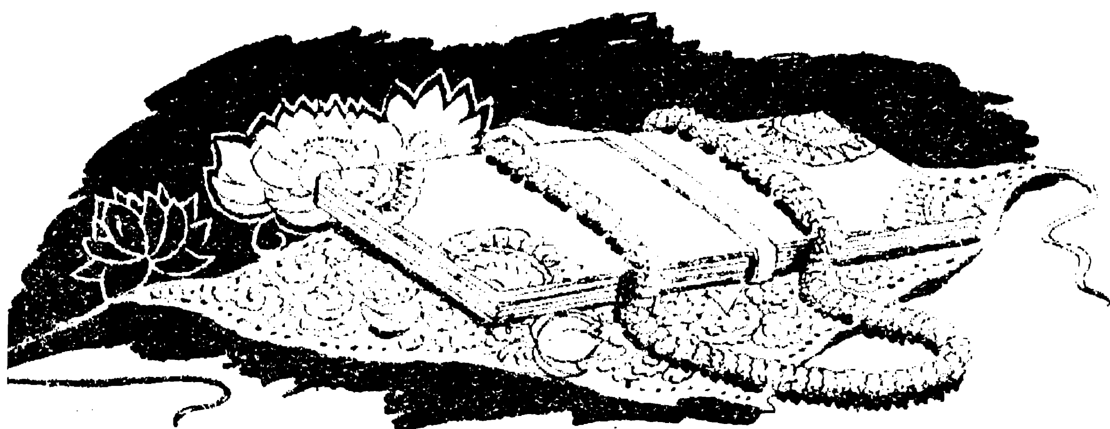
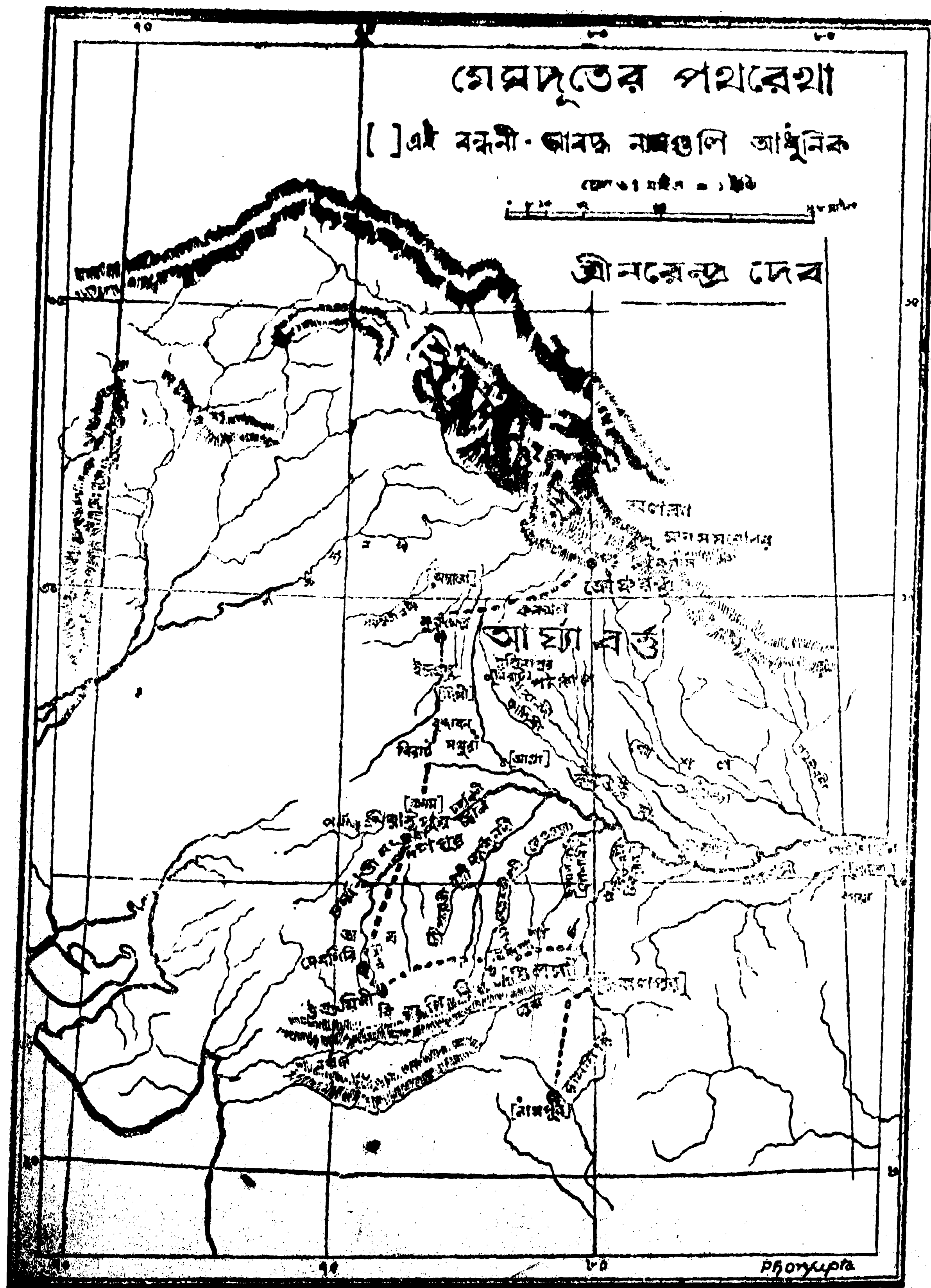
ত্রয়োদশ সংস্করণ
১৩৫৯




মেঘদূত



মেঘদূতের পথরেখা
[ ] এই বন্ধনী-আবদ্ধ নামগুলি আধুনিক
শ্রীনরেন্দ্র দেব
আর্য্যাবর্ত্ত
মানসসরোবর



নিখিল-বিরহী-জন হিয়ার প্রতি

অসীম সমবেদনা নিয়ে

অমর কবি কালিদাস

তাঁর অনুপম কাব্য মেঘদূতের

শ্লোকে শ্লোকে

বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি করে গেছেন,

সুদূর অলকায় অবরুদ্ধা পরাণ-প্রিয়ার

প্রণয়-সুখ-সঙ্গ-হারা

অভিশপ্ত যক্ষের

অবরুদ্ধ মর্মবেদনার সেই করুণ-গাথা



আমি আজ সাগ্রহে নিবেদন ক'রে দিলুম

আমার এই নিঃসঙ্গ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে

যে শাশ্বত বিরহী আত্মা

তার একান্ত-বাঞ্ছিতা প্রিয়-কান্তার অনন্ত বিচ্ছেদ-ব্যথায়

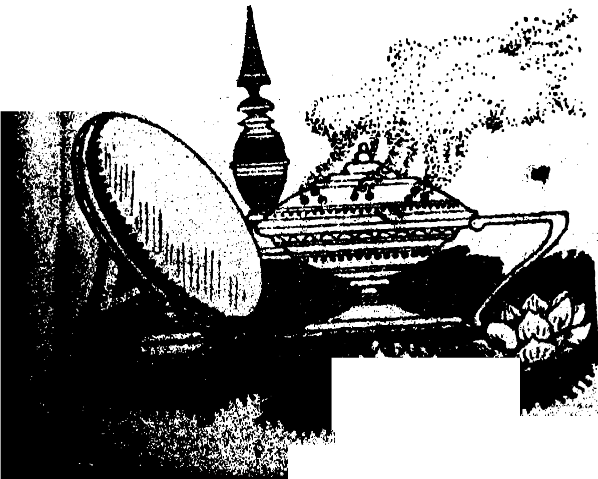
নিত্য-নিয়ত ব্যাকুল চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করছে,

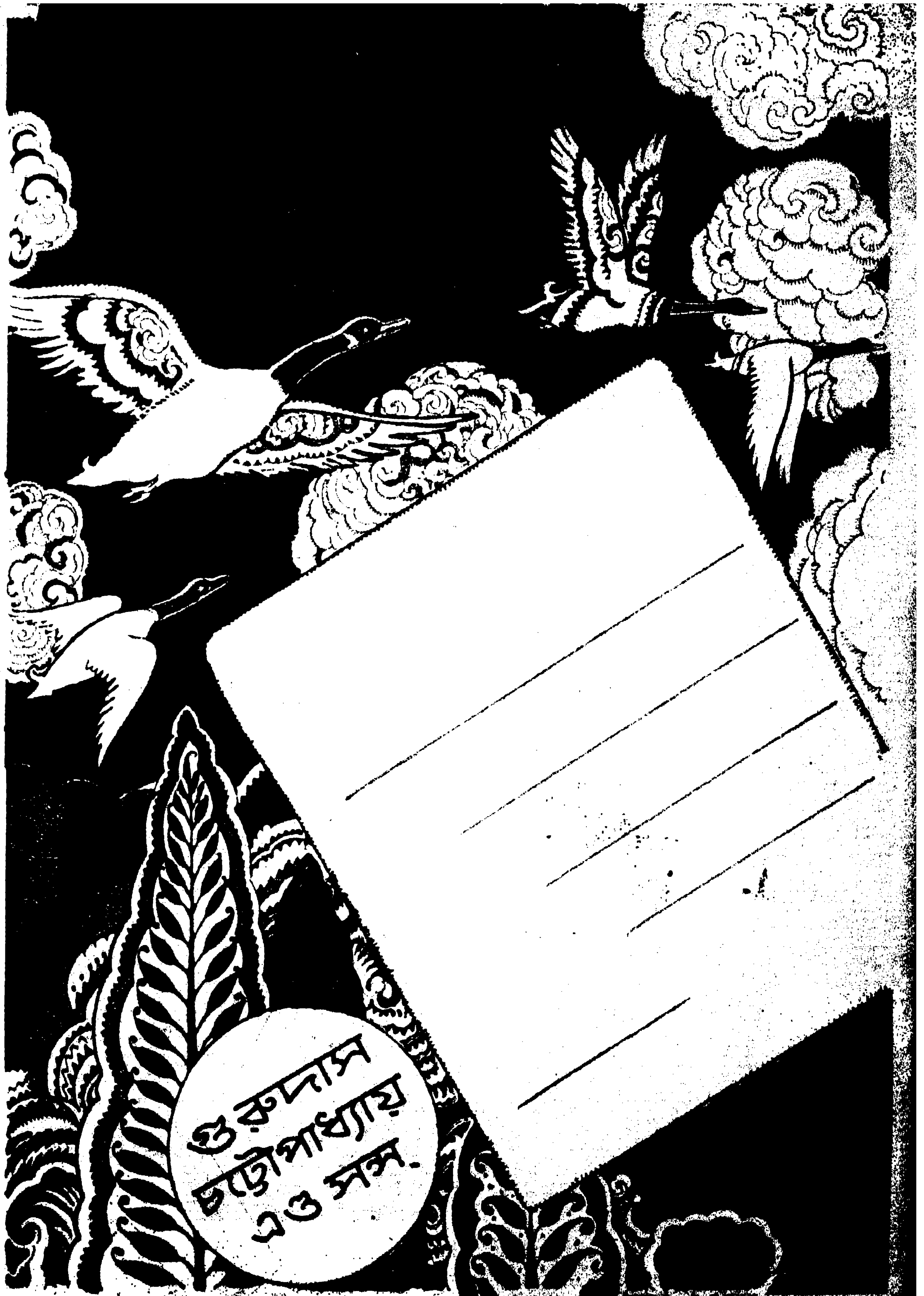
সেই পরম প্রেমাভিমানীর উদ্দেশে —



"——   নিত্য শুনা যায়
দূরদূরান্তর হ'তে………………
………যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।——"

—রবীন্দ্রনাথ




গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স.

কবি-প্রণাম

(মন্দাক্রান্তা)

বর্ষার বল্লভ। এনেছো অপরূপ কল্প-দুর্লভ সুহৃদ্ মেঘ,
যক্ষের বক্ষের বেদনা সুগভীর, ক্ষুব্ধ-মর্মের বিপুল বেগ!
যৌবন-স্বপ্নের মোহন মদিরায় মত্ত উচ্ছল্ নিখিল্ প্রাণ;
বিশ্বের বিস্ময় অতুলরূপময় শিল্পী-সুন্দর! তোমার দান!

কোন্ দূর বন্ধুর বিরহ ব্যথাতুর অশ্রু-বিহ্বল্ কুবের-চর
দুঃখের সিন্ধুর তুলেছে সুমধুর মঞ্জু-গুঞ্জন প্রাণের'পর;
ছন্দের মন্দার পরম বেদনার কোন্ সে কান্তার চিরন্তন—
সংগীত নির্ঝর লভিয়া কবিবর তৃপ্ত অন্তর জগজ্জন!

শাশ্বত আত্মার রসের অভিসার, চিত্তে নিত্যের মিলন-লোভ—
মংগল কাব্যের অমৃত সুষমায় শান্ত সন্তাপ সকল ক্ষোভ!
দ্রষ্টার স্রষ্টার রাতুল পদতলে গর্বে শ্রদ্ধায় বারংবার
নন্দন বন্দন হে কবি অনুপম! মুগ্ধ ভক্তের নমস্কার—!

—নরেন্দ্র দেব





মেঘদূত

"—কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত, মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে—"

মেঘদূত যে অমর কবি কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, জগতের যাবতীয় বরেণ্য সুধী অবনত শি সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মুগ্ধ অন্তরের আনন্দ-স্তুতি আজ রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠে অনবদ্য সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, জগতের অতি অল্প কবির ভাগ্যেই তাঁর কাব্যের উদ্দেশে এক বিরাট প্রশস্তি রচিত হয়েছে। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস যেদিন তাঁর মেঘদূত শেষ করে উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মহতী সভায় অসংখ্য সুধীরসবেত্তার সমক্ষে পাঠ করেছিলেন—

"—সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে
কিনা জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন বেগ, গুরু গুরু রব
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেইদিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চির দিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল—"

মেঘদূতে যক্ষের বেদনাকাতর বিরহ-গাথা পড়তে পড়তে সত্যিই এ কথা মনে হয় যে—

—"সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘ পানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়-গৃহ পানে। বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষপরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা—"

নিখিল-বিরহী-চিত্তের প্রতি মর্মবেদনায় কাতর কবি যথার্থ-ই যেন তাদের সবারই গান তাঁর

এই অমর কাব্যে গেঁথে রেখে গেছেন একেবারে চিরন্তনী ক'রে। তাই, আজও মেঘদূত এমন অক্ষুণ্ণ অপার সৌন্দর্যরাশি নিয়ে বিশ্বের বিরহী-জন-হিয়া পরিতৃপ্ত করছে।

মেঘদূতকে অলংকার শাস্ত্রে 'খণ্ডকাব্য' বলা হয়েছে। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—মেঘদূত একখানি মহাকাব্য। আমার মনে হয় অনেকেই তাঁর এ কথার প্রতিধ্বনি করে বলবে—মেঘদূত যথার্থই তাই। শতদলের প্রত্যেকটির সম্মিলনে যেমন একটি সুপরিণত কমল বিকশিত হয়ে ওঠে, মেঘদূতও তেমনি কবির স্বচ্ছন্দ উদার শ্লোকরাশি নিয়ে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অনুপম মহাকাব্য রূপে গড়ে উঠেছে। আকারে ক্ষুদ্র হলেও অপ্রমেয় কাব্য-সৌন্দর্যে এ যেন কালিদাসের এক বিরাট রচনা।

দুটি মাত্র সর্গে মেঘদূত বিভক্ত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য আর কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। পৃথিবীর সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাঁথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে। বর্ষায় আমাদের মন—অভ্যস্ত ও পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরের দিকে যাইতে চায়। পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন। আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়—এই হইল পূর্বমেঘ! নবমেঘের আর একটি কাজ আছে—সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জননান্তর সৌহৃদানি' মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য লোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে। পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তর মেঘে সেই একের সহিত অনন্তের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম!' (বিচিত্র প্রবন্ধ)

ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বহু গবেষণা করে স্থির করেছেন যে 'দূত' বা 'সন্দেশ' কাব্যের মধ্যে মেঘদূত শুধু শ্রেষ্ঠতমই নয়—প্রাচীনতম। মেঘদূতের অনুকরণে জড়পদার্থকে দূত করে পরবর্তিকালে 'চেতদূত' মেনদূত' 'পবনদূত' 'হৃদয়দূত' 'শিলাদূত' 'পদাংকদূত' 'বাতদূত' 'চন্দ্রদূত' 'তুলসীদূত' 'নেমীদূত' প্রভৃতি অসংখ্য দূতকাব্য রচিত হ'য়েছিল। এছাড়া 'হংসদূত' 'পিকদূত' 'শুক সন্দেশ' 'চকোর সন্দেশ' 'ময়ূর সন্দেশ' 'ভ্রমরদূত' 'ভৃঙ্গ সন্দেশ' 'কোকিল সন্দেশ' 'পান্থদূত' প্রভৃতি সচেতন প্রাণীকে দূত ক'রেও বহুকাব্য বিরচিত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন যে মহাভারতে দময়ন্তীর হংসদূত প্রেরণ বা রামায়ণে রামের হনুমানকে সীতার নিকট দূতরূপে পাঠানো থেকেই কালিদাসের মনে 'মেঘদূত' রচনার কল্পনা জেগে উঠেছিল, কিম্বা বৌদ্ধজাতকের 'কাকবিলাপ জাতক'—যাতে জনৈক বিরহী তার পত্নীকে বায়সমুখে সন্দেশ পাঠাচ্ছে, সেই আখ্যায়িকাই কালিদাসকে মেঘদূত রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল। মল্লিনাথ ও বল্লভদেব এবং দক্ষিণাবর্তনাথ রামায়ণের নিকট কালিদাসের ঋণ সমর্থন করেন। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, যমককাব্য রচয়িতা ঘটকর্পর, যিনি কালিদাসের সমসাময়িক কবি ও বিক্রম সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন তাঁরই নিকট 'মেঘদূতে'র জন্য কালিদাস ঋণী! কিন্তু এ সকল অনুমান প্রামাণ্য ও বিচার-সহ নয় ব'লে এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফল। তবে, বাল্মিকীর নিকট কালিদাসের ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।

পূর্বমেঘে প্রথমেই আমরা মেঘদূতের নায়ক বিরহী যক্ষের পরিচয় পাই। অলকাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের সে ছিল এক অনুচর। তরুণ সে, গৃহে তার নববিবাহিতা বধূ। তরুণী প্রিয়ার প্রথম প্রেমের প্রবল আবেগে সে তখন অভিভূত। তৎকালীন মনের অবস্থা নিয়ে প্রভুর কাজে অবহিত থাকা কোনও তরুণের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তাই যক্ষেরও প্রতিদিন কাজে ভুল হতে লাগলো! তখন যক্ষপতি রুষ্ট হয়ে তাকে এক বৎসরের জন্য অলকা থেকে রামগিরি আশ্রমে নির্বাসিত করলেন। অভিশপ্ত যক্ষ মনের দুঃখে রামগিরি আশ্রমে এসে বনবাস করতে লাগলো। কিন্তু মন তার পড়ে রইল সেই সুদূর অলকায়, যেখানে তার পরাণপ্রিয়া তার বিরহে একাকিনী নয়নাশ্রুজলে কালযাপন করছেন। গুরু বিরহভার বক্ষে বহন করে গভীর মনস্তাপে তার দিন যেন আর কাটতে চাইছিল না! প্রিয়ার জন্য ভেবে-ভেবে বেচারী একেবারে শীর্ণ হয়ে গেছে। তার হাতের বালা ঢিলে হয়ে কখন যে একগাছি মনিবন্ধ হতে খসে পড়ে গেছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। দিনের পর দিন রামগিরির শিখরে বসে উত্তরে অলকার পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে সে মনে মনে শুধু তার প্রিয়তমার স্বপ্ন রচনা করে! নিবিড়-ঘন ছায়াতরু-ঘেরা রামগিরি আশ্রম, সে এক রমণীয় পার্বত্যকুঞ্জ। রামগিরির প্রত্যেক চূড়ায় শ্রীভগবান রামচন্দ্রের সুচারু পাদপদ্ম অঙ্কিত রয়েছে। তার প্রত্যেক গিরি-নির্ঝরিণীটি স্নানার্থিনী জনকতনয়ার পবিত্র-অংগ-স্পর্শে পুণ্যোদক হয়ে উঠেছে। প্রতি পাদক্ষেপে রামগিরি বিরহব্যথাতুর যক্ষকে রাম সীতার মিলনানন্দে অরণ্যবাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে অধিকতর আকুল করে তুলছিল।

অনেকে মনে করেন যে মেঘদূতের বিরহী যক্ষ হচ্ছেন কবি স্বয়ং। তিনি উজ্জয়িনী প্রবাসে প্রিয়তমার বিচ্ছেদে কাতর হয়ে মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল অন্তর নিয়ে এই অতুলনীয় কাব্যখানি রচনা করেছিলেন!—কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবনী সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও গল্প-কথা ছাড়া সঠিক কিছুই তো এ পর্যন্ত জানতে পারা যায় নি। তবে তিনি যে উজ্জয়িনীতে ছিলেন এ তথ্যটি প্রায় সর্ববাদিসম্মত! তা'ছাড়া, বিরহের দুঃখ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তমার জন্য এমন অকৃত্রিম অন্তরবেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে বিরহী যক্ষের সঙ্গে কবিকে একাত্ম বলে ধারণা না হয়েই পারে না। কিন্তু সে কথা যাক্।

নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণায় যক্ষ যতই কাতর হয়ে পড়ছে, ততই তার ভাবনা হচ্ছে সেই গৃহে-ফেলে-আসা নিঃসংগিনী তরুণী প্রিয়ার জন্য! নিজে সে যতই কষ্ট পাচ্ছে, তত, এই কথাটাই তার কেবলই মনে হচ্ছে যে, প্রেয়সীকে আমার একটা সংবাদ না দিতে পারলে সে কি এ জ্বালা সহ্য ক'রে বেঁচে থাকতে পারবে? হয়তো শাপান্তে ফিরে গিয়ে দেখবো সে আমার নেই! এই দুর্ভাবনায় চিত্ত তার যখন একান্ত উচাটন হয়ে উঠেছে, সেই সময় পূর্বাকাশে আষাঢ়ের প্রথম ঘনঘটা দেখা দিল! আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দেখে যক্ষের খেয়াল হলো—এই তো এ চলেছে পূর্ব হ'তে উত্তরে, তাহলে একেই অনুনয় বিনয় করে বলে দিই না কেন—যাবার পথে আমার প্রিয়ার কাছে সংবাদটুকু দিয়ে যাবার জন্য? দীর্ঘবিরহ-তাপে উত্যক্ত-চিত্ত যক্ষ একবার বিবেচনা করেও দেখলে না যে মেঘ তার দৌত্যকার্যের যোগ্য কি না? যে অচেতন, জড়পদার্থ, সে কি কখনও সংবাদ-বাহকের কাজ করতে পারে? কিন্তু সে বিচার করে দেখবার মতো মনের অবস্থা যক্ষের তখন ছিল না। প্রেমোন্মত্ত সে, প্রণয়িনীর বিচ্ছেদে অতি-ব্যাকুল, প্রিয়তমার সংগে মিলনের জন্য সে তখন অধীর ও আত্মহারা, তার কাছে তখন চেতন-

অচেতন ভেদাভেদ দূর হয়ে গেছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ উঠে সদ্য-প্রস্ফুটিত কুটজকুসুমে অর্ঘ রচনা দ্বারা মেঘের পাদ-বন্দনা ও স্তুতি অন্তে কৃতাঞ্জলিপুটে, মিনতিপূর্ণকণ্ঠে তাকে আপন আবেদন জানাতে শুরু ক'রে দিল।

সমস্ত পূর্বমেঘ জুড়ে আমরা যক্ষের মুখে শুনতে পাই, সে মেঘকে অলকার পথের সন্ধান বলে দিচ্ছে। যক্ষেশ্বরের আবাসস্থল যে অলকাপুর—যার হর্ম্যরাজি—বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকায় বিধৌত, সেখানে কেমন ক'রে যেতে হবে। কোথা দিয়ে—কোন পথে—কোন কোন দেশ অতিক্রম ক'রে তাকে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে। কোথায় সে পথের শ্রান্তি দূর করবার জন্য বিশ্রাম করবে। কোথায় কে তাকে কেমন ভাবে সমাদর করবে। পথে যেতে যেতে কোথায় কি প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য তার চোখে পড়বে। কোথায় কি দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য বস্তু আছে—সমস্তই সে এক একটি ক'রে খুঁটিয়ে মেঘকে বলে দিচ্ছে! সে বিবরণের মূল্য শুধু প্রাচীন ভৌগলিক তত্ত্বের সন্ধানলাভ হিসাবেই নয়, কাব্যকলার দিক দিয়েও সে এক অমূল্য সম্পদ। পড়তে পড়তে মেঘদূতের পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল, নগর, প্রাসাদ, পশু-পক্ষী, নর-নারী সবাই যেন চোখের সামনে তাদের সমস্ত রূপ ও ঐশ্বর্যের পসরা নিয়ে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মহাকবির স্বচ্ছন্দছন্দ-মাধুর্যে, অমৃত-মধুর ভাষার লালিত্যে, কল্পনার ঐশ্বর্যে, বর্ণনার বৈচিত্র্যে, উপমার অনুপম লাবণ্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও অন্তর্গূঢ় ভাব প্রকাশের অপূর্ব সুনিপুণ ব্যঞ্জনায়, অন্তরের সকরুণ কাতরতায় এবং আন্তরিক সমবেদনার নিবিড় আবেদনের গুণে সমস্ত জড়জগৎ যেন যাদু-মন্ত্রে প্রাণবন্ত হওয়ার মতো—সহসা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দে মূর্ত ও চৈতন্যময় হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর এই ভক্ত কবির বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে ষড়ৈশ্বর্যশালিনীরূপে সমুজ্জ্বলা হয়ে দেখা দিয়েছেন।

কালিদাসের কবিত্বের প্রসাদগুণে পূর্বমেঘেও উত্তরমেঘের ন্যায় আগাগোড়া অমৃতরস পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সে কোন মালবিকার মালঞ্চের মালিনী তার নিভৃত-গোপন-কুঞ্জে বসে কবির মুখে প্রথম মেঘদূত শুনে বলেছিল যে,—উত্তরমেঘই তোমার কাব্যলোকের অমরাবতী—পূর্বমেঘ সেই বাঞ্ছিত সুরপুরে উত্তীর্ণ হবার মরকত-সোপান মাত্র। বহুদিনের এই প্রচলিত প্রবাদ শুনে শুনে আমরা পূর্বমেঘের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছি। পূর্বমেঘ যে কিছু নয়, আর উত্তর-মেঘই যে সব, এইভাবের একটা কথা প্রায় অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়! কাব্যরসিক সুপণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম এই প্রমাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথার্থ-ই বলেছেন যে—'পূর্বমেঘে যা কিছু জড়, তাই চৈতন্যময়, ভাবময়, প্রেমময়। জড়কে এমন সুন্দর ভাবে চৈতন্যময় করে তুলতে আর কোনও কবিই এ পর্যন্ত পারেন নি। এইটেই হচ্ছে পূর্বমেঘের প্রধান বিশেষত্ব এবং এইখানেই কালিদাসের অদ্ভুত কৃতিত্ব অননুকরণীয় ও অপরাজেয় হয়ে উঠেছে।'

পথের বর্ণনা-প্রসঙ্গে যক্ষ মেঘকে ডেকে বলছে—আকাশ-পথে তোমাকে দেখে বিরহিণী বধূরা তাদের কপালের উপর থেকে অলকদাম সরিয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখবে। প্রবাসী পতির গৃহে ফেরবার সময় হয়েছে বুঝে তাদের মুখে হাসি ফুটবে, তারা সব আশান্বিতা হয়ে উঠবে! আমার প্রিয়াকে গিয়ে দেখবে যে তোমার সেই পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়া শাপান্তে আমার সঙ্গে মিলনের আশায় দিন গুণে বেঁচে আছে। কারণ, প্রেমময়ী-রমণী-হৃদয় নিদারুণ বিরহ-ব্যথায় সুকুমার কুসুমের মতোই আসন্ন পতনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন শুধু বোঁটার মুখে কোনরকমে লেগে থাকা ফুলের মতো একমাত্র আশার বাঁধনই তাদের প্রাণটুকু ধরে রাখে।

মেঘকে সে বোঝাচ্ছে যে—রামগিরি প্রতিবছর তোমাকে পেয়ে ভারি খুশী হয়। বর্ষে বর্ষে নব বর্ষাগমে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তোমার সঙ্গে মিলনের আনন্দে এই রামগিরি উষ্ণবাষ্প মোচন ক'রে তার গভীর স্নেহের অভিব্যক্তি জানায়। তুমি যখন আকাশ পথে যাবে তখন তোমাকে দেখে, 'বাতাস বুঝি গিরিশৃঙ্গ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে' ভেবে মুগ্ধ সিদ্ধাংগনারা চমকে মুখ তুলে চকিত-নয়নে তোমার দিকে চেয়ে দেখ্‌বে। বল্মীকচূড়া থেকে তখন আকাশে রামধনু উঠেছে, মণিখণ্ডের মত তার উজ্জ্বল তপ্ত বর্ণ! তোমার শ্যাম কলেবর ওই রামধনুর সংস্পর্শে এসে এমন সুন্দর শোভা ধারণ করবে যে দেখে তোমায় মনে হবে যেন গোপালবেশী শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় শিখীপুচ্ছ সাজানো রয়েছে। তোমার সাড়া পেয়ে গ্রামের কৃষকবধূরাও প্রীতির চক্ষে তোমার পানে চেয়ে দেখবে, তাদের সরল চাহনিতে কোনও চটুল কটাক্ষ নেই, তারা কেউ ভ্রূ-বিলাস জানে না।

তুমি যখন আম্রকূট পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠবে, তখন—রাশি রাশি বুনো আম পেকে উঠে সমস্ত আম্রকূট পাহাড়টিকে সোনার মত রংয়ে মুড়ে রেখেছে দেখবে। সেই সময় তুমি তোমার ওই কোমল কুন্তলের মতো অসিতবর্ণ দেহ নিয়ে তার উপর আরোহণ করলে সে পাহাড়টিকে দেখে মনে হবে যেন ধরণীর বক্ষোদ্ভূত শ্যামমধ্য ও পাণ্ডুরপ্রান্ত পয়োধরের মতো!

আকাশে তোমার আবির্ভাব হলেই সঙ্গে সঙ্গে বারিবিন্দুগ্রহণে সুচতুর চাতকের ঝাঁক দেখা দেবে, শ্রেণীবদ্ধ বলাকার দল উড়বে। সিদ্ধবালারা আকাশের দিকে চেয়ে নিবিষ্টমনে যখন তাই দেখবে এবং আঙুল বাড়িয়ে বলাকার সংখ্যা গুণবে, সেই সময় হঠাৎ তোমার গর্জন শুনে ভয়-চকিতা সিদ্ধ-সহচরীরা অকস্মাৎ পার্শ্বস্থ সঙ্গীদের জড়িয়ে ধরবে! প্রিয়সখীদের কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত আলিংগন-সুখ লাভ ক'রে সিদ্ধযুবারা তোমার উপর খুশী হয়ে তোমার সমাদর করবে।

তুমি যখন নীচৈ পাহাড়ের বুকের উপর গিয়ে বিশ্রাম করবে তখন রাশি রাশি ফুটন্ত কদম ফুলের গাছে নীচৈগিরি ছেয়ে থাকবে,—মনে হবে যেন তোমার স্পর্শলাভের আনন্দে তার সর্বাংগ কদম্ব-কেশর শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পথে যেতে কোথাও দেখবে ফুলচয়নরত মেয়েরা রবিকরে শ্রান্ত হয়ে তাদের গালের ঘাম মুছতে মুছতে কানের কমল-দুলগুলি ম্লান করে ফেলেছে! সূর্যকে আড়াল ক'রে তুমি তখন তাদের মুখে একটু ছায়া দিও।

তারপর, যক্ষ যখন মেঘকে উজ্জয়িনীর কথা বলছে, তখন এ কথাও তাকে বলে দিচ্ছে যে—যদিও তোমায় একটু ঘুরে যেতে হবে, তবু, উজ্জয়িনী না দেখে যেও না বন্ধু! কেন না—সেখানকার পুরললনাদের বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিতলোচনের বিলোল অপাংগ দর্শনে যদি তুমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে না পারো, তাহলে তোমার জন্মই বৃথা! উজ্জয়িনীর পথে তুমি নির্বিন্ধ্যা নদী দেখতে পাবে,—কোকিলকূজনরত কলহংসের দল যার তরংগসংঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে মেখলার মত শোভা পাচ্ছে। উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে যেন স্খলিতপদে কুটিল গতিতে চলেছে। তার অবরুদ্ধ জলস্রোতে আবর্ত হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সে রসিকা তার নাভির সৌন্দর্যের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কবি বলছেন,—রসিকা নারী যে সে, তার প্রিয়জনকে এমনি করেই প্রথমটা আকারে ইঙ্গিতে নিজের মনের ভাব জানায়।

উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদী আছে। সদ্যবিকশিত শতদলের সুগন্ধ সংস্পর্শে সুরভিত শিপ্রা-সমীরণ, প্রভাতে যার স্পর্শ অতি সুখদায়ক, সেই শিপ্রা-সমীরণ সারস কুলের সুমধুর অর্ধস্ফুট কূজন স্ফুটতর করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিচ্ছে। সেখানকার প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষ থেকে বেরিয়ে

আসা সুন্দরীদের কুন্তলসংস্কার-ধূপের সুগন্ধ ধূমে তোমার কলেবর পরিপুষ্ট হবে। তোমার প্রতি সৌহার্দসম্প্রীতিবশে সেখানকার ভবনপালিত শিখীরা তোমাকে তাদের নৃত্য উপহার দেবে। সেখানকার ফুলগন্ধে আমোদিত, ললিত ললনাদের অলক্তরাগরঞ্জিত পদরেখাঙ্কিত প্রাসাদ-শিখরে অবস্থির সৌভাগ্য-লক্ষ্মীদের দেখে প্রীত হয়ে তোমার পথশ্রান্তি দূর কোরো। সেখানে মহাকালের মন্দির আছে। সেই মন্দিরে তানলয়-নিয়ন্ত্রিত পাদবিক্ষেপে নৃত্যপরা বারবধূদের নিতম্বে মেখলা মৃদু নিক্বণে বেজে উঠছে। রত্নপ্রভান্বিত চামরব্যজনে তাদের লীলায়িত বাহু-লতা শ্রমনিপীড়িতা। তোমার নবজলকণা তাদের নখক্ষত অংগের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক। তারা সদলে যখন উৎফুল্ল চিত্তে তোমার পানে চেয়ে দীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে, তখন মনে হবে যেন একদল ভ্রমর উড়ছে। নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে, উজ্জয়িনীর রাজপথে তরুণী প্রণয়িনীরা যখন নিজ বল্লভের ভবন উদ্দেশে অভিসারে যাবে, তখন তুমি তোমার ওই বিদ্যুতের কনক-জ্যোতি বিকাশ ক'রে তাদের পথ দেখিয়ে দিও। বারিধারা বর্ষণ ক'রে তাদের বিপদ্‌গ্রস্ত কোরো না, গর্জন ক'রে তাদের ভয় দেখিও না।

দেবগিরি গিয়ে পৌঁছবার একটু আগেই তুমি গম্ভীরা নদী দেখতে পাবে। পতি-প্রাণা সতীর প্রসন্ন অন্তরের মতো সুনির্মল তার জল। তোমার স্বভাবসুন্দর মূর্তিখানি একেবারে তার অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে প্রবেশ করবে। অমল-ধবল কুমুদ দলের মতো—শুভ্রোজ্জল শফরীদের চটুল নর্তন-ছলে মনে হবে—যেন সুন্দরী গম্ভীরা তোমাকে অপাংগশরে বিদ্ধ করছে। গম্ভীরার উচ্চ পুলিন, নিম্নে তার নীল জল, তীরে বেতসশাখা ঝুলে সেই জলে গিয়ে পড়েছে। দেখে তোমার মনে হবে—যেন গম্ভীরা তার নিতম্বচ্যুত নীলবাস আঙুলের আগায় আল্‌গা করে ধরে আছে! তার পরেই চর্মণ্বতী নদী। তুমি যখন চর্মণ্বতী নদীর জল নেবার জন্য নামবে, আকাশ থেকে গন্ধর্ব কিন্নররা নতনেত্রে চেয়ে দেখবে। দূরত্বহেতু চর্মণ্বতীর বিশাল প্রবাহ ক্ষীণধারার মত দেখাবে; আর তারই মধ্যে তোমাকে দেখতে হবে—যেন ধরণীর বক্ষে দোদুল্যমান মুক্তাহারের মাঝখানে একটা ইন্দ্রনীলমণি! চর্মণ্বতি অতিক্রম করে তুমি দশপুর নগরে যাবে। দশপুর অধিবাসিনীরা সব তোমায় দেখবার জন্য ব্যাকুল। তাদের চোখের সামনে দিয়ে তুমি চলে যাবে, তারা তখন ভ্রূভংগীর সংগে পক্ষ্ম উৎক্ষেপণ ক'রে তাদের ঘন-কৃষ্ণ-আঁখি-তারা নিয়ে তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে, সে যেন ঠিক মনে হবে—একগোছা কুন্দফুল কারা ছুঁড়ে দিয়েছে, আর তারই গতির পিছু পিছু এক ঝাঁক ভোম্‌রা ছুটছে!

সেখান থেকে ব্রহ্মাবর্ত্ত হয়ে, সরস্বতী পেরিয়ে তুমি কনখলে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখানে শৈলরাজ হিমালয় থেকে জাহ্নবী অবতীর্ণা হয়েছেন। তুমি দেখবে জাহ্নবী যেন অসূয়াপরবশা সতিনী গৌরীর ভ্রূকুঞ্চন দেখে—ফেনহাস্যোচ্ছ্বাসে তাঁকে উপহাস ক'রে—হর-ললাট-ইন্দুস্পর্শী-ঊর্মি-করে শম্ভুকেশপাশ সদর্পে আকর্ষণ করছেন। সেইখানেই সুরললনাদের দর্পণস্বরূপ শুভ্র উজ্জ্বল কৈলাস—যার কুমুদ ধবল শৃংগরাজি একের পর আর একটি উর্ধ্বে উঠে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে আছে,—দেখে মনে হয় যেন—দিনে দিনে সঞ্চিত ত্র্যম্বকের বিপুল অট্টহাস এখানে জমাট বেঁধে রয়েছে! এই সদ্যশ্ছিন্ন গজদন্তের মতো ধব্‌ধবে সাদা কৈলাস পর্বতের সানুদেশে তোমার ওই টাটকা-ভাংগা-কাজল-ডেলার মতো কুচকুচে কালো রং যখন মিশবে তখন সবাই নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখবে গৌরকান্তি বলরামের স্কন্ধে যেন একখানি সুনীল উত্তরীয়বাস!

এই কৈলাসের কোলেই তুমি অলকাধাম দেখতে পাবে। প্রিয়তমের অংকে স্খলিতবসনা প্রণয়িনীর মতো—বিগলিত-দুকূলসমা ভাগীরথীর বেষ্টনে অলকাকে দেখলেই নিশ্চয় তুমি চিনতে পারবে।

এমনি করে পূর্বমেঘে যক্ষ তার দূতকে পথ দেখিয়ে ধীরে ধীরে অলকাপুরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

পূর্বমেঘে কবি "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" মেঘকে জীবন্ত করে তুলে তাকে যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর যাদুমন্ত্রবলে পাষাণস্তূপ রামগিরি ও আম্রকূট প্রভৃতি পর্বত সচেতন হয়ে উঠেছে। নর্মদা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধাবতী, চর্মণ্বতী প্রভৃতি সমস্ত নদীই সচেতন। প্রত্যেক নদী যেন মেঘের প্রেমে আত্মহারা, মেঘমিলনের আনন্দ লোভে ব্যাকুল! মানুষের মতই তাদের সকলের হৃদয় আছে, তাতে অনুভূতি আছে, আবেগ আছে। আষাঢ়ের নবীন মেঘ—সে যেন নরনারী পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম সবারই প্রিয়। বিরহীযক্ষের দূত হয়ে সে অলকায় চলেছে। পথে সবাই তাকে আদর করছে, যত্ন করছে, সেবা করছে, আনন্দ দিচ্ছে পাহাড় তাকে শিখরদেশে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে, সৌধমালা তাকে হর্ম্য চূড়ায় স্থান দিচ্ছে, নদীরা তাকে জল দান করছে, বায়ু তাকে গতি দান করছে, ইন্দ্রধনু তার শোভা সম্পাদন করছে, ফুলেরা তাকে অর্ঘ দান করছে, শিখীরা তাকে নৃত্য উপহার দিচ্ছে! মেয়েরা তাকে প্রীতিদান করছে!—যক্ষের বিরহ বেদনা যেন সে জগৎময় ছড়িয়ে দিয়েছে। সারা বিশ্ব যেন যক্ষের দুঃখ কাতর! চরাচর যেন তার নিবিড় ব্যথার সাথী! পূর্বমেঘের এই সব অতুলনীয় কাব্য সম্পদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে,—এহেন পূর্বমেঘকে উচ্চাঙ্গের কাব্য হিসাবে অস্বীকার করা নিতান্তই অরসিকের কাজ নয় কি?

এইবার উত্তরমেঘ। উত্তরমেঘে কবি তার নায়ক যক্ষের মুখ দিয়ে প্রথমে অলকা ও অলকাবাসিনীদের বিশদ বর্ণনা করিয়েছেন, তারপর তাঁর কাব্যের নায়িকা বিরহিণী যক্ষ প্রিয়ার কথা আরম্ভ করেছেন!

অলকা কালিদাসের কমকল্পনার এক অপরূপ সৃষ্টি। অলকার মেয়েরা সব অনুপম সুন্দরী—সেখানকার ঘরবাড়ীও চমৎকার। সে এক অপূর্ব সুন্দর আনন্দময় দেশ। সেখানে

"—অশোক কুঞ্জ উঠ্‌ত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে
বকুল হ'ত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে—" (রবীন্দ্রনাথ)

সে দেশের মেয়েরা—

"—কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রৈত হাতে কি জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে, শরীষ প'রত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা,
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধূঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখ্‌ত মুখে বালা—" (রবীন্দ্রনাথ)

সেখানে গাছে গাছে নিত্য ফুল ফোটে। মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত! সরোবরে সতত বিকশিত কমল কুবলয়। সরসী নিতম্বে হংসশ্রেণী যেন মরাল-মেখলা রচনা করেছে। ভবনশিখীরা সেখানে সর্বদাই কলাপ বিস্তার ক'রে কেকাপরায়ণ। নিত্য প্রদোষে আঁধারবিনাশী

জ্যোৎস্নায় সে দেশ সমুজ্জ্বল। সেখানকার যক্ষ স্ত্রী-পুরুষের আনন্দাশ্রু ভিন্ন অন্য কোনও কারণে আঁখিজল ঝরে না। প্রিয়জন-সংগমে-নিবার্য মদন তাপ ছাড়া আর কোনও তাপ সইতে হয় না তাদের। বিরহজ্বালা যে কি সে তারা কেউ জানেই না। একমাত্র প্রণয়-কলহ ছাড়া আর কোনও বিবাদ ঘটে না তাদের মধ্যে। চির-যৌবন ছাড়া সেখানে আর কোনও বয়স নেই। নিশীথে জ্যোৎস্নালোকে প্রণয়িনীদের পাশে নিয়ে সদানন্দময় যক্ষরা সেখানে গীত-বাদ্যের সঙ্গে রতিরাগবর্ধক আসব পান করে। সেখানে মন্দাকিনী তীরে মন্দার তরুছায়ায় অমর-বাঞ্ছিতা যক্ষবালারা কনকবালুকা স্তূপে রত্নমুষ্টি নিক্ষেপ করে গুপ্ত-মণি-অন্বেষণ খেলায় ব্যাপৃতা থাকে।

প্রণয়িনীদের কটিবাস শিথিল দেখে প্রেমিকেরা সেখানে যখন রসরংগভরে চঞ্চলহস্তে তাদের বসন আকর্ষণ করে, তখন লাজবিমূঢ়া বিম্বাধরারা মুষ্টিপূর্ণ কুঙ্কুমচূর্ণ নিক্ষেপ করে কক্ষস্থ রত্নপ্রদীপ নির্বাপিত করবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করে! তাদের শয্যার উপর চন্দ্রাতপে বিলম্বিত ঝালরে চন্দ্রকান্ত মণিমালা গাঁথা আছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক স্পর্শে সেই মণিহার হ'তে স্নিগ্ধ সলিলকণা নিঃসৃত হয়ে দয়িতের আলিংগনমুক্ত সুন্দরীদের বিহার-শ্রান্তি দূর করে। সেখানে শংকর স্বয়ং নিয়ত বিরাজমান, কাজেকাজেই মদনের পুষ্পধনু সেখানে চিরদিন সভয়ে নির্গুণ হয়ে পড়ে আছে! কিন্তু, তাই বলে কি সেখানে কেউ ফুলশরে কখন বিদ্ধ হয় না? হয় বৈ কি! কিন্তু, সে মদনের নিক্ষিপ্ত ফুলশরে নয়, সুচতুরা কামিনীদের কুটিল নয়নের অব্যর্থ-সন্ধানী কটাক্ষবাণে! সেখানে এক কল্পতরু আছে, তার কাছে যা-চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। অলকায় কিছুরই অভাব নেই, একেবারে সকল দেশের—সকল মানুষের—যেন আদর্শ ভূমি!

যক্ষ বলছে,—এমন যে অলকা, সেইখানে কুবেরের আলয় পার হয়েই উত্তরে আমার বাড়ী। তারপর সে বাড়ীখানির খুঁটিয়ে বর্ণনা ক'রে তার প্রিয়ার কথা বলতে শুরু করলে। কেমন সে প্রিয়া তার?—না—কৃশাঙ্গী সে, কনকবরণা, শিখরি-দশনা—

এই শিখরি-দশনার মানে নানা টীকাকার নানা ভিন্ন ভিন্ন রকমের দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, দাড়িম্ববীজতুল্য, কেউ বলেছেন, সূচ্যগ্র, ইত্যাদি। কিন্তু, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর যে অর্থ করেছেন সেইটিই খুব সমীচীন বলে মনে হয়। শিখরিদশনা মানে তিনি বলেছেন, "কৈলাসের তুষারাবৃত শিখর সদৃশ শুভ্রোজ্জ্বল দন্তপাতি যার।"

তারপর—পক্কবিম্বের মতো অধরোষ্ঠ তার, চকিতা হরিণীর মতো চটুলনয়না সে, তার ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, গুরু নিতম্বভারে সে মন্থরগতি, পরিপুষ্ট স্তনভারে ঈষৎ আনমিতা, সে যেন বিধাতার প্রথম-সৃষ্ট যুবতী! সর্ব শোভা ও সৌন্দর্যের আধার যে নারী—সে আজ আমার বিরহে মলিনা। তৈল-বিনা স্নান হেতু তার কেশপাশ রুক্ষ। সর্বপ্রকার বিলাসিতা সে ত্যাগ করেছে। কবরীতে আর তার ফুলহার নেই। মধুপান পরিত্যাগ করায় সে আয়ত ইন্দিবর লোচনে তার আর সে মধুর কটাক্ষ খেলে না। কটিদেশে আর সে মোহন মুক্তাজাল পরে না! নিঃসংগ চক্রবাকীর মতো একাকিনী সে মূর্চ্ছাহতাপ্রায় শয্যায় পড়ে আছে। যেন পূর্বগগনপ্রান্তে কলামাত্র অবশেষ—ক্ষীণ চন্দ্রমা। যদি স্বপ্নযোগে আমায় সে একটিবার দেখতে পায় এই আশায় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে, কিন্তু সে বৃথা। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ তার রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল যেন আর প্রবোধ মানছে না। নিয়ত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়াতে তার

অধরৌষ্ঠ বিবর্ণ হয়ে গেছে! তার সে সদাহাস্যময়ী প্রফুল্ল মুখখানিতে আজ যেন দিনান্তের কমলিনীর মতো অতি সকরুণ দীন ভাব।

হয়ত তুমি গিয়ে দেখবে সে আমার কল্যাণের জন্য একমনে দেবারাধনা করছে! অথবা আমার বিরহবিশীর্ণ মূর্তিটি কল্পনা করে নিয়ে আমার চিত্র আঁকছে। কিম্বা, পিঞ্জরের শারিকাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করছে! তার পরিধানে এখন মলিন বসন। কখনো আমার নামে সংগীত রচনা করে বীণা বাজিয়ে গাইতে গিয়ে গাইতে পারছে না, দুঃখের আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, চোখের জলে বীণার তারগুলি বারবার ভিজে যাচ্ছে, নিজের রচিত গানও সে গাইতে গিয়ে কেবলই যেন ভুলে যাচ্ছে। যেদিন থেকে আমার সংগে তার বিচ্ছেদ হয়েছে সেদিন থেকে রোজ সে দেউলীর কোণে একটি করে ফুল ফেলে রাখত—দিন গোণবার জন্য, মাঝে মাঝে সেই শুকনো ফুলগুলি টেনে বার করে সে গুণতে বসত আমার শাপান্তের আর কতদিন বাকী? যে জ্যোৎস্না সে এত ভালবাসত তা' আর এখন মোটেই সহ্য করতে পারে না, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, মুখে চাপা দিয়ে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে! প্রিয়া আমার আজ আধ-ফোটা-আধ-নিমীলিতা স্থলকমলের মতো বিষাদে বিমলিনা। তুমি গিয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে আমার সংবাদ দিও, আমার অবস্থা সমস্তই তাকে জানিও। এইখানে কবি যক্ষের মুখ দিয়ে প্রিয়ার বিরহে তাঁর আপন অন্তরের দুঃখদুর্দশা ও অন্তরবেদনার করুণ কাহিনী নিবেদন করিয়েছেন।

তারপর, আমরা দেখতে পাই যে যক্ষ তার প্রিয়াকে ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলছে যে—ধৈর্য অবলম্বন করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারো ভাগ্যে ঘটে না, চিরদিন চরম দুঃখের ভিতর দিয়েও কারো দিন যায় না, জীবনের দশা—চক্রনেমীর মতো কখন উপরে কখন নীচেয় ওঠা নামা করে। অতএব তুমি এমন শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে থেকো না প্রিয়তমে। আর চারটে মাস কোনও রকমে কাটিয়ে দাও, তার পরই আমি ফিরে যাচ্ছি। তখন দুজনে মিলে আমাদের যা-কিছু অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত মনের সাধ মিটিয়ে পূর্ণ করে নেবো। কিন্তু, হঠাৎ যক্ষের মনে হল যে—প্রিয়া তার কেমন করে বুঝতে পারবে যে মেঘকে আমিই তার কাছে পাঠিয়েছি। একটা কিছু নিদর্শন তো দেওয়া চাই! তখন যক্ষ মেঘকে বললে—সখা, তুমি আমার প্রিয়াকে গিয়ে এই নিদর্শন দিও যে—সে একদিন আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখটি লুকিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল, সহসা একেবারে ককিয়ে কেঁদে উঠে তার ঘুম ভেঙে গেল! আমি তাকে বার বার তার সে রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করায়, সে তখন মুখ টিপে মুখের হাসি বুকে চেপে রেখে বলেছিল—"যাও, তুমি ভারী শঠ! আমি স্বপ্নে দেখলুম যে তুমি অন্য এক নারীর সঙ্গে বিহার করছো।" এই নিদর্শন পেলে সে আর তোমাকে অবিশ্বাস করবে না। তাকে বোলো সে যেন আমাকেও অবিশ্বাস না করে। কারণ, বিরহে স্নেহের কখন হ্রাস হয় না, বরং ভোগাভাব নিবন্ধন বাঞ্ছিতের প্রতি আসক্তি আরও প্রবল হয়, স্নেহ তখন গাঢ় প্রেমে পরিণত হয়ে ওঠে।—জীবনে এই প্রথম-বিচ্ছেদকাতরা সখীকে তোমার—এই ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবে বন্ধু। তারপর, শীঘ্র তার কাছ থেকে সাভিজ্ঞান কুশল সমাচার নিয়ে এসে আমারও প্রাণ বাঁচিও।

বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক্ বা এই বিরহ-বিধুরের প্রতি অনুকম্পা করেই হোক, হে জলধর, আমার এ দৌত্যকার্যটুকু তোমার অযোগ্য হলেও আগে করে দিয়ে তার পর তুমি বর্ষার অভিযানে

যেখানে খুশি যেও। আমি বলছি—তোমার ভালো হবে বন্ধু, প্রেয়সী সৌদামিনীর সঙ্গে কখনও তোমার তিলেকেরও বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না ভাই।

মহাকবি কালিদাস এইখানে তাঁর মেঘদূত শেষ করেছেন।

শিল্পে, সাহিত্যে ও স্থাপত্যকলায় প্রাচীন ভারত চিরদিন তার কল্পলোকের আদর্শকে বাস্তবের চেয়ে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। সেকালের প্রাচ্য শিল্পীরা যে-কোনও কলা বিভাগে যা কিছু সৃষ্টি করতেন, তাকে তাঁরা কোনও বিশেষ দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বদেশের ও সর্বকালের আদর্শ করেই গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা ছিলেন অমৃতের পুত্র, বিশ্বে অমর-কীর্তি রেখে যাওয়াই ছিল তাঁদের সাধনা!

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের অতলগর্ভস্থ মণিরত্নের সন্ধান না-করে, মাত্র তার বেলাভূমে শুক্তি সংগ্রহ করতে এলেও এ বিশেষত্বটা যে-কোনও সমালোচকের চক্ষে পড়বেই যে—সে রাজ্যের নরনারীরা কেউ এ প্রত্যক্ষ জীবজগতের বাস্তব প্রাণী নয়। তারা সব কবির মানস-লোকের মোহন অধিবাসী। সেখানে জাগতিক ঘটনার পরিবর্তে নিয়ত ঘটছে নানা অলৌকিক ব্যাপার। তাঁরা কেউ ব্যবহারিক স্থূল কথা কিছু বলেন না। তাঁদের যা কিছু বক্তব্য, সে সমস্তই কল্পনাত্মক। অতি সামান্য কিছুর মধ্যেও তাঁরা বিরাটের স্পর্শটুকু না দিয়ে যেন তৃপ্ত হ'তে পারতেন না। তাই, তাঁদের কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকাদের মধ্যে মানবের চেয়ে দেবতার রূপটাই বড় হয়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়।

মহাকবি কালিদাসের শিল্প-বৈশিষ্ট্য কিন্তু অন্যরূপ। তাঁকে ঠিক এ দলের কলাবিদ্ বলা চলে না। মেঘদূতের 'অলকা' সৃষ্টি করবার মতো তাঁর বিরাট ও মহান কল্পনাশক্তি এবং উচ্চতর আদর্শের ধ্যান-ধারণা থাকলেও তিনি ঘর-সংসারের ছোট-খাটো কথা এবং নরনারীর অন্তর্গূঢ় মনস্তত্ত্বটুকু বাস্তব রংয়ে যথাযথই এঁকে যাবার চেষ্টা করেছেন। আবার স্বর্গের ব্যাপারকে তিনি স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তোলবারই প্রয়াস পেয়েছেন। স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে তিনি কোনও দিনই দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি। সেই জন্য তাঁর রচনা কোথাও এতটুকু অস্পষ্ট বা রহস্যময় বলে মনে হয় না।

কালিদাসের নায়ক নায়িকারা সবাই রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ। এই মানুষের মধ্যেই তিনি তাঁর দেবতাকেও দেখেছেন বলে তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্র দেবতুল্য হ'লেও,—তারা কখনও মানবধর্মকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করে নি। কালিদাসের দেবতাদের মধ্যেও আমরা বেশীর ভাগ মানুষের বিভূতিই দেখতে পাই।

মেঘদূতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে সুসমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে নাকি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'গুপ্ত সাম্রাজ্যের' বল-বাণিজ্য-বৈভব-বিদ্যা প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যের পরিচয়-মণ্ডিত স্বর্ণযুগের এত বেশী সৌসাদৃশ্য আছে যে, ম্যাক্‌ডোনেল্ (Mr. Macdonel) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন কালিদাস সেই 'গুপ্ত' সম্রাটদের শাসনকালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন 'গুপ্ত' সম্রাটদের শাসনকাল ৩২০ থেকে ৪৮০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল ব'লে ম্যাকডোনেল্ প্রভৃতির মতে কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি। মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, এবং যাঁর সময়ে উজ্জয়িনী সর্ব বিষয়ে উন্নতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত উজ্জয়িনীর

অবস্থা না কি অবিকল সেই যুগেরই ছবিটিই ফুটিয়ে তুলেছে। অতএব এক দলের মতে তিনি সেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই সমকালীন ও তৎপুত্র স্কন্দগুপ্ত বা কুমারগুপ্তের অনুগত কবি ছিলেন।

কিন্তু ম্যাক্সমূলার ও ফারগুসান্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের উদয় হয়েছিল বলে অনুমান করেন। তাঁরা বলেন যে কালিদাস ছিলেন যশোধর্মণ্ বিক্রমাদিত্য—যিনি "বিক্রম সম্বৎ" প্রচলন করেছিলেন, তাঁরই সভাকবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ এ দেশের বহু পণ্ডিতও এই মতেরই পক্ষপাতী। আবার সার উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রভৃতি অন্যান্য একাধিক পণ্ডিতের অভিমত আলোচনা করলে ষষ্ঠ শতাব্দীকে কালিদাসের কাল বলে নির্বিবাদে মেনে নিতে পারা যায় না। তাঁরা অসংখ্য প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে, কালিদাস খৃঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর কবি। কালিদাসের কাল নিয়ে যে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মতভেদ দেখা যাচ্ছে, তাঁর কোনও নিঃসন্দেহ মীমাংসা বা শেষ-নিষ্পত্তি আজও হয় নি, সুতরাং ও জটিল প্রত্নতত্ত্বের কন্টকারণ্যে প্রবেশ না ক'রে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে আমিও বলি—

—"হায়রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল,
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল!"

বাংলা ভাষায় মেঘদূতের অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু, তার মধ্যে অধিকাংশ অনুবাদেই দেখতে পাই কেবলমাত্র অনুস্বর ও বিসর্গ মুছে দিয়েই যেন বাংলা করবার চেষ্টা হয়েছে! ফলে, তারা অকারণ সংস্কৃতের জাত হারিয়ে ফেলেছে, অথচ বাংলাভাষার সামাজিক পংক্তিতেও উঠে আসতে পারে নি। সংস্কৃত কাব্যের বাংলা পদ্যানুবাদে যদি সংস্কৃত শব্দই বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে সে অনুবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না ব'লে আমি যথাসাধ্য মেঘদূতের আভিজাত্য বজায় রেখে একেবারে আধুনিক সরল-বাংলা ভাষায় মেঘদূত তর্জমা করবার চেষ্টা করেছি। সংস্কৃতানুরাগীরা হয়ত' এতে ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু, তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, এ অনুবাদ তাঁদের জন্য নয়। আমার বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষায় যাঁদের তেমন দখল নেই তাঁরা আমাকে এ অনুবাদের জন্য নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।

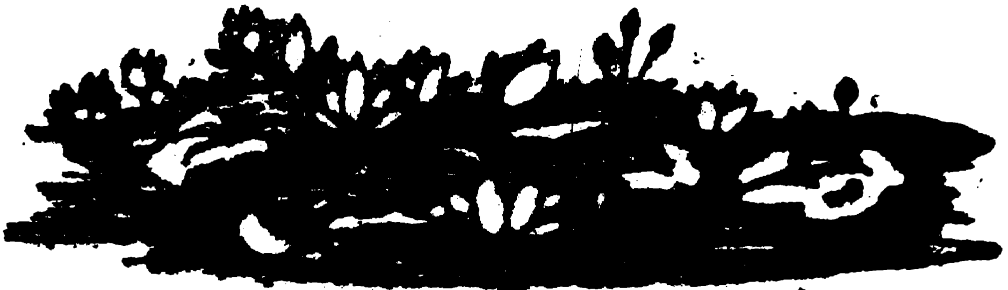
মেঘদূতের যে শ্লোকগুলি কালিদাসের স্বরচিত বলে সুধী সমাজে গ্রাহ্য হয়েছে, আমি কেবলমাত্র সেইগুলিরই অনুবাদ করেছি, প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি বাদ দিয়েছি। কালিদাসের মেঘদূত আগাগোড়াই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরচিত। বাংলা কবিতায় ছন্দের মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রভাব মুক্ত ব'লে আমি এই অনুবাদে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকে টেনে এনে আমার কবিতাগুলিকে অকারণে ভারাক্রান্ত ও একঘেয়ে ক'রে না তুলে আগাগোড়া একে একটি সহজ স্বচ্ছন্দ ও সর্বজনবোধ্য হাল্‌কা সুরে গাঁথবার চেষ্টা করেছি এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য মাঝে মাঝে নানা বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ করেছি। ভাষার ভাবঘন গাঢ়তার গুণে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অনেক কথা ব'লেও মাত্র চারটি লাইনেই সমাপ্ত হ'য়েছে; কিন্তু, সহজ বাংলায় সে সুযোগের অভাব ব'লে প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্য আমাকে অনুবাদের মধ্যে কবিতার লাইন প্রয়োজন মত কম-বেশী ও ছোট-বড় করে নিতে হয়েছে। অনুবাদও যে চার লাইনের মধ্যেই শেষ

করতে হবে এমন কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, এবং, ভাষান্তরিত করবার সময় আপন ভাষার ছন্দ নির্বাচনে অনুবাদকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ব'লে আমি মনে করি। শ্লীলতার সীমা লংঘন সম্বন্ধে রুচিবাগীশদের মতো কালিদাসের বিচার করতে বসাটা আমার মতে—অরসিকের মূঢ়তা মাত্র। তাই সে বিষয়ে কোনও প্রসংগই উত্থাপন করবার আমার ইচ্ছা নেই।

মেঘদূতের প্রত্যেক শ্লোকে কল্পনারাজ্যের অপরাজেয় কলাকুশল কবি যে অনবদ্য লিপিচিত্র অংকিত করে রেখে গেছেন, তাকে রংয়ে ও রেখায় রূপ দেবার চেষ্টা এ পর্যন্ত কেউ করেন নি। মেঘদূতেকে সচিত্র করে প্রকাশ করবার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এই বইখানিকে সর্বাংগসুন্দর করে প্রকাশ করবার জন্য যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন আমি সেজন্য তাঁদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ; এঁদেরই উৎসাহ ও যত্নে 'ওমর খৈয়ামের' ন্যায় 'মেঘদূতের'ও সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এই গ্রন্থের ছবিগুলি এঁকেছেন আমার শিল্পী-বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত দাশ। 'মেঘদূতের পথরেখা' এঁকে দিয়েছেন শিল্পী-বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণী গুপ্ত। এঁদেরও আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মেঘদূতের একে একে দ্বাদশটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল দেখে মনে হয় আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি। এ অনুবাদ বোধকরি পাঠক সাধারণকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে। ইতি—

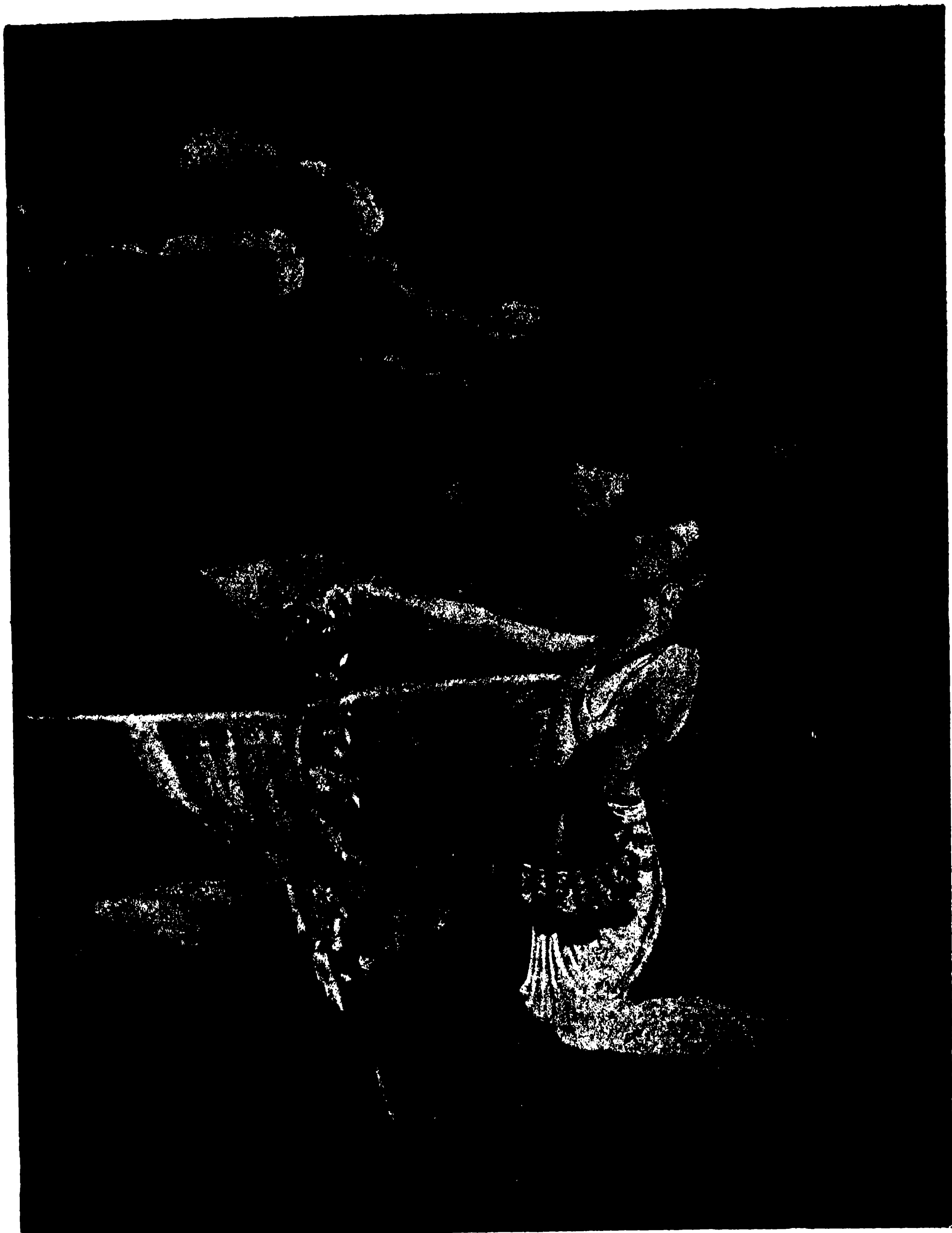
"ভাল-বাসা"
৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ

নরেন্দ্র দেব







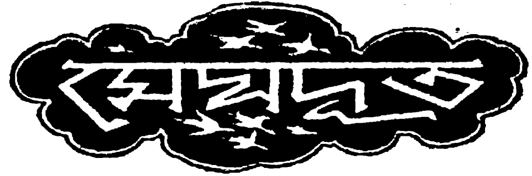


—চার—

মেঘদূত

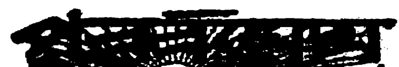
"—এই ভেবে সে কুচ্চি ফুলে অর্ঘ্য রচি উর্ধ্বে তুলে
শিষ্ট-সাদর-সম্ভাষণে এগিয়ে এলো মেঘার্চনে।" —পূর্ব্বমেঘ

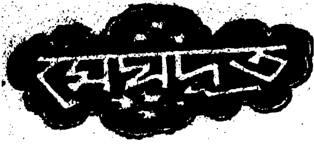
শিল্পী—জ্ঞানদাকান্ত ঘোষ



এক

প্রণয়ে বিভোর এক
কর্ম-ভীরু যক্ষ প্রভু-শাপে
প্রিয়ার বিরহ ভারে
বর্ষকাল নির্বাসনে যাপে !
জনক-তনয়া স্নানে
পুণ্য যেথা তটিনী-উচ্ছ্বাস,
ছায়া-স্নিগ্ধ তরু ঘেরা-
রামগিরি-বক্ষে করে বাস !



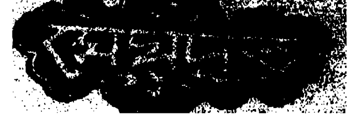


দুই

সেই পাহাড়ের শৃংগে একা
প্রাণ-প্রতিমার সংগহারা
ভাগ্যহত যক্ষ হল
অল্প দিনেই পাগলপারা !
শীর্ণ করের সোণার কাঁকণ
পড়ল খ'সে—এমনি ক্ষীণ !
এগিয়ে এলো এমন সময়
আষাঢ় মাসের প্রথম দিন।
প্রিয়ার লাগি আকুল হিয়া
দেখলে সে আজ হঠাৎ চেয়ে,
ভুলছে সেথায় প্রকাণ্ড মেঘ
শৈলসানুর কণ্ঠ ছেয়ে,
ঠিক্ যেন এক মাতংগরাজ
রইতে নারি আঁধার বনে,
দাঁত ঠুকে ওই গিরির বুকে
খেলছে এসে আপন মনে।'







তিন

চাহি মেঘপানে
রাজ-অনুচর
যক্ষ ভাবিছে
কাতর-হিয়া
নব বরষার
এ মেঘ-মেলায়
অন্তরে কার
না জাগে প্রিয়া ?
নবীন বাদলে
উতলা তারাও
কান্তা যাদের
কণ্ঠে দোলে,
এ প্রবাসে মোর
বিরহী-হৃদয়
পরাণপ্রিয়ারে
কেমনে ভোলে !





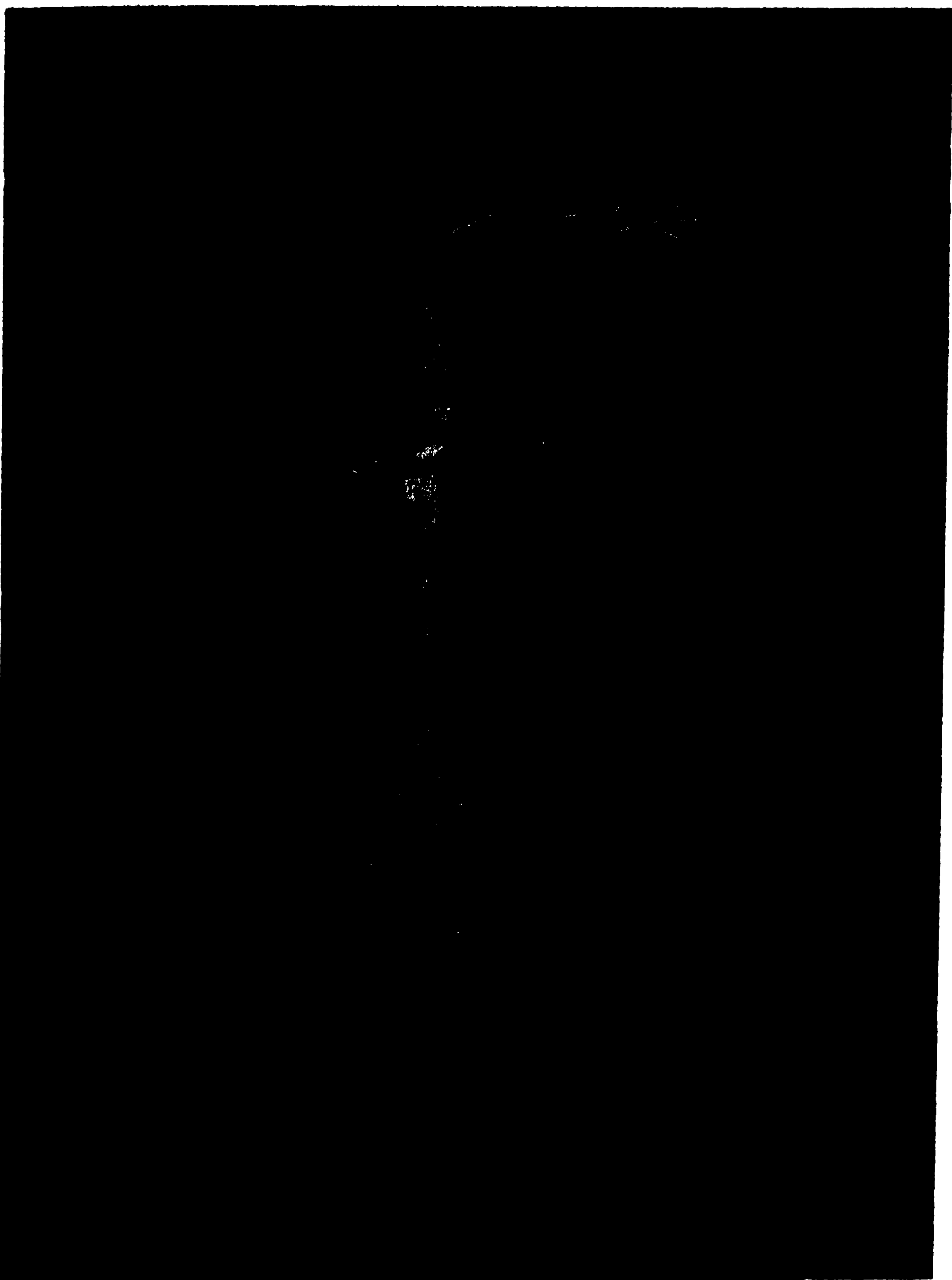


চার

মেঘ দেখে তার পড়ল মনে
আসন্নপ্রায় এই শ্রাবণে
আমায় ছেড়ে বিধুর-হিয়া
কেমন করে বাঁচবে প্রিয়া ?
মেঘের মুখে বার্তা পেলে
হয়ত সখীর শান্তি মেলে !
এই ভেবে সে কুর্চ্চি ফুলে
অর্ঘ্য রচি ঊর্ধ্বে তুলে
শিষ্ট-সাদর-সম্ভাষণে
এগিয়ে এলো মেঘার্চনে !







—বাইশ—

মেঘদূত　　"—কেমন ক'রে চাতক-চতুর পান করে ওই বৃষ্টি-ধারা

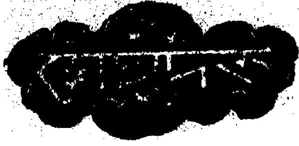
২　　দেখ্‌বে চেয়ে সখার সাথে সিদ্ধ-বালা আপন-হারা।" —পূর্ব্বমেঘ

শিল্পী—চারু রায়

পাঁচ

মেঘ যে কোনও দৌত্য-কাজের
যোগ্য মোটেই নয়,
সজীব যারা তারাই কেবল
বার্তাবহ হয়,
এসব কথা যক্ষ কিছুই
ভাব্‌লে না আর মনে।
আবেগ-আকুল মত্ত প্রাণে
কে আর অতো গোণে ?
জোড়-হাতে সে মেঘের কাছে
জানায় নিবেদন !
জড় চেতনের ভেদ কি বোঝে
প্রেম-উতলা মন ?





ছয়

জন্ম তোমার জগৎ-জানা
পুষ্করাদির বংশে জানি,
ইচ্ছা মতো রূপ ধারণের
শক্তি তোমার অংশে মানি ;
মিত্র তুমি স্বর্গাধিপের,
ইন্দ্র-সেনার প্রধান রথী,
তোমার শরণ ভিন্ন যে নেই
এই অভাগার অন্য গতি !
পরাণ-প্রিয়ার সংগ-স্বরগ
ভাগ্যদোষে ভ্রষ্ট আমি,
প্রার্থনা তাই জানাই তোমায়
—তোমার কৃপাবিন্দুকামী ;
দুঃখ তো নেই হ'লেও বিমুখ
ভিক্ষা চেয়ে মানীর কাছে ?
নীচের নিকট প্রার্থনা যে
সফল হলেও লজ্জা আছে।





সাত

নিদাঘ-তাপে তপ্ত-ধরায়
তৃপ্তি-ধারা তুমিই ঢালো,
দূর-বিরহীর আঁধার-মনে
আশার প্রদীপ তুমিই জ্বালো
কুবের-কোপে হারিয়েছি হায়,
প্রাণপ্রেয়সীর মিলন-সুখ
নবীন নীরদ। তোমার কৃপায়
ঘুচবে আমার মনের দুখ।
আমার কুশল-বার্তা নিয়া
প্রিয়ার পাশে যাও গো তুমি,
যাও গো যেথায় হেম-অলকায়
যক্ষরাজের আবাসভূমি,
যাহার প্রাসাদ-উদ্যানেতে
মহেশ্বরের বাসস্থল,
চন্দ্রচূড়ের চাঁদের আলোয়
হর্ম্যরাজি সমুজ্জ্বল।



আট

তোমায় দেখে ঘোম্‌টা খুলে,
সরিয়ে মাথার ঝাপ্টা-চুলে,
চাইবে হেসে মুখটি তুলে—
বিরহিণীর দল !

দূর-প্রবাসী পরাণ-বঁধুর
প্রত্যাগমের লগ্ন মধুর
বুঝ্‌বে তারা—নয় বেশীদূর,
আশায় সচঞ্চল !

তোমার উদয় দেখ্‌লে কি আর
কেউ সুদূরে থাকবে প্রিয়ার ?
বিশ্ব ব্যাকুল আপন হিয়ার
সংগিনীকে চায় !

কে আর হেন ভাগ্যহত,
এমন দিনে আমার মত
নির্বাসনে বিলাপ রত
বিপুল বেদনায় ?



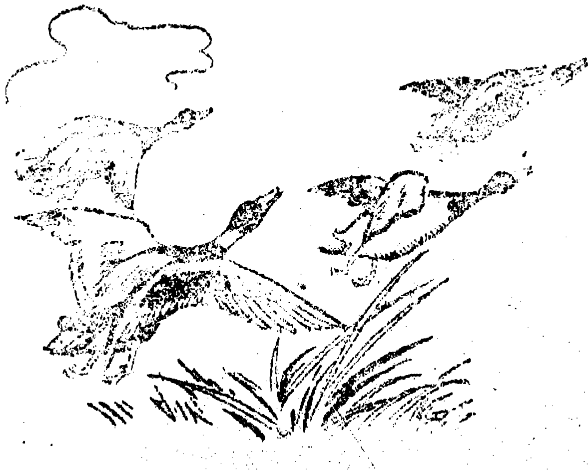
—আটাশ—

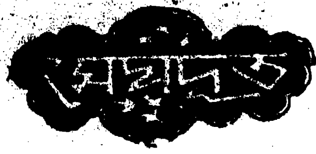
"—পুর-নারী সেথা যারা, চকিত-নয়না তারা !
বিজলী চমকে চোখে, আঁখি ঠারে মরে লোকে। — পূর্ব্বমেঘ

শিল্পী—চারু রায়

নয়

পবন-অনুকূল
তোমারে লয়ে শিরে
অলকা-পুর-পথে
চলেছে ধীরে ধীরে।
তোমারে হেরি নভে
গরব-ভরে নব
কূজিছে সুমধুর
চাতক বামে তব!
নয়ন-অভিরাম
বলাকা থরে-থরে,
মিলন-সুখে চলে
তোমারি সেবা তরে!





দশ

গেলে নিশিদিন বিরাম-বিহীন
প্রিয়ার পাবেই দেখা।
পতিরতা তব ভ্রাতার ঘরণী
বিরলে বসিয়া একা
গণিতেছে দিন, বিষাদে মলিন
আঁখিপুটে ঝরে লোর,
কোনোরূপে আছে পরাণ ধরিয়া!
মিলনের আশে মোর!
কুসুম-কোমল সুকুমার তনু
বিরহ-বেদনে হায়,
আশার বৃন্তে লেগে আছে যেন
শিথিল ফুলের প্রায়!

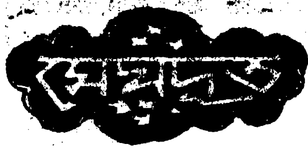




এগারো

কণ্ঠ তোমার গর্জে ওঠে
যখন গগন ছেয়ে,
মুখ তুলে চায় ভুঁই-চাপা ফুল
প্রাণের পরশ পেয়ে।
ফলবে-ফসল—মাটির বুকে
জাগাও নবীন আশা,
শোনাও শ্যামল ধরার কানে
সঞ্জীবনী ভাষা!
তোমার মধুর মৃদংগ-রব—
গভীর গুরু নাদ
শুনলে জাগে মরাল-মনে
'মানস' যাবার সাধ,
চঞ্চুপুটে মৃণাল খুঁটে
রাজহংসের দল
উড়বে সাথে আকাশপথে
সংগী সুমংগল।

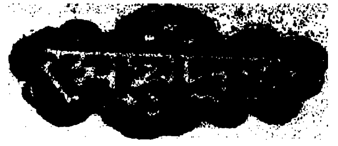




বারো

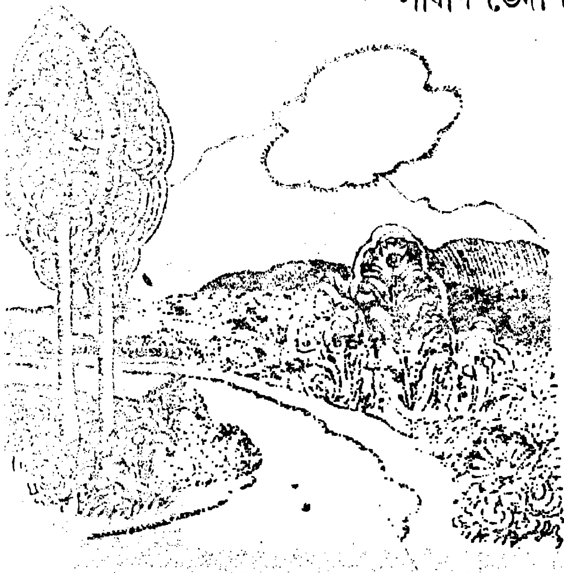
সর্বজনের আরাধ্য যে,
সেই শ্রীরামের চরণ ছুঁয়ে
যে গিরিবর ধন্য, তারে
সম্ভাষিও শৃংগে নুয়ে
তোমার পরম বন্ধু সে যে,
দর্শনে হয় ফুল্ল-হৃদয়,
স্পর্শ-লাভের আনন্দে সে
মুগ্ধ স্নেহের দেয় পরিচয় ;
বর্ষা এলে বর্ষ পরে
তোমায় পেয়ে হর্ষ-ভরে,
তার বিরহের দীর্ঘজ্বালা
বাষ্প হয়ে অংগে ঝরে !



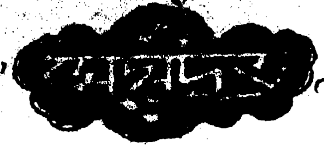


তেরো

পথের কথা
বলছি শোনো
হে মেঘ, এখন ধৈর্য ধর ;
শুনবে পরে
প্রিয়ার কথা
মধুর হতে মধুরতর !
শ্রান্ত হলে
শূন্য পথে,
জিরিয়ো তুমি শৈলশিরে !
তৃপ্ত ক'রো
তৃষ্ণা সখা,
পাষাণ-ভেদী স্রোতের নীরে !







চৌদ্দ

'ওই গো বুঝি ঝড়ের তোড়ে
পাহাড়চূড়ো ঠিক্‌রে ওড়ে !—'
এই ভয়েতে চম্‌কে উঠে
সিদ্ধ-বালা সবাই ছুটে—
দেখ্‌বে এসে মুগ্ধ-চোখে
মুখটি তুলে ঊর্ধ্ব-লোকে !
হেথায় ভিজে বেতের বনে
থেকোনা আর অলসমনে !
দিক্‌-করীদের শুঁড়ের নাড়ায়
পথের বড় বিঘ্ন বাড়ায় !
এড়িয়ে ওদের উড়বে ধেয়ে
উত্তরে ওই আকাশ ছেয়ে !

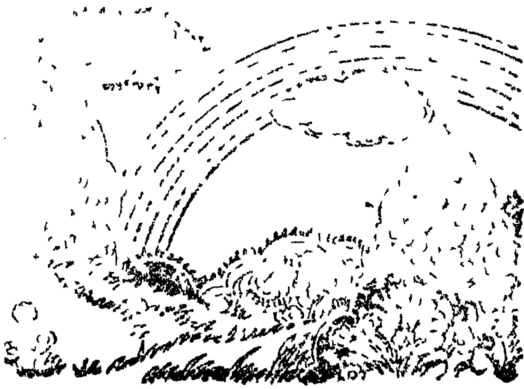


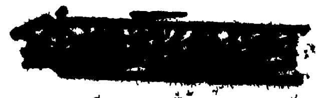


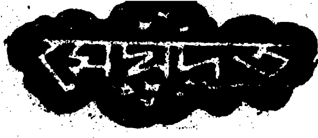


পনেরো

উঠ্‌ছে দেখো রামধনু ওই
বল্মীক্‌টার চূড়োয়
রং যেন ওর রত্ন-প্রভা !
দেখ্‌লে নয়ন জুড়োয় !
অংগে তোমার পরশটি তার
পড়বে যখন এসে,
সাজ্‌বে সজল শ্যামকলেবর
দিব্য শোভন বেশে !
গোপালরূপী নীলমণিকে
পরিয়েছে কেউ যেন
ময়ুর-পাখার মোহনমুকুট,—
ধরবে শোভা হেন !







ষোল

ক্ষেত্রভূমির দেবতা তুমি
সুফল দেবে জেনে
দেখবে চেয়ে পল্লীবধূ
তোমায় তারা চেনে ;
নাইক' তাদের সরল চোখে
চাউনি-চপল-বাঁকা,
স্নিগ্ধ-প্রীতি সলাজ-ভীতি
দুই নয়নে আঁকা !
সদ্য-চষা মালভূমিতে
ছড়িয়ে বাদল-ধারা
সিক্ত মাটির সুবাস লোটা
ত্বরায় কোরো সারা ;
পালিয়ে যেয়ো তারপরে ভাই
উত্তরেতে ঠেলে,
যাবার আগে একটু সখা
পিছন ফিরো হেলে।







—তেত্রিশ—

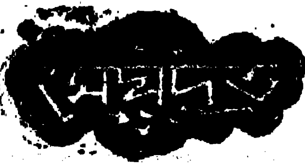
"কুন্তলাদের কান্তি-ছোঁয়া গন্ধে উতল ধূপের ধোঁয়া
বাতায়নের রন্ধ্রে ভেসে পুষ্ট তোমায় করবে এসে!" —পূর্ব্বমেঘ

শিল্পী—শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী



সতেরো

অভ্রভেদী আম্রকূট ঐ
দাঁড়িয়ে পথে ঊর্ধ্ব-মুখে,
কৃতজ্ঞ সে তোমায় নেবে
বরণ করে আপন বুকে ;
জুড়িয়েছে যে দাবাগ্নি তার
সেচন করে শীতল ধারা,
শ্রান্ত তারে দেখ্‌লে সে যে
হবেই তোমার সেবায় সারা !
অধম যে ভাই, সেও ভোলে না
দয়ার কথা দু'দিন পরে,
হয়না বিমুখ ঠাঁই দিতে গো
মিত্রকে তার আপন ঘরে।
উন্নত মন উদার হৃদি
আম্রকূটের তুল্য যারা,
বন্ধুজনের আপ্যায়নে
ব্যগ্র জেনো সদাই তারা !



আঠারো

চিকণ চারু কেশের মতো
নিবিড় কালো বরণ নিয়ে
যখন তুমি শিখর-শিরে
আসন তব মেল্‌বে গিয়ে !
গিরির সারা অংগ ঢাকা
তখন পাকা আমের বনে
উজল কাঁচা সোণার আভা
অলোক শোভা আঁকবে মনে !
বিশাল-সীমা-আম্রকূটের
শ্যামল চূড়া হেম-কলেবর
স্বর্গবাসী ভাব্‌বে দেখে—
ধরার যেন পীন-পয়োধর ।



উনিশ

আম্রকূটের কুঞ্জবনে
যেথায় খেলে ফুল্ল মনে
        বন-চারিণী দল,
                গড়িয়ে সেথা একটুখানি
                হাল্‌কা দেহ করবে জানি
                        ছড়িয়ে দিয়ে জল !

দৌড়ে যেয়ো, কম্‌লে ভার,
ও পথটুকু হলেই পার
        বাড়বে কুতূহল—
                শীর্ণ কায়া দেখবে রেবা
                বিন্ধ্য-চরণ করছে সেবা
                        উপল-ঘন-তল !

এক যেন সে গজের গা'য়ে
অংগরাগের রঙীন ছায়ে
        'শিঙার' অবিকল !



কুড়ি

ঢেলে জল হত-বল
হও যদি অতি হে,
জাম-বনে জমে গেছে
যে রেবার গতি হে,
বন-গন্ধ-মদ-রসে
সুবাসিত সেই জল
পান করে পুন তুমি
পাবে ফিরে নিজ বল ;
দেহে তব নব-তেজ
হলে সখা সঞ্চার,
হবে না হে বিচলিত
বায়ুবেগে তুমি আর
লঘু সেই, নেই কিছু
সম্পদ হৃদে যার ;
পূর্ণতা মানুষের
গৌরব, জেনো সার !



একুশ

স্পর্শে তোমার কদম-কলির
কুঞ্জে সখা তন্দ্রা টুটে
রোমাঞ্চিয়া কেশর কোমল
কিশোর কুসুম উঠ্‌বে ফুটে।
হরিৎ—কপিশ—রংয়ের শোভা
নয়ন-লোভা দেখবে তুমি ;
ভুঁই-চাঁপাদের নবীন মুকুল
ভরিয়ে দেবে সজল ভূমি !
স্বাদ পেয়ে তার, বনের হরিণ
সিক্ত মাটির গন্ধে মেতে
বর্ষা-সজল তোমার পথে
আসবে ছুটে আনন্দেতে !



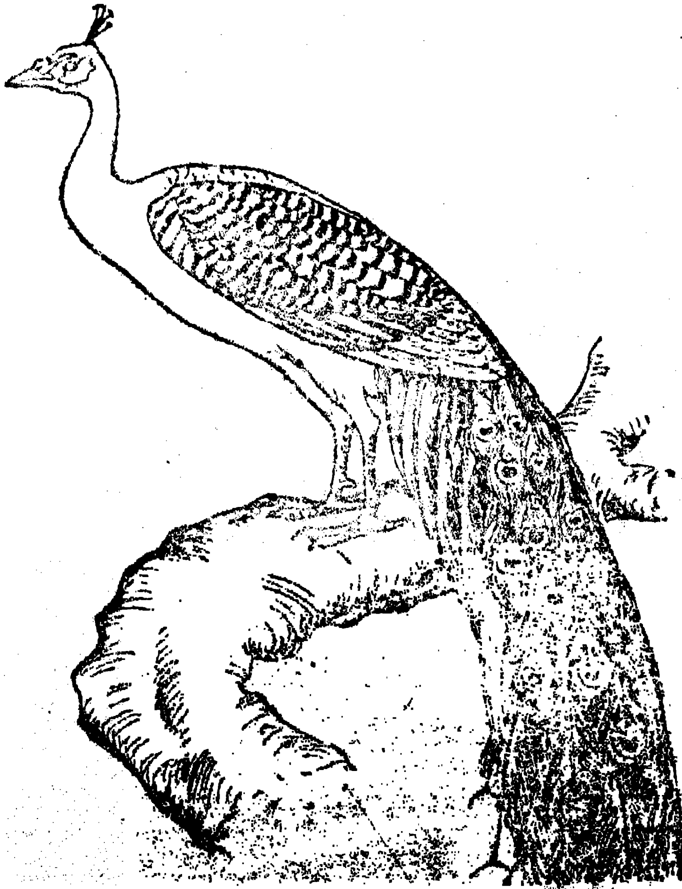


বাইশ

কেমন ক'রে চাতক-চতুর
পান করে ওই বৃষ্টি-ধারা—
দেখ্‌বে চেয়ে সখার সাথে
সিদ্ধ-বালা আপন-হারা !
সার বেঁধে সব বকের পাঁতি
চলবে যখন শূন্যে ভেসে,
চাঁপার-কলি-আঙুল তুলি
বাড়িয়ে বাহু গুণবে হেসে !
মেঘের ডাকে চম্‌কে উঠে
মুখ লুকোলে বঁধুর বুকে,
সিদ্ধ-যুবা করবে তখন
তোমার খাতির মনের সুখে !



তেইশ



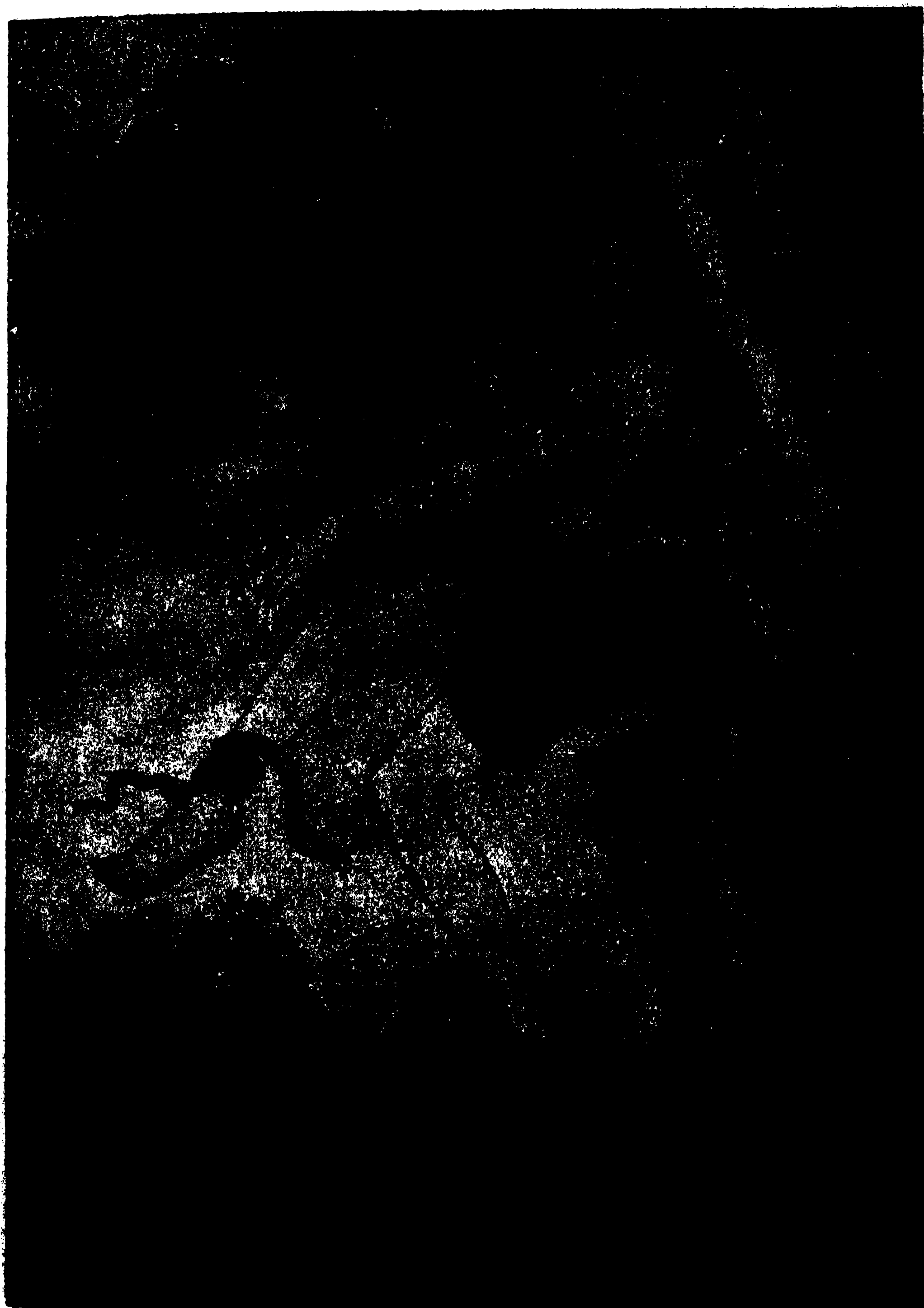
সদ্য-ফোটা কুর্চি ফুলে
সুগন্ধময় শৈল-ভূমি,
এড়িয়ে কি তার সুবাসটুকু
এগিয়ে যেতে পারবে তুমি ?
হয়ত কত প্রণয়-দিঠি
হান্‌বে শিখীর সজল আঁখি
সুস্বাগত সম্ভাষণে
কেকার সুরে উঠ্‌বে ডাকি !
আমার কাজেই যাচ্ছ জানি,
তবু আমার এই নিবেদন,
চেষ্টা কোরো শীঘ্র যাবার,
পথের মাঝে হারিওনা মন



চব্বিশ

তোমায় পেয়ে দশার্ণ দেশ
উঠবে সখা সজল হ'য়ে,
কুঞ্জ-ঘেরা কেতকী ফুল
মেলবে মুকুল র'য়ে র'য়ে !
পুষ্প-লতার উদ্যানে তার
পড়বে এসে পাণ্ডুছায়া,
দিগন্তের ওই রঙীন পটে
স্বপ্নলোকের রচবে মায়া।
গ্রাম-কিনারে জামের বনে
সবুজ শোভা লাগবে ভালো,
পাকবে যখন ফলের গোছা
চোখ জুড়ানো চিকন কালো।
নীড় রচনায় ব্যস্ত যত
কাক চিলেদের কূজন রবে
অশথ বটের ডালপালা সব
পথের ধারে মুখর হবে।
তোমার সাথী হংস-মিথুন
মানস সরের যাত্রী দল
দিন কয়েকের জন্যে সেথা
হয়ত রবেই অচঞ্চল।





—সাঁইত্রিশ—

"সাংগ হ'লে সায়ংকালে শম্ভুনাথের সন্ধ্যারতি,
নাচবে যখন তাণ্ডবনাচ আত্মভোলা বিশ্বপতি।" —পূর্বমেঘ

পঁচিশ

যে যায় গো বিদিশায়
মনোমত নিধি পায়,
ত্রিভুবন যশ গায়
নগরী প্রধান,
দশার্ণ রাজধানী
বিলাসিনী যেন রাণী !
সেথা গেলে মেলে জানি
যা চাহে পরাণ।

খরবেগা স্রোতস্বতী
বহে সেথা বেত্রবতী
মৃদু গরজনে অতি
গাহি প্রেম গান
ভ্রূ-ভঙ্গ তরঙ্গে যার,
বারি যেন সুধাধার !
সোহাগে কোরোগো তার
মুখ-মধু পান







ছাব্বিশ

নাচে গিরির উচ্চ বুকে
বিরাম নিও বন্ধু সুখে,
ক্লান্তি তোমার দূর হয়ে ভাই না-যায় যতক্ষণে,
তোমার পরশ-পুলক-বায়ে
রোমাঞ্চ তার খেলবে গায়ে
ঝামৃরে-ফোটা-কদম-ঝাড়ের কেশর-শিহরণে
সেই পাহাড়ের গুহার তলে
নৈশ-বিলাস-বিহার চলে ;
বিলিয়ে নারীর রমণ-সুবাস বলছে সমীরণে
নীরব-ভাষায় লোককে ডেকে—
'নীতির শাসন বাঁধন থেকে
মুক্তি দেছে নগরবাসী দুরন্ত যৌবনে !'





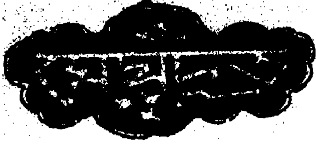


সাতাশ

শ্রান্তি তোমার দূর হ'লে মেঘ,
আবার কোরো চলতে শুরু,
উথ্‌লা নদীর কাঁপিয়ে দু'কূল
গর্জে উঠো গভীর গুরু
বন-তটিনীর কুঞ্জ-তীরে
ফুটছে যত জুঁয়ের রাশি,
তোমার নবীন জলের কণায়
স্নিগ্ধ কোরো তাদের হাসি
ফুল-বিলাসী সুন্দরীদের—
ফুল-চয়নে ক্লান্ত কায়া,
তাদের মুখে বিছিও তোমার
স্নিগ্ধ শীতল সজল ছায়া
মুছতে গালের স্বেদের কণা
মলিন যাদের কমল-দুল
তাদের সনে ক্ষণেক যেন
পরিচয়ের না হয় ভুল





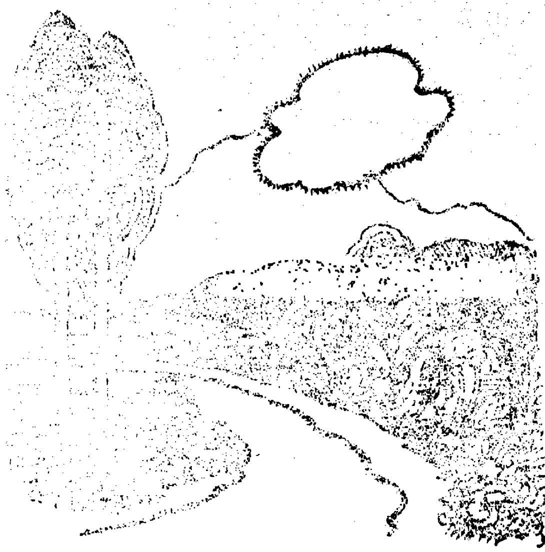




আটাশ

জানি বন্ধু, উজ্জয়িনী
পড়ে বাঁকা পথে ;
যাত্রী তুমি উত্তরের,
তবু কোনো মতে—
ঘুরে যেও উজ্জয়িনী,
হোয়োনা বিমুখ ;
সৌধপুরে দিও সখা
তব সংগ-সুখ !
পুর-নারী সেথা যারা,
চকিত-নয়না তারা !
বিজলী চমকে চোখে,
আঁখি ঠারে মরে লোকে !
সে লোচন-ফুল-বাণ
যদি নাহি বিঁধে প্রাণ,
জনম জীবন তবে
সবই তব বৃথা হবে !





ঊনত্রিশ

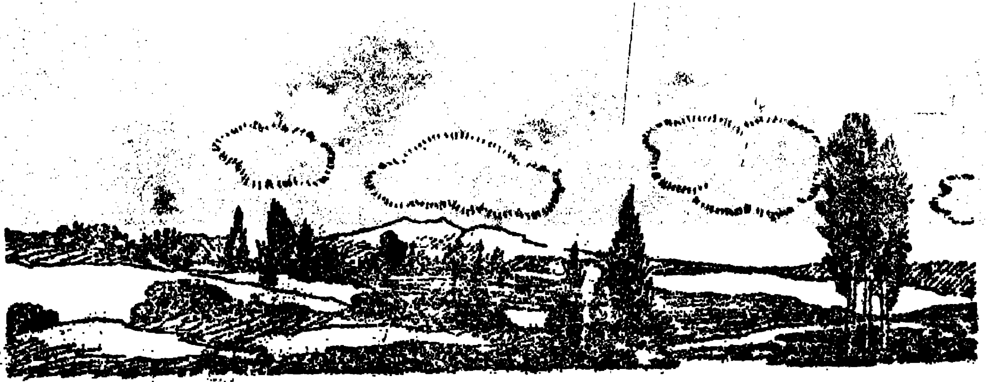
পথেই নির্বিন্ধ্যা নদী
নৃত্যশীলা নিরবধি
স্খলিত উপলে তার ব্যথিত চরণ,
মুখর মরাল মেলা
স্রোতে বেঁকে করে খেলা—
নিতম্বে দুলিছে যেন কটি-আভরণ !
তরংগে আবর্ত উঠে,
নীবি-বন্ধ যেন টুটে !
প্রকাশে ঠমক-ঠাটে কত-না ছলনা
সুখী কোরো সখা তুমি
সোহাগে সে মুখ চুমি'
প্রথম-প্রণয়-ভীরু লাজুক ললনা !

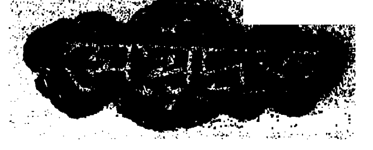




ত্রিশ

শীর্ণ-দেহা সিন্ধু আহা,
        তোমার তরে শুকিয়ে মরে'
বিরহিণী বইছে যেন
        ক্ষীণ বেণীটি পিঠের 'পরে !
মুখখানি তার পাণ্ডু বরণ,
        শুক্‌নো পাতার ঘোম্‌টা টানা,
ভাব দেখে এই সুন্দরীটির
        ভাগ্য তোমার যাচ্ছে জানা !
উচিত এখন বন্ধু এবার
        ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সখীর বুকে
প্রাণটিকে তার প্রেমের ধারায়
        জিইয়ে তোলা নবীন সুখে !

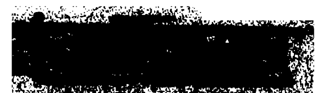


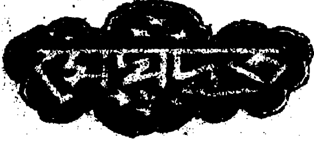


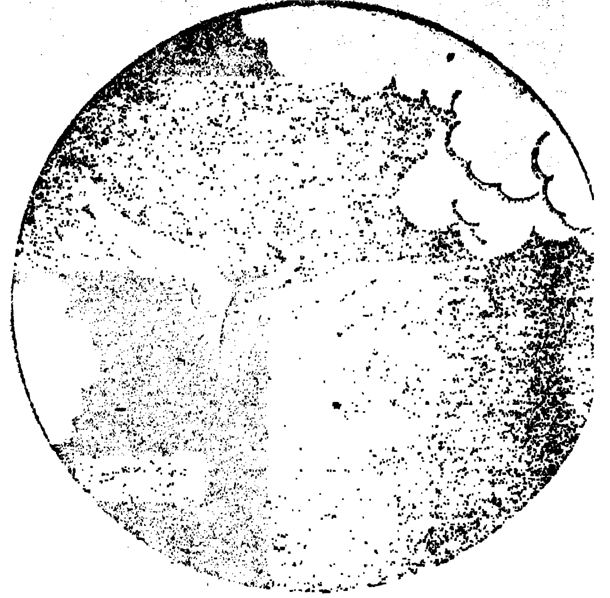
একত্রিংশ

সিন্ধু পারে অবন্তীপুর
যেথায় উদয়নের গান
বৃহৎ-কথার গল্পে ভরা
গাঁয়ের পিতামহের প্রাণ !
উজ্জয়িনী নগর সেথা
শ্রীবিশালা শ্রেষ্ঠপুরী
মর্ত্যলোকে খানিক যেন
করেছে কেউ স্বর্গ চুরি !
পুণ্যক্ষয়ে ত্রিদশ হ'তে
ধরায় এসে নামলো যারা,
তাদের বাকি সুকাজ টুকুর
ফল কি হেথায় আন্‌লো তারা ?









বত্রিশ

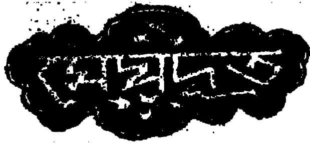
প্রস্ফুটিত কমল কলির
গন্ধ মেখে অংগময়,
ঊষার মুখে শিপ্রানদীর
স্নিগ্ধ বাতাস যখন বয়,
সারস কুলের সরস কূজন
দূর-সুদূরে নেযায় কত,
মুছিয়ে দে' যায় সুন্দরীদের
নিশার নিগূঢ় ক্লান্তি যত !
প্রিয়াংগনার তুষ্টি আশে
রাত্রি শেষে রসিক বঁধু
!-কথার সংগে যেমন
অংগে বুলায় পরশ-মধু !

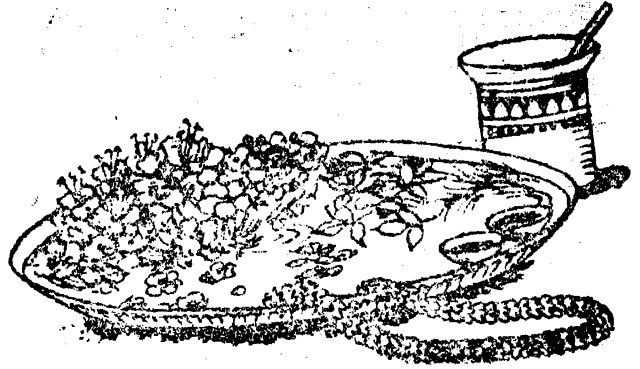


তেত্রিশ

কুন্তলাদের কান্তি-ছোঁয়া
গন্ধে উতল ধূপের ধোঁয়া
বাতায়নের রন্ধ্রে ভেসে
পুষ্ট তোমায় করবে এসে।
ভবন-শিখী নৃত্য শোভায়
করবে বরণ বন্ধু তোমায়।
উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-পুরে
পুষ্পাসবের প্রসাদ ঝুরে ;
সুন্দরীদের আল্‌তা-রাগে
অলংকৃত পায়ের দাগে
আলিম্পনের চিত্র-লেখায়
লক্ষ রমার চরণ-রেখায়
লক্ষ্মীমন্ত অবন্তীদেশ,
দেখলে পথের থাকবে না ক্লেশ !



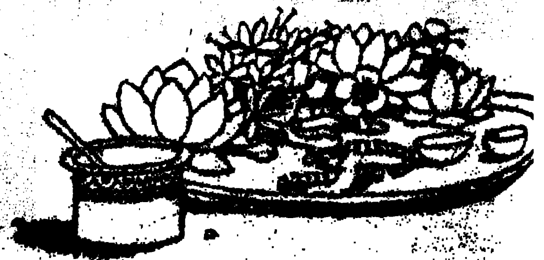


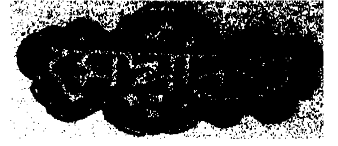


চৌত্রিশ

এগিয়ে যেও চণ্ডীনাথের
পুণ্য চরণ সেবার তরে,
বিশ্বজনের অর্ঘ্য যেথা
নিত্য জমে ভক্তি ভরে !
তোমায় দেখে অবাক্ হয়ে
ভাব্‌বে যত শিবের চর,
কে এলো ওই তাদের প্রভুর
কণ্ঠসম বর্ণধর
সুন্দরীদের স্নান-লীলাতে
কেশের সুবাস উথ্‌লে-তোলা,
গন্ধবতীর গন্ধ-বারি
পদ্মফুলের পরাগ গোলা
বইছে সেথায় মদির-হাওয়া
কইছে কানে মনের কথা,
কাঁপিয়ে তুলে ফুলের কলি
নাচিয়ে প্রতি কুঞ্জলতা

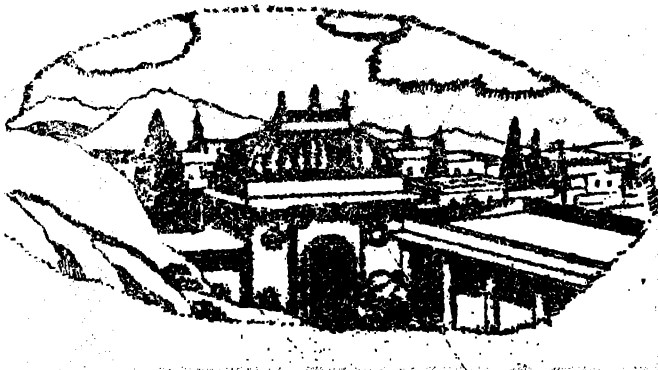


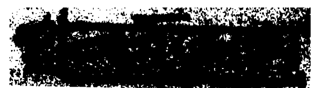




পঁয়ত্রিশ

নেহাৎ যদি গিয়েই পড়ো,
সাঁঝের আগে ওদিক পানে
তিন ভুবনের তীর্থ-ভূমি
চণ্ডীনাথের পীঠস্থানে,
থাকবে সেথায় অপেক্ষাতে
ধৈর্য ধরে শান্ত-মনে,
দিনান্তে ভাই চোখের আড়াল
না-হয় ভানু যতক্ষণে
মহাকালের মন্দিরেতে
সন্ধ্যারতি করলে শুরু,
আকাশ পথে আনন্দেতে
গর্জে উঠো গভীর গুরু
সেই আরতির লগ্নে যদি
কণ্ঠে তোমার মৃদঙ্ বাজে
ধন্য হবে তোমার ধ্বনি
শম্ভু সেবার পুণ্য কাজে







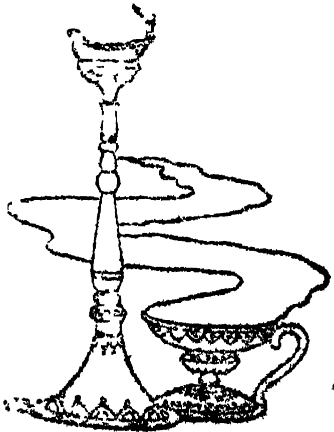
ছত্রিশ

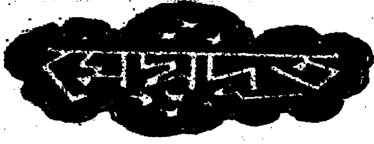
সন্ধ্যাপূজার বন্দনাতে
নিত্য যাদের নৃত্য মাঝে
ছন্দ-মধুর পায়ের তালে
নিতম্ব-হার মন্দ বাজে !
রত্ন-চামর উজল করি
দীপ্ত মণির অলংকারে,
মৃণাল-বাহু ব্যথিয়ে ওঠে
ব্যজন-লীলার অংগহারে
সুন্দরী সেই দেবদাসীরা
শ্রান্ত হয়ে পড়লে সবে,
বর্ষাকণার স্পর্শে তোমার
হর্ষে আবার উতল হবে
জুড়িয়ে দিলে তাদের তুমি
নর্ম-লীলার-নখর-ক্ষত
কাজল-চোখের হান্‌বে দিঠি
চপল ভ্রমর ঝাঁকের মতো !



সাঁইত্রিশ

সাংগ হ'লে সায়ংকালে
শম্ভুনাথের সন্ধ্যারতি,
নাচবে যখন তাণ্ডবনাচ
আত্মভোলা বিশ্বপতি,
তখন তুমি রক্তজবার
লালচে আভা অংগে মেখে
নৃত্যমগন মহেশ্বরের
উর্ধ্ববাহুর গুচ্ছ ঢেকে
ছড়িয়ে দিও রুদ্র-করে
মণ্ডলাকার তোমার কায়া,
সদ্য-হত হাতীর ছালের
রক্ত-পাগল মিটিও মায়া।
ভক্তজনের ভক্তি দেখে
পার্ব্বতীও তৃপ্ত প্রাণে
দৃষ্টি মেলি চাইবে সখা
নির্নিমেষে তোমার পানে!





আটত্রিশ

ঢাক্‌বে যখন পথের আলো
নিশার নিবিড় অন্ধকারে,
সংগোপনে চলবে নারী
গোপন বঁধুর পুরদ্বারে।
নিকষ কালো শিলার বুকে
সোণার উজ্জল চিহ্নবৎ
সৌদামিনীর দীপ্তশিখায়
দেখিও সখা তাদের পথ।
বোর্ষোনা ভাই বৃষ্টিধারা
গোর্জোনা আর আচম্বিতে
আঁধার রাতে একলা পথে
ভয় পাবে সব কোমলচিতে!



উনচল্লিশ

ঘুমিয়ে থাকে যেথায় সুখে
কপোত-মিথুন মুগ্ধ মনে,
কাটিয়ে দিও একটা নিশি
সেই ভবনের একটি কোণে,
জড়িয়ে বুকে—নিত্য-লীলায়—
ক্লান্ত তোমার তড়িৎ-প্রিয়া।
নিশান্তে ফের উঠলে ভানু
পূবের আকাশ উদ্ভাসিয়া,
রইল বাকী যে পথটুকু
পেরিয়ে যেয়ো ত্বরায় তারে,
সখার কাজের ভার নিয়ে কি
বিলম্ব কেউ করতে পারে ?



চল্লিশ

বৃথাই কেটেছে কমলের রাতি
একেলা জাগি,
আসেনি তপন সারাটি রজনী,
হায় অভাগী !
ভরেছে গো তাই মলিন-নয়ন
শিশির-নীরে।
কপট প্রণয়ী প্রভাতে যেমন
দুয়ারে ফিরে
মোছে আঁখিনীর অভিমানিনীর
ব্যাকুল হাতে,
তেমতি অরুণ আসিয়া হেথায়
তরুণ প্রাতে
মুছাতে চাহিবে আঁখি মৃণালীর
হাজার করে,
তুমি যেন তারে দিওনা হে বাধা
পথের 'পরে।
পথ ছেড়ে মেঘ ত্বরা যেও চলে
সুদূরে তার।
[illegible] রুধিবে রুদ্ধ করিলে
পূবের দ্বার।



—আটচল্লিশ—

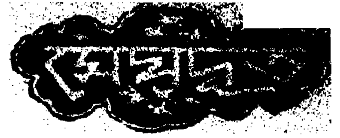
মেঘদূত

৬

"পেরিয়ে তুমি সিন্ধু নদী দশপুরেতে যখন যাবে
আকুল-আঁখি দশপুরাণী তোমার পানে মধুর চা'বে।"

-পূর্ব্বমেঘ

-শিল্পী —শ্রীপূর্ণ।



একচল্লিশ

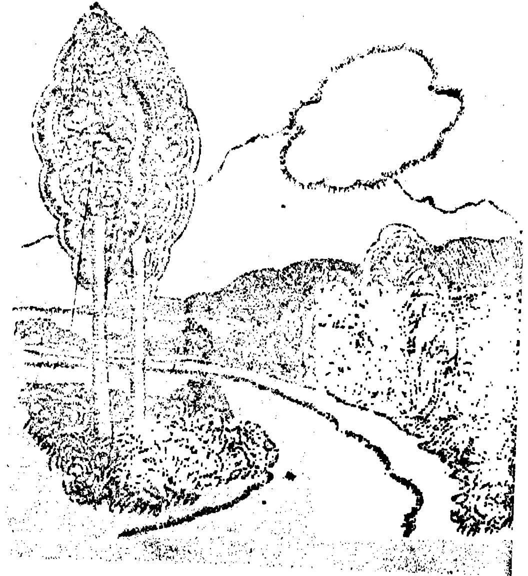
প্রথম-প্রণয়-মুগ্ধ
প্রেমিকের সম
গম্ভীরার অতি স্বচ্ছ
সুনির্ম্মল জলে
স্বভাব সুন্দর তব
ছায়া নিরুপম
বিস্মিত হইবে গিয়া
মরমের তলে !
তরংগে কুমুদ শুভ্র
সফরীর দল
নর্ত্তনে হানিবে যেন
কটাক্ষ চঞ্চল !
তুমি সখা ভাগ্যবান,
হয়ে উদাসীন
নিষ্ফল কোরোনা তার—
বাসনা-রঙীন !





বিয়াল্লিশ

লুটিয়ে তটে বেতসলতা
নদীর চরে পড়ছে গিয়ে,
শিথিল বসন একটু যেন
সামলে আছে আঙুল দিয়ে
নীল-সলিলার স্বচ্ছ শাড়ী
আল্‌গা হেরি নিতম্বে তার—
দেখছি তোমার এড়িয়ে তাকে
এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত ভার
হায় গো সখা, রসাস্বাদে
অভিজ্ঞ যে তোমার মতো,
মুক্ত-জঘন অংগনাকে
ত্যাগ করা তার শক্ত কত !



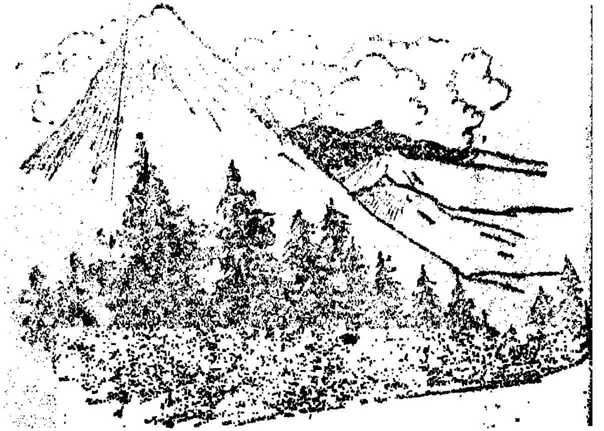
তেতাল্লিশ

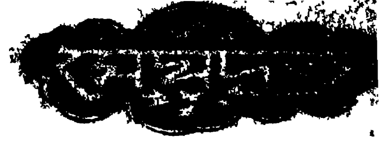
তোমার জলে প্রথম-ভেজা
মাটির মিঠে গন্ধ লুটে
জুড়িয়ে দিতে নিদাঘ-জ্বালা
ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌বে ছুটে।
টানবে শুঁড়ে সজল হাওয়া
শব্দ ক'রে হাতীর দল,
সেই বাতাসের স্পর্শ পেয়ে
পাক্‌বে বনে ডুমুর-ফল!
সেদিন তুমি যাত্রা কোরো
দেবগিরিধাম সেই সমীরে,
শান্ত শীতল গন্ধবহ
করবে তোমায় ব্যজন ধীরে!



চুয়াল্লিশ

দেবগিরির ওই দেবালয়ে
দেবতা আছেন কার্ত্তিকেয়,
সেথায় গিয়ে স্কন্দ-পূজার
ফুল হয়ে যাক্ তোমার দেহ !
সিক্ত হয়ে অর্ঘ্যসম
মন্দাকিনীর পুণ্য-নীরে,
ঢালবে তুমি কুসুম-ঝারি
স্নানের বারি কুমার শিরে।
জন্ম যে তাঁর রুদ্রতেজে
সূর্য হতেও জ্যোতির্ময় ;
ইন্দ্রসেনার পরিত্রাণে
বহ্নিমুখে অভ্যুদয় !





পঁয়তাল্লিশ

কুমার-শিখীর পুচ্ছ হতে
রঙীন পালখ পড়লে খুলে,
তনয়-স্নেহে পরেন উমা
কুড়িয়ে সেটি কমল-চুলে !

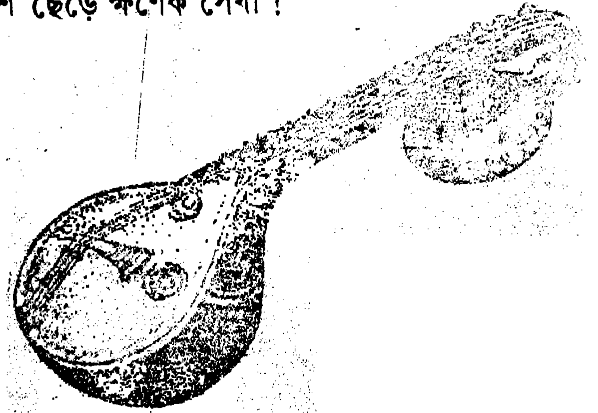
তোমার গলার গভীর নিনাদ
গিরির গুহায় উঠলে হেঁকে,
স্কন্দ-বাহন নাচবে ময়ূর,
কেকা-স্বরে উঠবে ডেকে ;

মহেশ্বরের ললাট হতে
বিকীর্ণ যে চাঁদের আলো,
সেই আলোতে শিখীর উজল
নয়ন দুটি লাগবে ভালো !



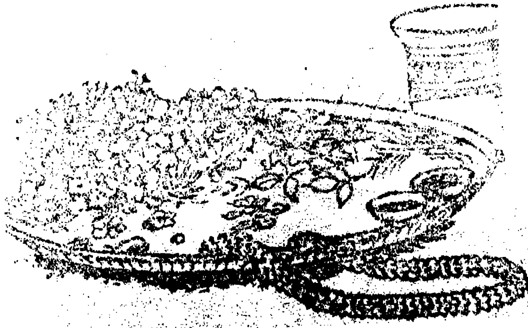
ছেচল্লিশ

শর্-বন-স্থর ষড়াননের
শেষ ক'রে সব স্তবারতি,
এগিয়ে যেও উত্তরে ভাই
একটু আরও ক্ষিপ্র গাত
বাজিয়ে বীণা সিদ্ধ-যুগল
কুমার পূজায় আসবে যারা,
তোমায় দেখে ও-পথ ছেড়ে
পালিয়ে যাবে সবাই তারা,
লাগ্‌লে তোমার জলের কণা
হয় বা বীণা বেসুর পাছে-
এই ভয়ে সেই দম্পতীরা
ঘেঁষবেনা কেউ তোমার কাছে
রন্তীদেবের গোমেধ যাগের
কীর্তি নদী বইছে যেথা,
নামতে পারো তার খাতিরে
আকাশ ছেড়ে ক্ষণেক সেথা !



সাতচল্লিশ

শ্যামের বরণ বাগিয়ে তুমি
নামলে ফেনিল সিন্ধু জলে,
গগনচারী দেবতা যত
থাকবে চেয়ে পৃথ্বীতলে।
দূর হ'তে সে প্রবাহিনীর
বিশাল তনু দেখবে ক্ষীণা,
ঠিক্ যেন এক মোতির মালা
বসুন্ধরার কণ্ঠ-লীনা
উজল তোমার নীল-কলেবর
নদীর জলে পড়লে উড়ে
ইন্দ্র-নীলের মাণিক যেন
দুলবে মালার মধ্য জুড়ে



আটচল্লিশ

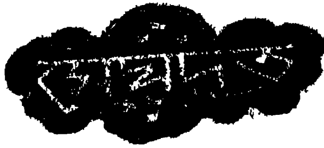
পেরিয়ে তুমি সিন্ধু নদী
দশপুরেতে যখন যাবে
আকুল-আঁখি দশপুরালী
তোমার পানে মধুর চা'বে !
সুন্দরীদের ভংগি-ভুরুর,
চপল আঁখির আন্দোলনে,
শ্বেত অসিতের চাকত-চমক্
চাউনী চটুল আঁকবে মনে—
ভোমরা যেন—ঠিক্‌রে পড়া-
কুন্দ-কলির ছুটছে পিছু !
এমনি মধুর দৃশ্য সখা
দেখবে সেথায় অনেক কিছু ।



ঊনপঞ্চাশ

তারপরেতে ব্রহ্মাবর্তে
প্রবেশ তুমি করবে যবে
তোমার শীতল শ্যামল ছায়ে
তপ্ত সে দেশ স্নিগ্ধ হবে।
সেথায় পাবে কুরুক্ষেত্র
বিরাট রণের রংগভূমি
লক্ষ রাজার কংকালে তার
চিহ্ন আজও দেখবে তুমি,
ছিন্ন করো যেমনি নিজে
বৃষ্টি ধারায় পদ্ম বনে,
পার্থশরে তেমনি সেথায়
প্রাণ দেছে ভাই লক্ষ জনে।





পঞ্চাশ

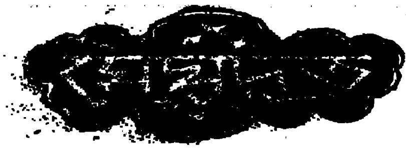
কোরবোনা আর অস্ত্রধারণ
ভারত রণে বন্ধুনাশে,
অন্তরে তাঁর এই ছিল পণ,
তাই বলদেব দূর প্রবাসে
সরস্বতীর পুণ্যতীরে
মগ্ন ছিলেন যোগসাধনে,
সুস্বাদু যার মধুর নীরে
পান-পিপাসা মিট্‌ত মনে !
সুরার চেয়েও যে সুধা তাঁর
নিত্য সেবন লাগত' ভালো,
টলটলে যার রঙীন বুকে
ফুটতো প্রিয়ার আঁখির আলো ।
বন্ধু, তুমি মানুষ ভালো,
পান ক'রো সেই তীর্থজল,
বর্ণ তোমার হ'লেও কালো
হৃদয় রবে সুনির্মল !



এবার

পার হ'য়ে ভাই কুরুক্ষেত্র
কনখলেতে উঠবে তুমি,
গংগা যেথায় নামছে ত্যজি
শৈলরাজের শিখর ভূমি ;
সগর-সুতের সমুদ্ধারে
জহ্নু-বালার দৃঢ়ব্রত,
রূপ ধরেছেন সেথায় তিনি
স্বর্গে ওঠার সিঁড়ির মতো !
মুঠায় চেপে শিবের জটা
টানছে দেবী কপট ছলে,
ঊর্মি-বাহুর আস্ফালনে
শম্ভু-ভালের ইন্দু টলে !
তরংগিনী-রংগ-ভরা
কল্লোলিত ফেনোচ্ছ্বাসে
রুষ্ট উমার বিরাগ-দিঠি
তুচ্ছ করি অট্ট হাসে !





বাহার

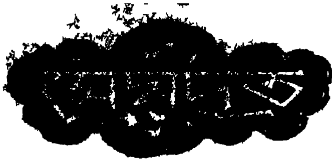
ঐরাবতের মতন যদি
আকাশ হ'তে নুইয়ে শির
পান করো সেই স্ফটিকবরণ
স্বচ্ছ অমল গংগানীর
দেখবে লোকে সেই জলেতে
তোমার ছায়া পড়লে এসে—
জাহ্নবী ও নীল-যমুনা
মিললো যেন অন্য দেশে !



তিপ্‌পায়

তুষার-ধবল হিম-অচলের
শিখর দেশে পৌঁছে তুমি,
দেখবে জলদ্, শৃংগে তাহার
জহ্নু‌বালার জন্মভূমি ;
কুরংগদের সংগগুণে
গন্ধ-মধুর অংগ যার,
সেই পাহাড়ে লুটিয়ে তুমি
রাখ্‌বে যখন শ্রান্তিভার
শম্ভু-বাহন শুভ্র বৃষভ
শিং বিঁধে তার কাদায় যেন,
পাঁক মেখেছে মাথায় খানিক—
সবাই দেখে ভাববে হেন !





চুয়ান্ন

আষাঢ় লেগে হাওয়ার বেগে
দেবদারুদের পরস্পরে,
সরল তরুর জংগলে ভাই
হঠাৎ যদিই আগুন ধরে !
অতর্কিতে সেই আগুনের
একটুখানি ফুল্‌কি উড়ে
কোথাও যদি যায় চমরীর
চামর গোছা পুচ্ছ পুড়ে !
সইতে নারি দহন জ্বালা
যদিই পাহাড় ঝল্‌সে মরে
নিবিয়ে দিও সেই দাবানল
বৃষ্টি হেনে হাজার করে !
মহৎ যারা, জানবে তাদের
ধন্য যে হয় বিত্ত বল,
আর্ত আতুর বিপন্নদের
মুছিয়ে দিলে চোখের জল !



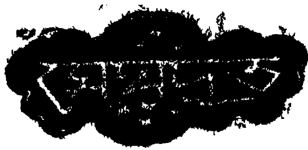
[redacted]

পথায়

শৈলবাসী শরভ সবাই
মেঘলা দেখে ছুট্‌বে বেগে,
পাশ কাটালেও, তোমায় তা'রা
ডিঙিয়ে যেতে চাইবে রেগে !
চূর্ণ হবে অংগ কেন
লাফিয়ে মিছে পাহাড় থেকে,
তাড়িয়ে দিও তাদের তুমি
নামিয়ে শিলা বৃষ্টি ঝেঁকে !
অসাধ্য যা সাধবে বলে
নির্বোধে কেউ ছুট্‌লে ধেয়ে
লাঞ্ছিত যে হতেই হবে
নিষ্ফলতার লজ্জা পেয়ে !



[redacted]



ছাপ্‌গাম

চন্দ্রচূড়ের চরণ চারু
অংকিত যে পাষাণ 'পরে
সিদ্ধরা যে শ্রীপদ যুগল
পূজছে সদাই ভক্তিভরে,
বন্ধু, সেথা নুইয়ে মাথা
ক্ষণেক থেকো শ্রদ্ধালীন,
শম্ভু-চরণ-চিহ্ন কোরো
পুণ্য-চিতে প্রদক্ষিণ !
প্রীতির পূত অর্ঘ নিয়ে
শংকর-পদ হেরবে যারা
দেহান্তরে মুক্তি পেয়ে
শিবের স্ব-গণ হবেই তারা !



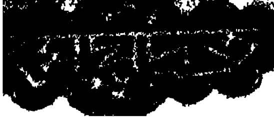




সাতার

বাতাস সেথা
বাজায় বাঁশী
ব্যাকুল বেণুর
রন্ধ্রে গো,
কিন্নরী গায়
ত্রিপুর-বিজয়
আনন্দময়
ছন্দে গো
গর্জ্জে ওঠো
সেথায় যদি
মৃদংগবৎ
ভংগীতে,
সন্ধি হবে
সকল স্থরে
স্থরেশ্বরের
সংগীতে !

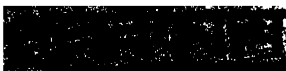




আটান্ন

প্রলয় শিখর হিম-অচলের
দৃশ্যাবলী দেখার শেষে
পৌঁছবে মেঘ যখন তুমি
ক্রৌঞ্চ-গিরি-রন্ধ্রে এসে,
যে-পথ দিয়ে মরাল চলে
মানস-সরে তোমায় দেখে
ভেদ ক'রে যা স্বয়ং ভৃগু
কীর্তি স্মৃতি গেছেন রেখে !
বিষ্ণু যেমন ছলতে বলি
হেলিয়েছিলেন চরণ তাঁর
তেমনি হেলেই পাব হোয়োগো
উত্তরে সেই হংসদ্বার !

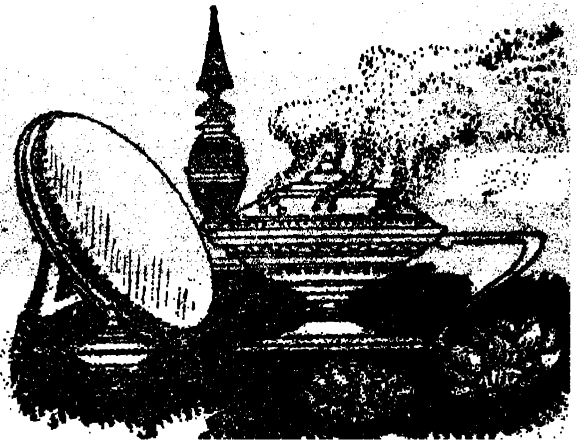


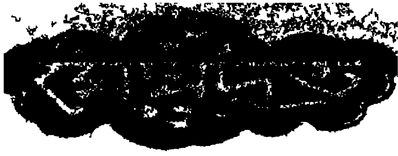


ঊনষাট

উঠ্‌বে গিয়ে কৈলাসে ভাই
উর্ধ্বে আরও এগিয়ে তুমি,
বাহুর চাপে করলো শিথিল
রাবণ যাহার ভিত্তিভূমি !
অভ্রভেদী বিরাট গিরি
তুষারপাতে দেখায় যেন
দেব-নারীদের প্রসাধনের
দীপ্ত উজল মুকুর হেন !
অসংখ্য তার শুভ্র শিখর
কুমুদ ফুলের তুল্য সাদা,
শিবের যেন অট্টহাসি
যুগযুগান্তে জমাট বাঁধা !







ষাট

সদ্য-চেরা হাতীর দাঁতের
বুকের মত শুভ্র অতি,
কৈলাসের ওই তুষার কোলে
হলেই সখা তোমার গতি,
টাট্‌কা-দলা কাজলটুকুর
বর্ণসম চিকণ কালো
তোমার কায়া—তিমির মায়া—
শুভ্র শিলায় সাজবে ভালো ।
সেই রূপেতে মুগ্ধ হ'য়ে
ভাববে সেদিন সবাই প্রিয়
বলদেবের স্কন্ধে কি ওই
দুলছে শ্যামল উত্তরীয় ।









একষট্টি

সর্প-ভূষণ-শূন্য শিবের
হাতটি ধ'রে নির্ভয়েতে
পার্বতীকে পর্বতে সে
পদব্রজে দেখ্‌লে যেতে,
এগিয়ে গিয়ে সামনে সখা
তোমার দেহের বাষ্প যত
জমিয়ে ফেলে রূপ ধোরো হে
রত্ন-শিলার সিঁড়ির মতো!
তোমার বুকে চরণ রেখে
ওঠেন যেন ক্ষীণ-আয়াসে
বিহার-গিরি-গুহায় উমা
কৈলাসেরই শৈলাবাসে।



বাষট্টি

সুর-তরুণীরা তোমার অংগে
কর-কংকণ হানিয়া রংগে
করিবে বন্ধু, উৎস সৃষ্টি,
ধারা-যন্ত্রের ঝর্ণা-বৃষ্টি !

এ হেন সংগী লভিয়া নিদাঘে
না যদি ছাড়ে গো কৌতুকরাগে
লীলা-চঞ্চলা অমর-ললনা,
ভীম গর্জনে করিও ছলনা !

শুনিয়া তোমার সঘন মন্ত্র
সভয়ে ত্যজিবে ক্রীড়া-আনন্দ !





ভেষজী

ফুট্‌ছে যেথায়
সোনার কমল
সেই মানসের
পান কোরো জল,

মুকুট হ'য়ে
ঐরাবতের
ক্ষণেক প্রীতি
জানিও পথের !

কল্প-লতা
অল্প টানি'
কাঁপিও যেন
ওড়্‌না খানি।

এম্‌নি নানান্‌
খেলায় মেতে
উঠবে গিয়ে
কৈলাসেতে।





চৌষট্টি

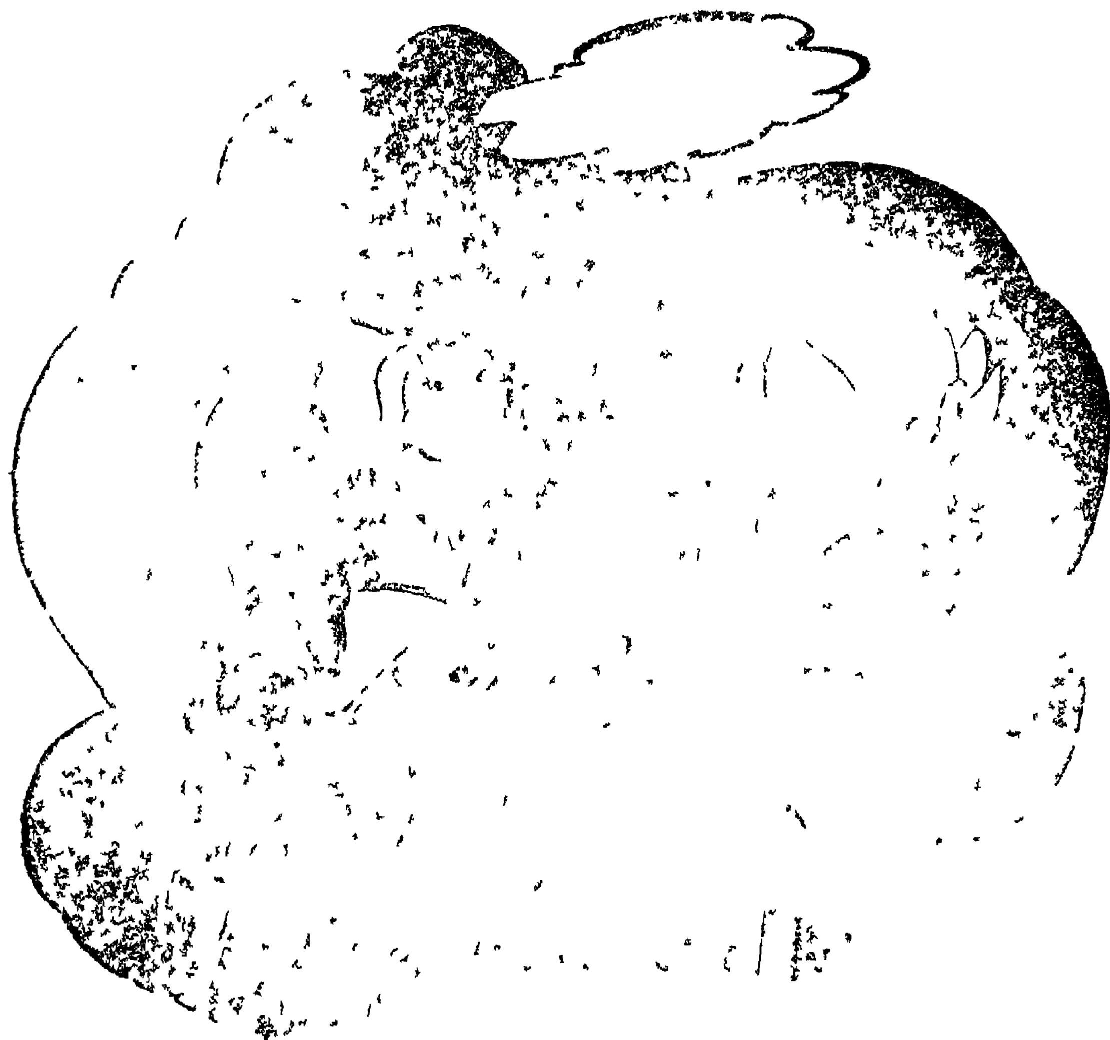
দেখবে সেথায় মোর অলকা
শৈল-শিরে উজল হাসে,
পরাণ প্রিয়র অংকে যেন
বিভোর প্রিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে !
কটির শিথিল বসন সম
অংগ ছুঁয়ে গংগা ব'য়,
হে মায়াধর ! দেখলে তারে
চিনতে পারা শক্ত নয় !
আকাশ-ছোঁয়া হর্ম্যরাজি
বইবে যবে তোমার ভার,
বর্ষা-কণা ঝরবে যেন
নারীর কেশের মুক্তাহার !








উত্তরমেঘ



এক

তড়িৎ-লতার তুল্য যেথা
সুন্দরীদের সুঠাম তনু,
প্রাসাদ-প্রাচীর-চিত্র যেন
দীপ্ত রঙীন ইন্দ্রধনু !
যেথায় বাজে মৃদঙ্-গীতে
স্নিগ্ধ গভীর মেঘের সুর,
সৌধ-শিখর স্পর্শে যেথা
তোমার মতোই আকাশপুর ;
সজল তব বর্ণসম
হর্ম্য যেথায় রত্নময়
মিল্‌বে গো তার তোমার সাথে
সকল গুণে সুনিশ্চয় !

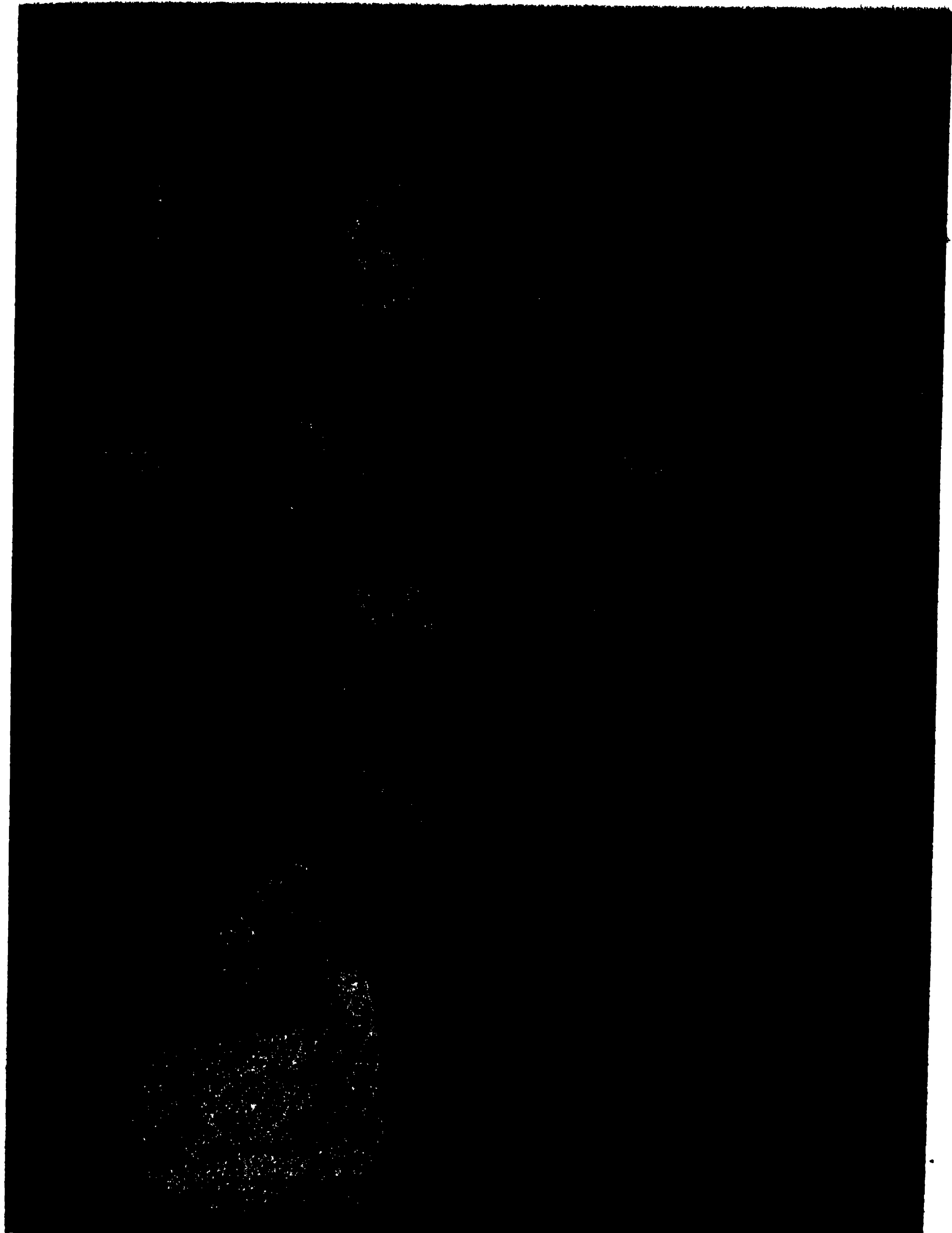




দুই

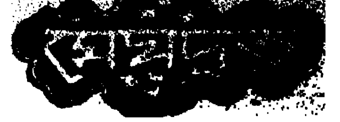
করপুটে লীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা
কুন্দ কচি '
লোধ্র-পরাগ স্মিতমুখে যেথা
পাণ্ডু কান্তি
দিয়েছে রচি !
অলক-চূড়ায় নব কুরুবক,
চারু দুটি কানে
শিরীষ দুল,
দোলে বধূদের সীমন্তমূলে
তোমারি ফোটানো
কদম ফুল !





—দুই—

মেঘদূত 9 — “করপুটে লীলাকমল যাদের কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কচি ;
লোধ্র-পরাগ স্মিতমুখে যেথা পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।” —উত্তরমেঘ

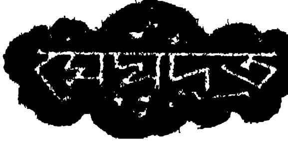


তিন

পুষ্প যেথায়
নিত্য হাসে
লক্ষ তরুর
তরুণ শাখে,
মত্ত মধুপ
গুঞ্জরিয়া
কুঞ্জ যেথায়
মুখর রাখে !
স্বচ্ছ সুনীল
পদ্ম-সরে
কমল যেথায়
নিত্য ফোটে,
নিতম্বে তার
মরালমালা
চন্দ্রহারের
তুল্য লোটে !
মুক্ত-কলাপ
ভবন-শিখীর
কেকার কাঁদন
উদাস করা,
রাত্রি যেথা
জ্যোৎস্নালোকে
নিত্য উজল
আঁধার-হরা !







চার

আনন্দে আঁখি যেথা
ঝরে শুধু হর্ষে।
দুঃখ বেদনা কভু
যেথা নাহি স্পর্শে।
সংগম-সুখ-সাধে
তৃপ্তির জন্য
অনংগ-রাগ বিনা
নাহি তাপ অন্য।
বিচ্ছেদ ঘটে শুধু
প্রণয়ের দ্বন্দ্বে,
বন্দী হে তাঁরা চির-
যৌবন-ছন্দে!



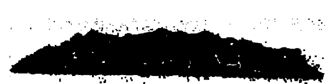




পাঁচ

শুভ্র মণির হর্ম্ম্যতলে
হাসতো সে কোন্ স্ফটিক্-মায়া,
জ্যোতির রচা পুষ্প সম
প'ড়তো সেথা তারার ছায়া !
সুন্দরীদের সঙ্গে নিয়ে
রংগে বসি যক্ষ যত
কল্পতরুর সুধাস্বাদে
আনন্দে সব নিত্য রত ;
গভীর তব ধ্বনির মতো
বাদ্য সেথা বাজিয়ে তা'রা
জ্যোৎস্নারাতে প্রিয়ার সাথে
মদন-মদে আপন-হারা !



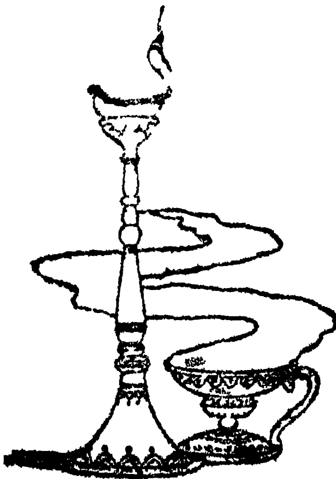






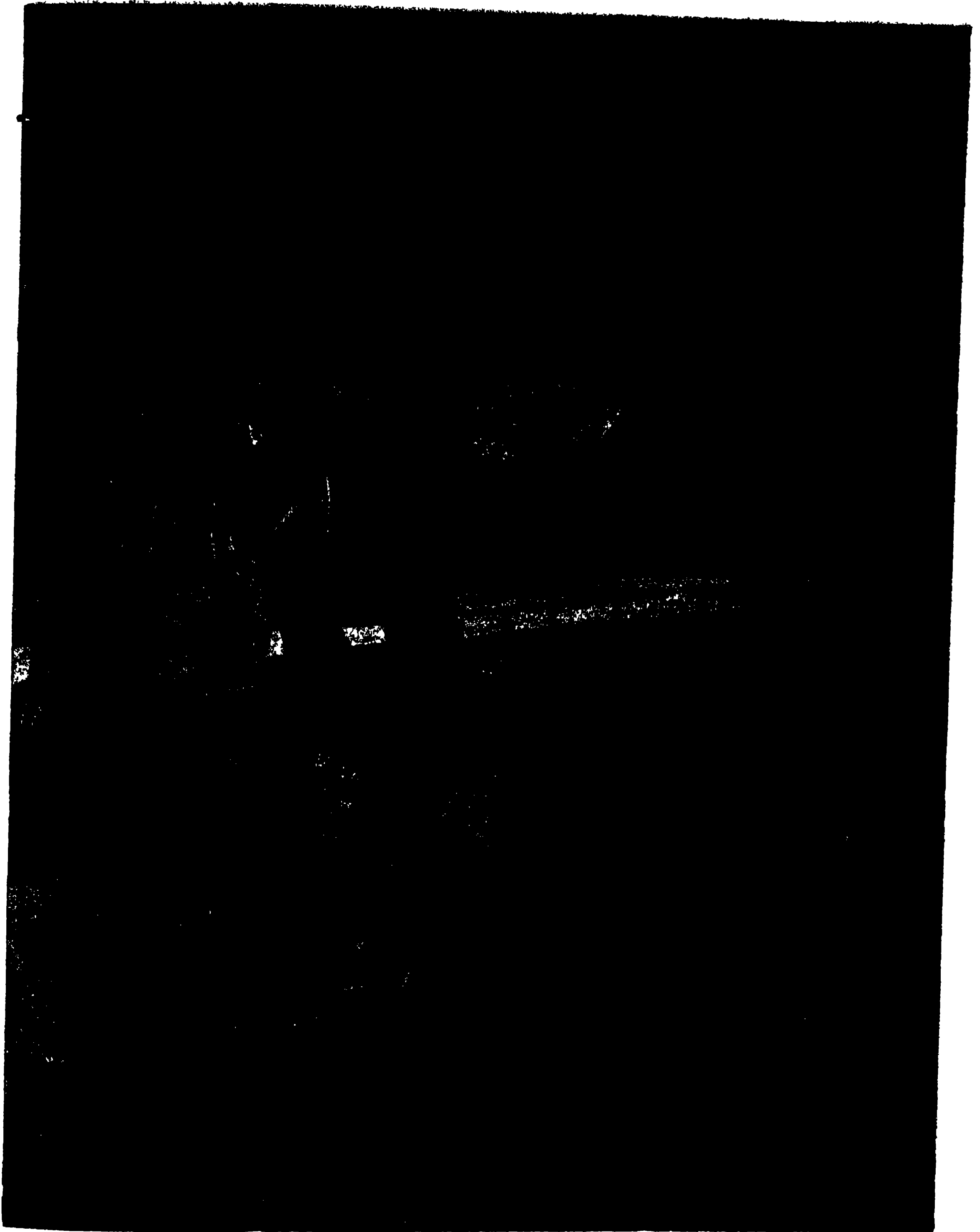
ছয়

মন্দাকিনীর সলিল কণায়
সিক্ত অনিল জুড়ায় কায়া,
তীরছেয়ে তার মন্দার দল
নিদাঘ-হরা বিলায় ছায়া,
সেইখানে সব রূপ-কুমারী
দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়,
কনকচুরে লুকিয়ে মণি
খেলছে খেলা তাদের প্রিয়।



সাত

শিথিল হেরি নীবির বাঁধন
বল্লভেরা যেথায় এসে
প্রিয়ার কটির ক্ষৌমবসন
ক্ষিপ্র করে টানত হেসে!
সরম-রাঙা বিম্বাধরা
মুষ্টিভরা চূর্ণঘা'য়
রত্ন-প্রদীপ নিবিয়ে বৃথা
লজ্জাটুকু ঢাকতে চায়!



—ছয়—

মেঘদূত

১০

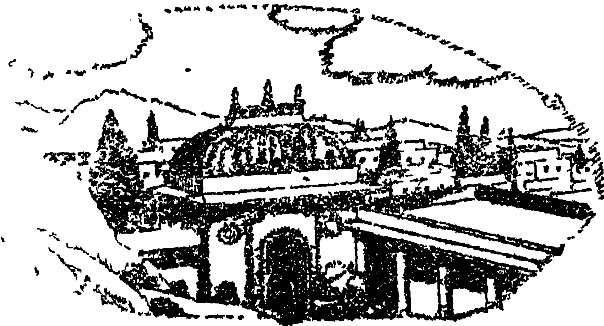
"—সেইখানে সব রূপ-কুমারী দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়,
কনকচুরে লুকিয়ে মণি খেলছে খেলা তাদের প্রিয়।" —উত্তরমেঘ

শিল্পী—পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

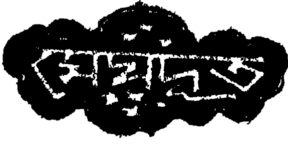


আট

গগন লগন্ প্রাসাদ-পুরে
তোমার মতো মেঘকে নিয়ে
অবাধ-গতি বাতাস সেথা
আসতো যবে পৌঁছে দিয়ে,
সিক্ত মেঘের সজল কণা
ছড়িয়ে প'ড়ে তাদের ঘরে
কলংকিত করলে হঠাৎ
চিত্র কিছু প্রাচীর 'পরে,
পালিয়ে যেতে বিষম ত্রাসে
ছদ্ম বেশে ধোঁয়ার মতো ;
বাতায়নেব দণ্ডাঘাতে
খণ্ড দেহ চূর্ণ হ'ত।









নয়

প্রিয়তমের সংগ শেষে
অংগনাদের অংগগ্লানি
স্নিগ্ধ-শীতল সিক্ত ধারায়
জুড়িয়ে দিতে একটুখানি
রাত্রে নিমেঘ চন্দ্র যেথায়
নীহার কণার ঝরণা-ঢালে—
চন্দ্রাতপে বিলম্বিত
চন্দ্রকান্ত মণিব জালে !



দশ

যক্ষপুরের সৌখিনেরা
লক্ষ্মী বাঁধা যাদের ঘরে,
অপ্সরা সব বারাংগনা,
সংগে নিয়ে রংগভরে
স্ফূর্তি করে ফুল্লচিতে
বৈভ্রাজের ঐ কুঞ্জে নিতি,
কিন্নরেদের কণ্ঠসাথে
গায় সুমধুর কুবের-গীতি ।



এগারো

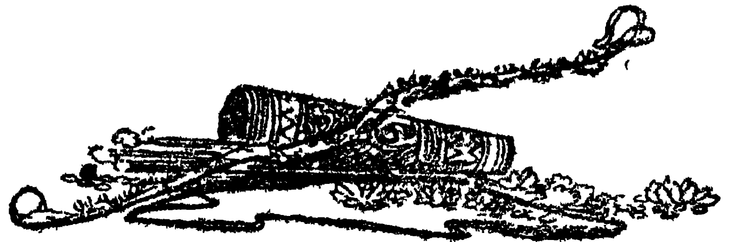
পূব-আকাশে উঠ্‌লে রবি
পড়লে পথে অরুণ-আলো
আঁধার রাতে অভিসারের
চিহ্ন সেথা মিলবে ভালো ;
গতির বেগে আন্দোলিত
সুন্দরীদের অলক হ'তে
মন্দার ফুল কোথাও খ'সে
ধূলায় প'ড়ে লুটায় পথে,
কোথাও কানের স্বর্ণ-কমল,
তনুর ঝরা পত্রলেখা,
কোথাও কটির ছিন্ন-ভূষণ
আঁকছে পথে চরণ রেখা !
শংকা-ব্যাকুল বুকের স্ফীতি
ফুলিয়ে দু'টি স্তনের ডালা
ছড়িয়ে দেছে কোথাও ছিঁড়ে
বক্ষ হ'তে মুক্তামালা !

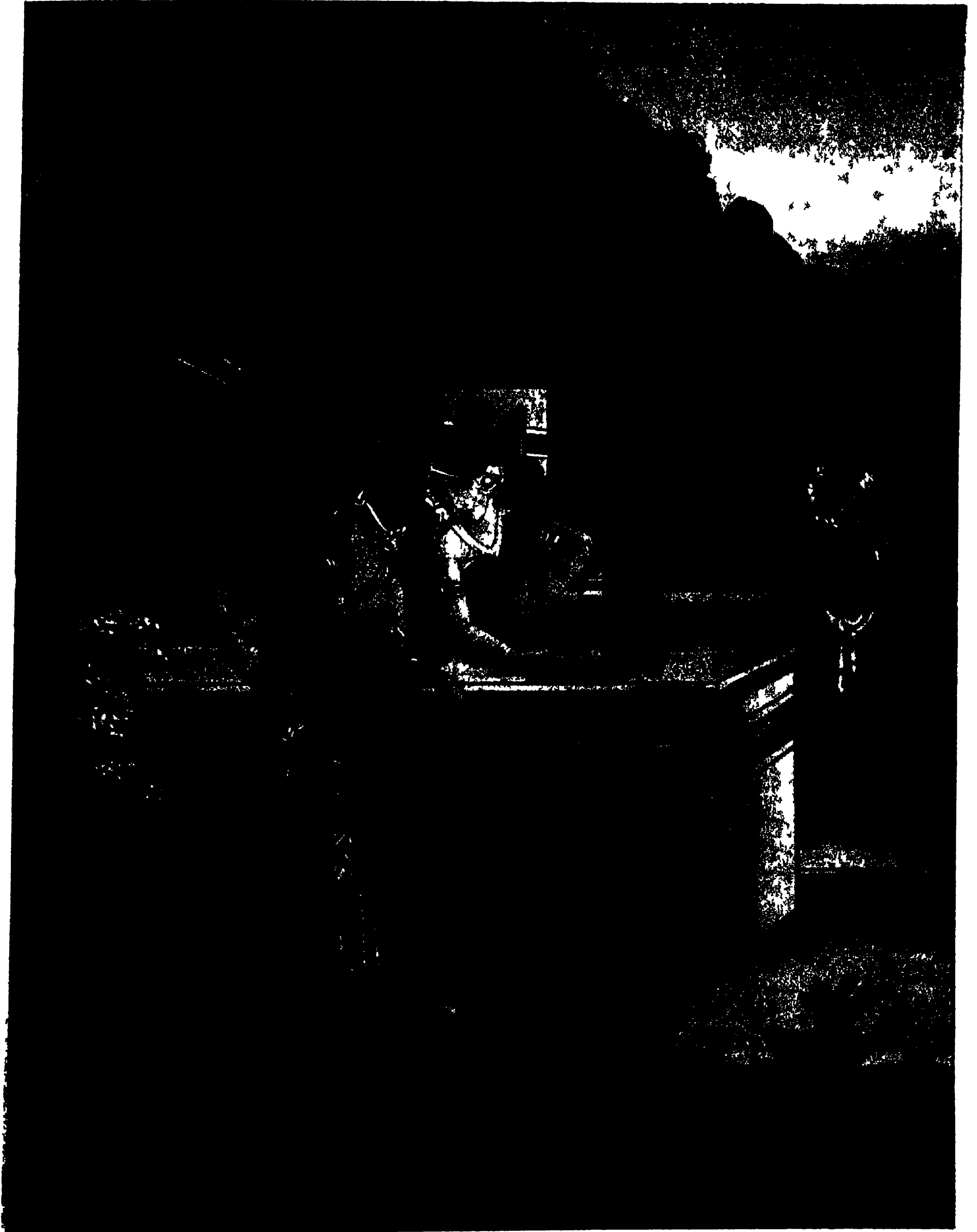




বারো

কুবের-সখা শম্ভু স্বয়ং
সেই অলকায় করেন বাস
যার ভয়ে আর পুষ্পধনু
ছোঁয়না মদন—এমনি ত্রাস
ব্যথ সেথা মন্মথের ঐ
কুসুম-তূণের অস্ত্রবল,
গুঞ্জেনা আর গুন্-গুনিয়ে
ধনুর গুণে অলির দল !
কিন্তু চতুর সুন্দরীদের
কুটিল কালো নয়ন কোণ
হানছে সেথা অপাংগশর
প্রেমাস্পদের বিঁধ্‌তে মন !
ব্যর্থ বড়ো হয়না কভু
লক্ষ্য তাদের যক্ষলোকে
রংগ করে অনংগদেব
অংগনাদের চপল চোখে !





—বারো—

“—কিন্তু চতুর সুন্দরীদের কুটিল কালো নয়ন কোণ,
হান্‌ছে সেথা অপাংগশর প্রেমাস্পদের বিঁধ্‌তে মন।” -উত্তরমেঘ

শিল্পী—চারু

তেরো

কল্পতরু সেথায় একা
পূর্ণ করে সকল আশ,
যোগায় নিতি যক্ষবালায়
রং-বেরং-এর অংগবাস
বিলায় সুরা, লীলায় যাহা
বিলোল দিঠি বুলায় চোখে,
ফুলের ভূষণ অলংকারের
মিলায় অভাব কুবের লোকে ;
সুন্দরীদের পদ্ম-পায়ে
দেয় সে এঁকে আল্‌তা-রাগ,
পূর্ণ করে নিত্য নূতন
চিত্ত-রাঙা রূপের বাগ !



চৌদ্দ

যক্ষপতির প্রাসাদ ছেড়ে
উত্তরে মোর আবাস-ভূমি
দূর হ'তে তা'র দেখবে চারু
ইন্দ্র-ধনুর তোরণ তুমি ;
একপাশে ভাই একটি কিশোর
মন্দার গাছ উঠ্‌ছে ফুটি
পত্নী আমার যত্নে পালেন
পুত্র-স্নেহে সেই তরুটি !
কোমল কচি ডালপালা তার
গুচ্ছভরা ফুলের ভারে,
নুইয়ে এমন পড়ছে যেন—
নাগাল হাতে মিল্‌তে পারে !





পনেরো

আমার গৃহে দেখবে আছে
দীর্ঘ দীঘি চমৎকার !
পান্না চুনীর চিকন শিলায়
তটের সোপান তৈরি তার ;
ফুটছে সেথায় সোনার কমল
নীলমাণিকের মৃণালদলে,
হংস-মিথুন মনের সুখে
বাস করে তার সুনীল জলে,
তোমায় দেখেও কেউ হবেনা
অধীর তারা যাবার তরে—
মোর ভবনের সন্নিহিত
স্নিগ্ধ শীতল মানস-সরে !

ষোল

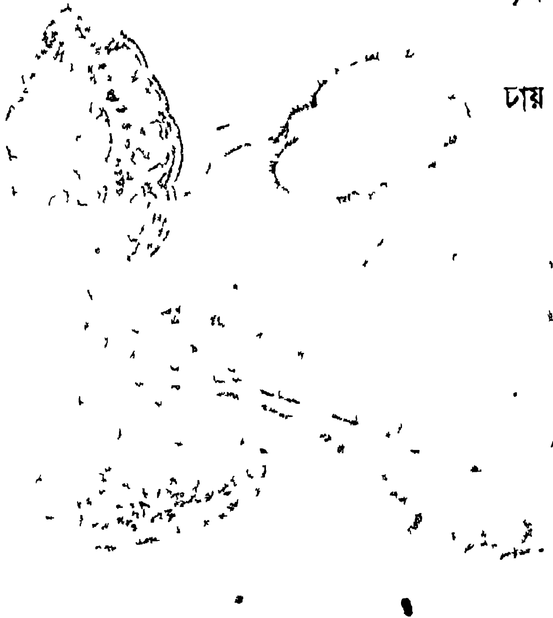
সেই সরসীর শ্যামল তীরে
দেখ্‌বে ছোট পাহাড় তুমি,
ইন্দ্রনীলে তৈরি চূড়া
নর্ম-লীলার বিলাস-ভূমি,
হেম-কদলীর কানন ঘেরা—
দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়,
আমার প্রিয়ার বড়ই প্রিয়
বিহার-গিরি দীপ্তি পায় !
জড়িয়ে তোমার সুনীল দেহ
হাসছে দেখে ক্ষণ-প্রভা
পড়ছে মনে আমার কেবল
সেই পাহাড়ের অতুল শোভা।





সতেরো

কুরুবকের কুঞ্জ ঘেরা
মাধবিকার বিতান পাশে,
চপল সে এক লাল অশোকের
সংগে বকুল রংগে হাসে!
ফুল ফোটাবার ছল করে সে
অশোক যাচে আমার সাথে,
সখীর তব বাম পদাঘাত
বক্ষে নিতে নিত্য প্রাতে।
তৃষ্ণা-আকুল বকুলটিও
আমার মতই প্রাণের সাধ,
চায় সে প্রিয়ার সুরায় সরস
মুখামৃতের রসাস্বাদ।

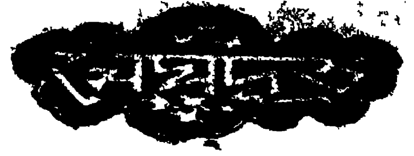






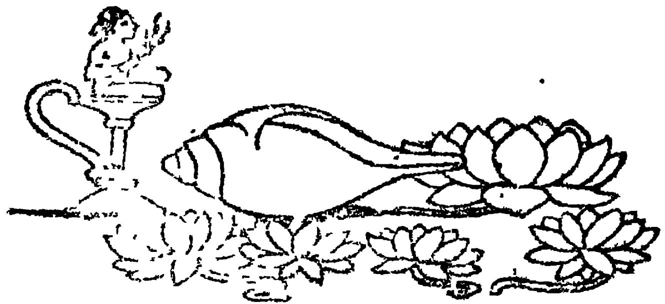
আঠারো

অশোক বকুল যুগল তরুর
মধ্যে সোণার দণ্ড গাঁথা
তার শিখরে শিখীর তরে
স্ফটিক-ফলক যত্নে পাতা,
প্রৌঢ় বেণুর বরণ হেন
মণির বাঁধন দেখ্‌বে মূলে ;
তোমার সখা দিনের শেষে
বসন্ত সেথা পেখম খুলে ;
বাজিয়ে তালি আমার প্রিয়া
নৃত্য শেখায় নিত্য তারে
নিক্কণিয়া কনক কাঁকণ
কোমল করের ঝণৎকারে !



উনিশ

সুজন ব'লে তোমায় জানি,
ভুলবেনা মোর বাক্য কভু,
স্মরণ রেখো সংকেতের এই
চিহ্ন ক'টি, বলছি তবু—
দ্বারপাশে যার দেখবে আঁকা
শঙ্খ, কমল, যুগল নিধি,
যক্ষপুরে মোর আবাসের
জানবে তুমি সেই পরিধি !
অস্তে গেলে সূর্য যেমন
ম্লান হ'য়ে যায় কমল-প্রভা,
আমার গৃহের সেই দশা আজ—
মোর অভাবে লুপ্ত-শোভা !







কুড়ি

অংগ কোরো সংকুচিত—
হস্তী-শিশুর চাইতে আরো
ত্বরায় যাতে মোর আবাসে
অক্লেশে ভাই ঢুকতে পারো !
বিহার গিরির রম্য ক্রোড়ে,
তোমায় সখা সাজবে ভালো ;
জোনাক্ ঝাঁকের চমক্ যেমন
ছড়ায় মৃদু উজল আলো—
তেমনি তোমার নয়ন কোণে
জাগিয়ে ঈষৎ তড়িৎ জ্যোতি
দৃষ্টি হেনো মন্দিরে মোর—
নাইক তাহে কোনই ক্ষতি।





একুশ

তম্বী-তনু, বর্ণ শ্যামা,
দন্ত তুষার-শিখর হেন,
রক্ত-বরণ অধর দু'টি
পক্ক রাঙা বিম্ব যেন।
শীর্ণ কটি, গভীর নাভি,
ত্রস্তা মৃগীর তুল্য দিঠি,
নিবিড় নিতম্বেরই ভারে
অলস মৃদু যার গতিটি
নিটোল দুটি স্তনের চাপে
ঈষৎ নত অংগ তারি,
বিধির আদি সৃষ্টি যেন—
সেই যুবতীই প্রথম নারী।





বাইশ

সেই ত' আমার জীবন, সখা,
হৃদয়-সাথী হারিয়ে দূরে
চক্রবাকীর তুল্য একা
ব্যথায় বিকল বিজন পুরে !
কয়না কথা অধিক কিছু,
নির্জনে সে কাটায় দিবা ,
হয়ত' দারুণ বিচ্ছেদে মোর
হারিয়েছে তাব রূপের বিভা ।
শীতের রাতে শিশির পাতে
নিষ্পেষিতা পদ্ম সম—
দীর্ঘ দিনের উৎকণ্ঠার
দুঃখে সে আজ শীর্ণতম !





তেইশ

তপ্ত-ঘন-দীর্ঘ-শ্বাসে
বিবর্ণতা ফুটছে ঠোঁটে,
নয়ন প্লাবি' অহর্নিশি
অশ্রুবারির বন্যা ছোটে !
ইন্দ্র-আনন আধেক ঢাকা
এলিয়ে-পড়া নিবিড় চুলে,
ভাবছে সে যে একলা ব'সে
হাতটি রেখে গণ্ডমূলে !
চাঁদের দ্যুতি মলিন যথা
প'ড়লে ঢাকা তোমার জালে,
তেমনি প্রিয়ার ক্ষুণ্ণ আভা
শূন্য গৃহের অন্তরালে !

—বাইশ—

মেঘদূত

“—সেই ত' আমার জীবন, সখা, হৃদয়-সাথী হারিয়ে দূরে,

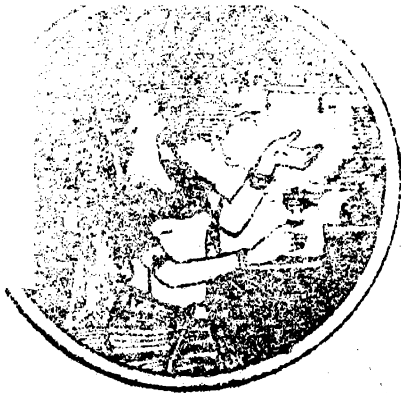
১২

চক্রবাকীর তুল্য একা ব্যথায় বিকল বিজন পুরে।” —উত্তরমেঘ

শিল্পী—পূর্ণ চক্রবর্তী

চব্বিশ

বিষাদময়ী সেই প্রতিমা
পড়বে যখন তোমার চোখে,
দেখবে তারে কাতর অতি
বিচ্ছেদের এই বিপুল শোকে,
হয়ত' আমার কল্যাণে সে
পূজার্চনে ব্যস্ত প্রাতে,
কিংবা আমার শীর্ণ এ রূপ
আঁকছে আপন কল্পনাতে !
হয়ত' কভু শুধায় ডেকে
তার সারিকায়—'পিঞ্জরিকা,
তোর মনে কি তাঁর কথা লো
পড়ছে এখন ? হায়, রসিকা !
তুই যে ছিলি বড়ই প্রিয়
প্রাণেশ্বরের, বলনা সারি,
মোর কাছে সে ফিরবে কবে ?
আর যে আমি রইতে নারি !'





পঁচিশ

হয়ত' গিয়ে দেখবে তারে
বিরহে মোর বড়ই দীনা,
ছিন্ন মলিন বসনখানি,
কোলের 'পরে লুটায় বীণা ;
আমার নামে গান বিরচি'
প্রাণটি ভরি গাইতে সাধ,
অশ্রুধারা-স্পর্শে বীণার
তন্ত্রী ভিজে সাধছে বাদ !
শুধ্‌রে সে দোষ, আমার প্রিয়া
গাইতে গিয়ে বারংবার
আপন গীতি আপনি ভোলে,
চিত্ত এতই কাতর তার !



ছাব্বিশ

দেউলি কোণে সঞ্চিত ফুল
কক্ষতলে গুণছে রাখি—
নির্বাসনের দণ্ড আমার
পূর্ণ হ'তে ক'দিন বাকি ?
কিংবা, আপন কল্পনাতে
ধ্যান করে সে মিলন-প্রীতি,
স্মরণ করে দুখের মাঝে
সংগ-সুখের গোপন-স্মৃতি !
এমনি ক'রেই মানস-লোকে
বিরহিণীর চিত্ত লীন,
মোর অভাবে কাতর অতি,
কষ্টে সতী কাটায় দিন !

সাতাশ

তোমার সখী দিবস জুড়ে
নানান্ কাজে মগ্ন থাকে,
বিচ্ছেদের এই দুঃখ তেমন
করতে নারে কাতর তাকে ;
কিন্তু প্রিয়ার রাত্রে যখন
ফুরিয়ে আসে হাতের কাজ,
মোর অভাবের আঘাত যে তার
বক্ষে হানে কঠোর বাজ !
তাইত' তোমায় বল্‌ছি যেতে
প্রিয়ার বাতায়নের ধারে,
শুনিয়ে আমার কুশল বাণী
রাত্রে তুমি তুষবে তারে ;
ঘুম নেই তার সজল চোখে
দেখবে গিয়ে নিশীথ-রাতে,
মোর বিরহে হৃদয় দহে
ধূলায় সতী শয্যা পাতে !







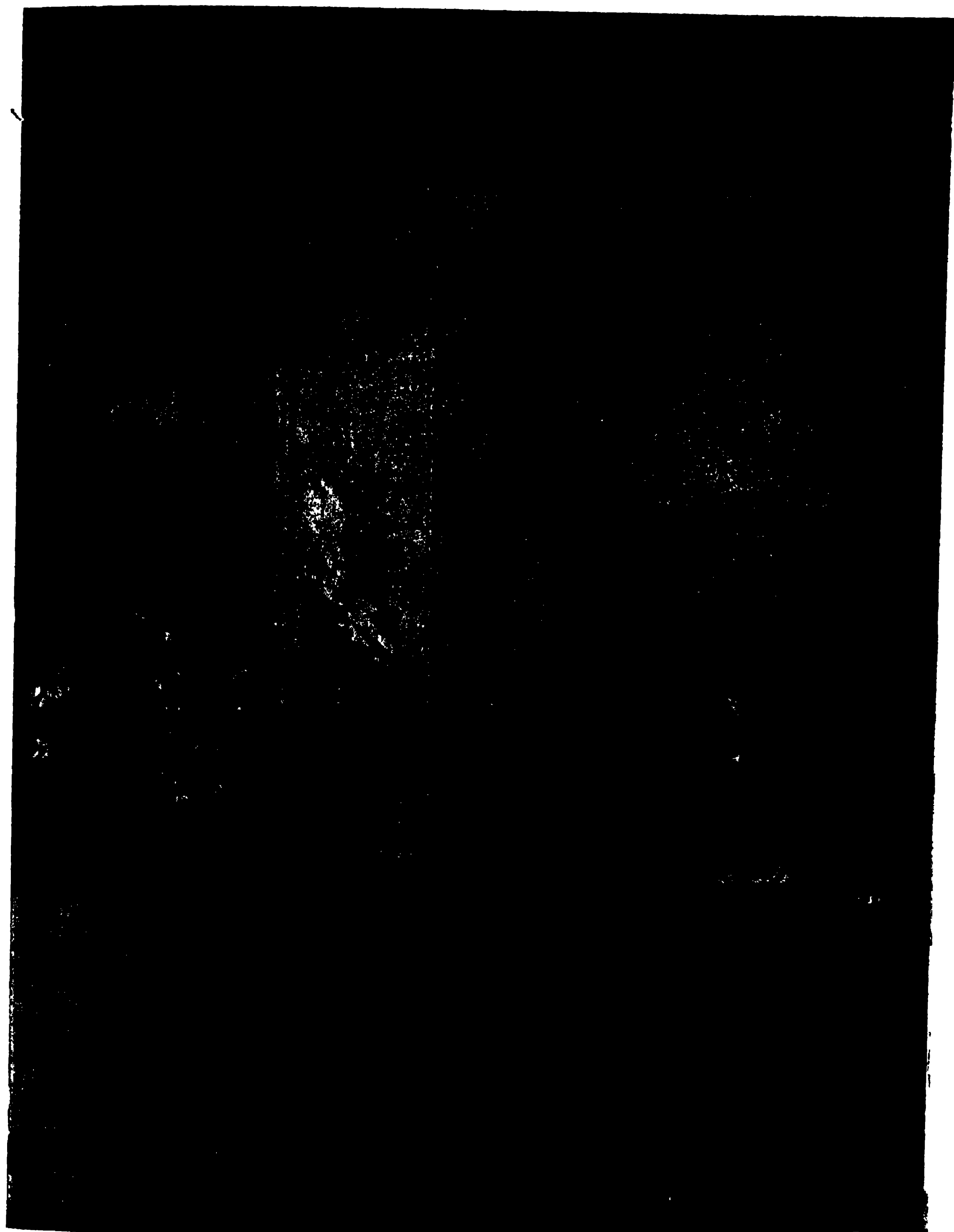
আটাশ

হয়ত' হেরিবে কৃশতনু প্রিয়া
বিরহ-শয়নে লীনা,
পূবের আকাশে একপাশে যেন
চাঁদের কলাটি ক্ষীণা।
যে নিশি নিমেষে নিঃশেষ হ'তো
মিলন-স্বপন-তলে,
বিরহ-তপ্ত দীর্ঘ সে রাতি
যাপিছে নয়ন জলে।

ঊনত্রিশ

চাঁদের আলো বাসতো ভালো,
চক্ষে সে যে স্বপ্ন আনে!
বক্ষে জাগে প্রীতির স্মৃতি
দৃষ্টি মেলি যাহার পানে,
সেই শশধর গবাক্ষে তার
আজকে এসে যখন হাসে,
চোখ ঢেকে সে মুখ ফিরে নেয়
অশ্রু জলে গণ্ড ভাসে!
কাজল-কালো সজল আঁখি
বাদল-ঘন আঁধার মাঝে
আধ্-ফোটা সে আধেক ঢাকা
স্থল-কমলের তুল্য রাজে!



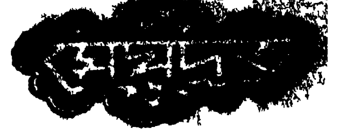


—সাতাশ—

মেঘদূত

"—কিন্তু প্রিয়ার রাত্রে যখন ফুরিয়ে আসে হাতের কাজ,
মোর অভাবের আঘাত যে তার বক্ষে হানে কঠোর বাজ।" —উত্তরমেঘ

শিল্পী—চারু রায়

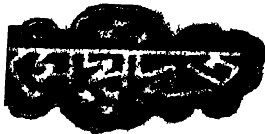


ত্রিশ

উষ্ণ নিশ্বাসে
ওষ্ঠ মলিন
ক্লিষ্ট কিশোর
পর্ণ প্রায়,
রুক্ষ সিনানে
শুষ্ক কঠিন
কুন্তল মুখে
বিঁধিছে হায়।
স্বপ্ন-মিলন
সংগম আশে
নিদ্রা সতত
কামনা করে,
নেত্র সলিলে
তন্দ্রা টুটিছে—
রাত্রি জাগিছে
বিবহভরে।



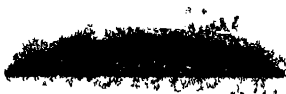




একত্রিশ

সই যে আমায় বিদায় দিয়ে
ছিন্ন করে' ফুলের মালা
একটি বেণী মাথার পরে
আপন হাতে বাঁধলো বালা,
দিন ফুরালে অভিশাপের
গৃহে আবার ফিরবো যবে
পণ করেছে আমার হাতে
সেই বেণী সে খুলবে তবে।
যত্ন-বিহীন রুক্ষ কেশে
জট ধরেছে, লাগ্‌ছে ছুঁলে,
বিঁধ্‌ছে বালার কোমল কপোল
কাঁটার মতো কঠিন চুলে ;
নখ বেড়েছে নাইক' খেয়াল
সেই আঙুলেই বারংবার
দেখ্‌বে গিয়ে সরায় সখী
গণ্ড হ'তে অলক তার !





বত্রিশ

দূর ক'রে সে দুঃখে দারুণ
অংগ-শোভন ভূষণ যত,
শয্যা 'পরে কোমল তনু
লুটিয়ে কাঁদে মর্মাহত।
অহর্নিশি সইছে জ্বালা
একলা বালা সংগী-হীনা,
দেখ্‌লে তারে তোমার বুকে
বাজ্‌বে দুঃখের বেদন-বীণা!
ঝর্‌বে তোমার নয়ন হতে
অশ্রুজলের অঝোর ধারা,
দুঃখী দেখে দুঃখ পাবেই
সদয়-হৃদয় মহৎ যারা!



তেত্রিশ

তোমার সখীর মনের কোণের
গোপন কথা সবতো জানি,
আমার প্রতি নিবিড় প্রেমে
পূর্ণ প্রিয়ার হৃদয়খানি;
জীবনে এই প্রথম সে যে
বিরহ-তাপ সইছে বুকে!
তাই মনে হয়—এই দশা তার
হতেই পারে গভীর দুখে,
পত্নী-প্রেমের গর্ব এ নয়,
বকছিনি ভাই মনের ঝোঁকে,
সত্য কি না এ সব কথা
দেখবে গিয়ে নিজের চোখে!



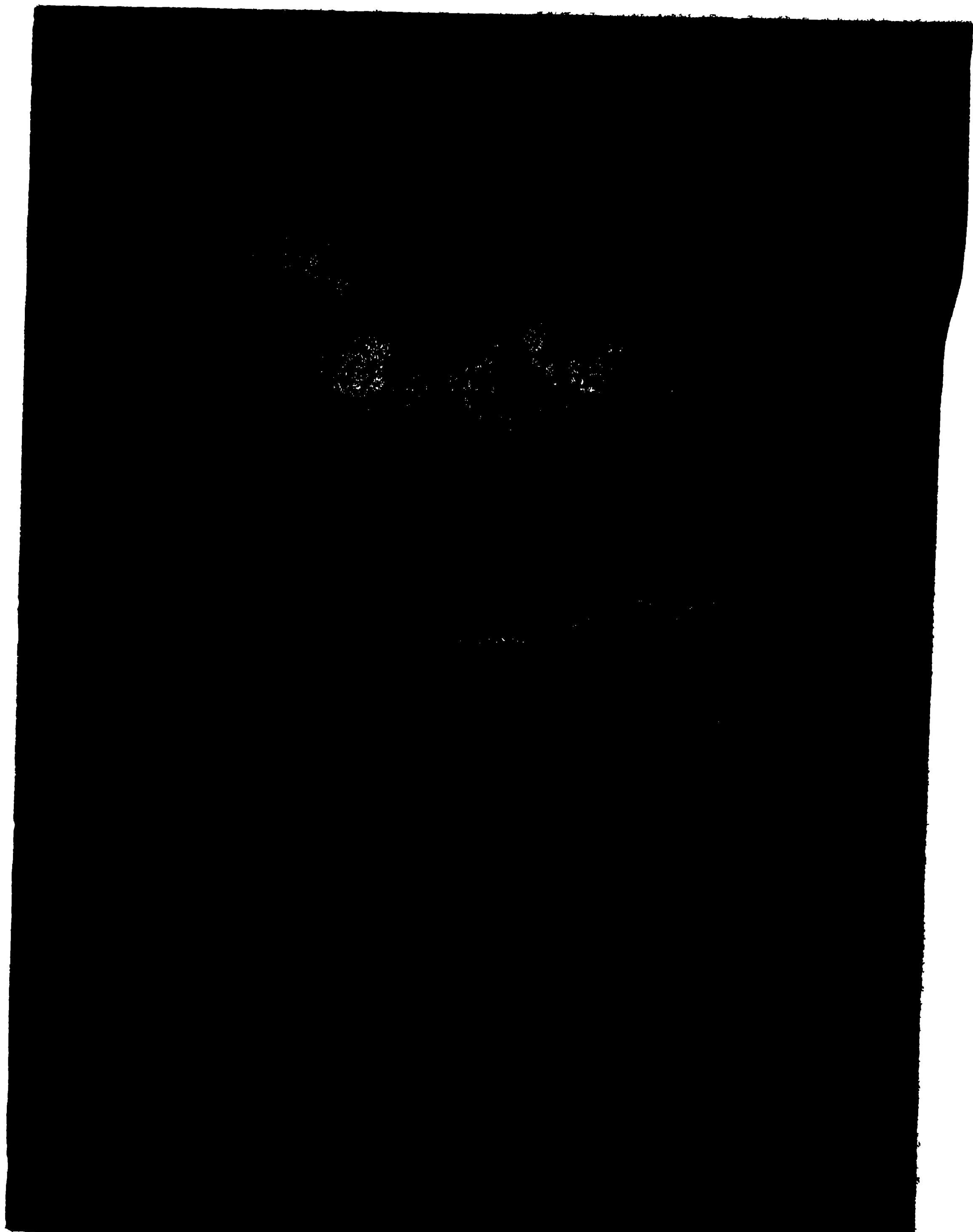
চৌত্রিশ

ঝাম্‌রে-পড়া-চামর চুলে
ঢেকেছে তার নয়ন-তারা
কাজল-বিহীন সজল আঁখি
দুঃখে মলিন লক্ষ্য-হারা !
নাই সে মদির অলস দিঠি
কটাক্ষ-বাণ আর না'হানে
তোমায় দেখে মৃগাক্ষী মোর
তুলবে আঁখি ঊর্ধ্ব পানে,
চপল মীনের চঞ্চলতায়
কমল-কলির কাঁপন হেন
ফুটবে তখন সেই নয়নে
চিত্ত-উতল চাউনি যেন !



পঁয়ত্রিশ

আমার নখের লাঞ্ছন-হীন
তার মেখলার মৌক্তিক ডোব
দুর্ভাগ্যের দুর্বিপাকে
বিবর্জিত বিচ্ছেদে মোর !
নর্ম-লীলায় শ্রান্ত প্রিয়ার
ক্লান্তিটুকু করতে হত,
আনন্দে তার চরণ সেবার
ভার নিয়েছি যত্নে কত ;
শ্যাম-কদলীর তুল্য সখীর
গৌর নিটোল বামের উরু
সুসংবাদের সম্ভাবনায়
হয়ত হবে কাপ্‌তে সুরু !



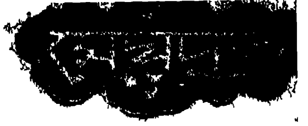
—আঠাশ—

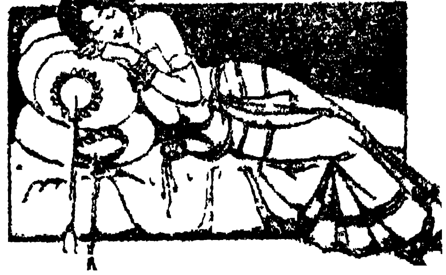
মেঘদূত

১৪

"হয়ত' হেরিবে কৃশতনু প্রিয়া বিবক্ত-শয়নে লীন,
পূবের আকাশে একপাশে যেন চাঁদের কলাটি ক্ষীণ!" —উত্তরমেঘ

শিল্পী—পূর্ণ চক্রবর্ত্তী





ছত্রিশ

দেখ্‌লে তারে সেথায় গিয়ে
মগ্ন সুখ-সুপ্তি মাঝে,
ক্ষণেক তুমি অপেক্ষাতে
চুপ্‌টি করে বসবে কাছে।
দৈবে যদি পেয়েই থাকে
আমায় প্রিয়া স্বপ্ন ঘোরে,
নায়না যেন বাহুর বাঁধন
কণ্ঠ হ'তে হঠাৎ স'রে !

সাঁইত্রিশ

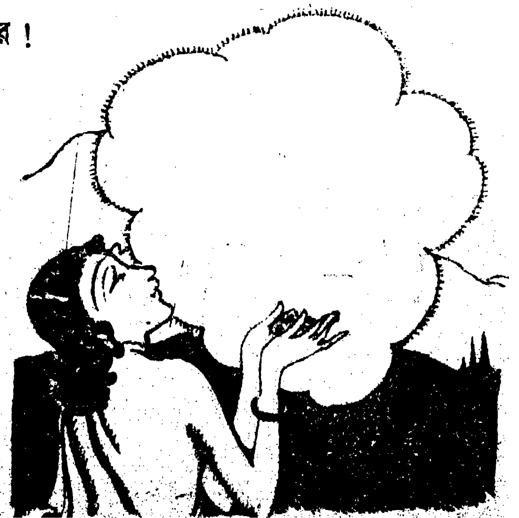
ভিজিয়ে তোমার জলের কণায়
স্নিগ্ধ কোরো পুবের হাওয়া,
যার পরশে সরস হ'য়ে
চায় মালতী প্রথম-চাওয়া !
সেই বাতাসে বান্ধবীকে
ঝরকা হতে জাগিও ধীরে,
তোমার পানে মোর মানিনী
অবাক্ হয়ে চাইবে ফিরে !
আমার কথা মৃদুস্বরে
বলবে তাকে গুঞ্জরণে,
তড়িৎ যেন চম্‌কে তখন
না ওঠে ভাই ক্ষণে ক্ষণে !





আটত্রিশ

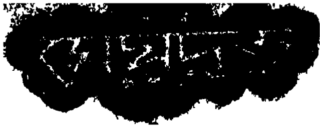
বলবে তাকে—আয়ুষ্মতি,
মিত্র মম তোমার পতি
জলদ আমার নাম,
এসেছি তার বার্ত্তা ব'য়ে
সখার কথা তোমায় ক'য়ে
পূর্‌বে মনস্কাম !
খুল্‌তে জায়ার বেণীর বাঁধন
ঘর-ছাড়াদের মন উচাটন
ফির্‌ছে আপন ঘোরে,
শ্রান্ত হ'লেও পথিক সবে
স্নিগ্ধ-গভীর আমার রবে
চ'লবে দ্বিগুণ জোরে !



ঊনচল্লিশ

এই কথা তুমি ধীরে
বলো যদি প্রেয়সীরে,
তোমা পানে তুলি মুখ
চেয়ে রবে উৎসুক।
যে আদর জানকীর
পেয়েছিল মহাবীর
তুমি সেথা জলধর
পাবে সেই সমাদর!
মোর কথা তব মুখে
শুনিবে সে কত সুখে।
সুহৃদের কাছে শোনা
দয়িতের আলোচনা
পতিব্রতা সতী প্রাণে
মিলনের প্রীতি আনে।







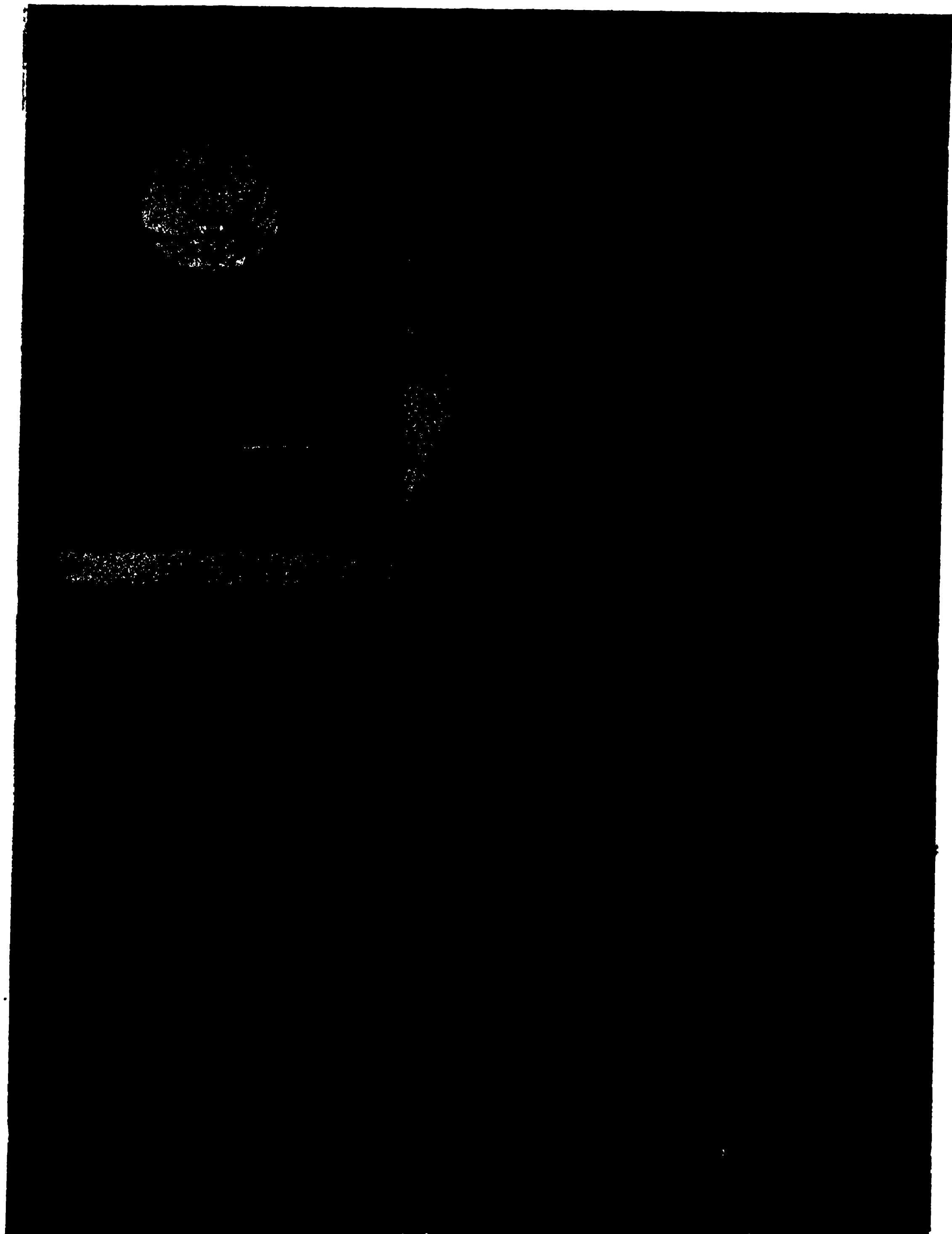
চল্লিশ

পূর্ণ কোরো প্রার্থনা মোর
হে পুষ্কর-কূলের আলো,
কৃতার্থ হোক্ চিত্ত তব
নিত্য সাধি পরের ভালো !
বলবে গিয়ে—পত্নীরে মোর
'লো অবলে তোমার সাথী
তোমায় ছেড়ে মনের দুখে
একলা যাপে দীর্ঘ রাতি,
কোন্ সে সুদূর রামগিরিতে
প্রাণটা নিয়ে আছেন বেঁচে,
তোমার কুশল জানতে ব্যাকুল
আমায় হেথা পাঠিয়ে দেছে !'



একচল্লিশ

হায় গো, সে যে
দূরের মানুষ !
আগ্‌লেছে পথ
নিঠুর বিধি।
চক্ষে বহে
তপ্ত ধারা,
উদ্বেগে তার
আকুল হৃদি ;
শীর্ণ তনু
বিচ্ছেদে সে,
নিশ্বাসে তার
আগুন ঝরে,
তোমার দশাও
তাই ভেবে সে
স্বপ্নে তোমায়
বক্ষে ধরে !



—উনত্রিশ—

মেঘদূত
১৫

"সেই শশধর গবাক্ষে তার, আজকে এসে যখন হাসে;
চোখ ঢেকে সে মুখ ফিরে নেয় অশ্রু জলে গণ্ড ভাসে। —উত্তরমেঘ

শিল্পী —পূর্ণচক্রবর্তী

বিয়াল্লিশ

যে কথা বলা যেতো
সবারই মাঝখানে
সে কথা কহিত যে
ডাকিয়া কানে কানে।
ছুঁতে ও চারু মুখ
যে ছিল উৎসুক,
সে প্রিয় বহুদূরে,
বিরহে দহে বুক!
সহেনা ওগো আর
অসহ শোক ভার,
পাঠালে মোরে তাই
রচি এ সমাচার!



তেতাল্লিশ

প্রিয়ংগুলতার লীলা
সুছন্দ হিন্দোলে মোর মনে,
শ্রীঅংগ মাধুরী তব
আনন্দে উল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে!
মদির আঁখির দিঠি
চিত্ত-হারী কটাক্ষ চঞ্চল,
চকিতা হরিণী চোখে
হেরি নিত্য হ'য়েছি বিহ্বল!
শিখীর নিবিড় পুচ্ছ
কেশগুচ্ছ জাগায় স্মরণে,
সুচারু তোমার মুখ
চারুচন্দ্র এঁকে দেয় মনে!
তটিনী তরংগে জাগে
ওগো চণ্ডী, ভ্রূভংগ তোমার
তথাপি সাদৃশ্য তব
সম্পূর্ণ কোথাও পাওয়া ভার!

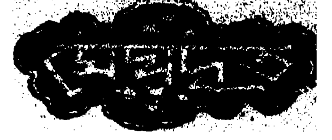
চুয়াল্লিশ

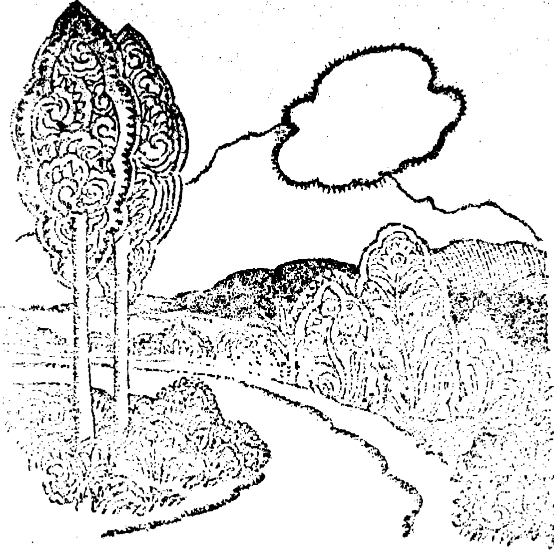
মুছিয়ে নিতে মানের বিরাগ
মোর মানিনীর
পড়্‌ছি পায়ে—
এই ছবিটি গেরুয়ামাটির
আঁচড় কেটে
গিরির গায়ে
যেদিন গেছি আঁকতে আমি
চোখ ভেসেছে
অশ্রুজলে,
সইবেনা কি নিঠুর বিধি
রেখার মিলও
চিত্র-ছলে ?



পঁয়তাল্লিশ

ভাগ্যে যদি স্বপ্নে কভু
তোমায় আমি দেখতে পাই,
নিবিড় ঘন আলিংগনে
বক্ষে চেপে ধরতে যাই !
হায় গো, আমার যুগল বাহু
বৃথাই শুধু শূন্যে ফেরে,
গহন গিরির দেবতা কাঁদে
এই অভাগার দুঃখ-হেরে !
তরুর তরুণ শাখায় ঝরে
তাঁদের করুণ অশ্রুজল,
শিশির-ভেজা তৃণের বুকে
গড়ায় যেন মুক্তাফল !





ছেচল্লিশ

দেবদারুদের টাট্‌কা-ভাঙা
কোমল শাখার
রসের বাসে
সুগন্ধময় উত্তর-বায়
দখিন-পথে
যখন আসে,
তোমার পরশ অংগে নিয়ে
হয়ত' প্রিয়ে
আসছে ব'য়ে
এই আশাতে এগিয়ে তারে
বক্ষে ধরি
লুব্ধ হ'য়ে !

সাতচল্লিশ

কেমন ক'রে
কাট্‌বে আমার
মুহূর্তে এই দীর্ঘ রাত,
কমবে কিসে
দিবস-জোড়া
দহন-জ্বালার তীব্র তাত্‌ !
পাইনা ভেবে
উপায় কিছু,
শান্তি কোথা এই ব্যথার !
বিচ্ছেদের এ
বেদন বুকে
সয়না সখি, সয়না আর !



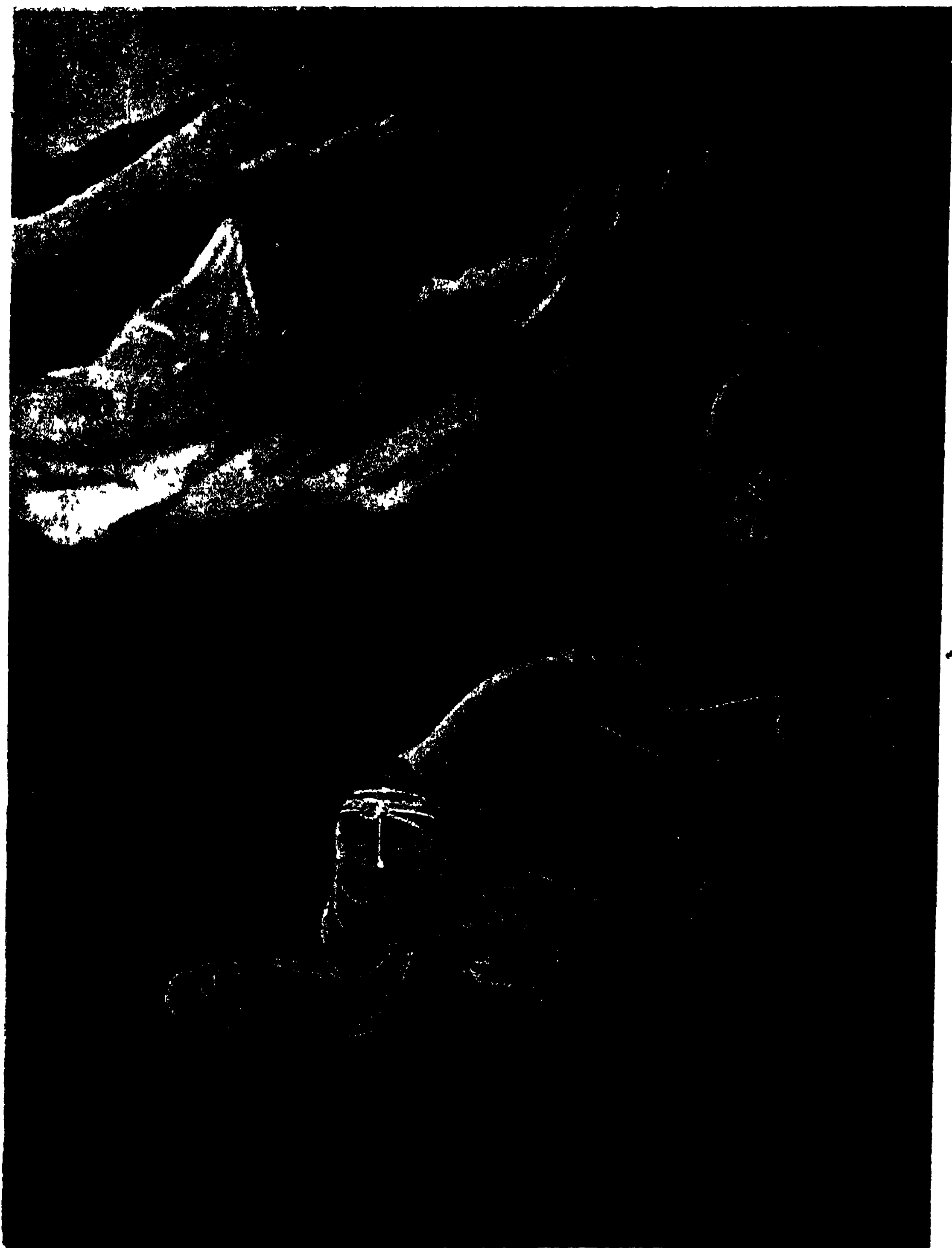
আটচল্লিশ

অনেক ভেবে অনেক কেঁদে
নিয়েছি সই, ধৈর্য মানি,
তুমিও সব দুঃখ ভোলো,
অশ্রু মোছো, হে কল্যাণি !
চিরস্থায়ী নয় এখানে
দুঃখ সুখের দিন তো কারো,
চাকার মতো ঘুরছে তা'রা
রয়না অচল একটিবারও।



উনপঞ্চাশ

বিষ্ণু ত্যজি সর্প-শয়ন
উঠবে চাতুর্মাস্য শেষে,
ঘুচবে সেদিন মোর অভিশাপ,
মিলন-নিশা আসবে হেসে।
শুক্লা একাদশীর শশী
ঢালবে সেদিন জ্যোৎস্নাধারা
এই ক'টা মাস ধৈর্য ধরো
ও অলকার উজল-তারা
বিচ্ছেদের এই দুঃখে দোঁহার
যা' কিছু সাধ চিত্তে কাঁদে
মধুর শারদ-পূর্ণিমাতে
মিটিয়ে নেবো মনের সাধে



—চুয়াল্লিশ—

মেঘদূত "মুছিয়ে নিতে মানের বিরাগ, মোর মানিনীর পড়ছি পায়ে—

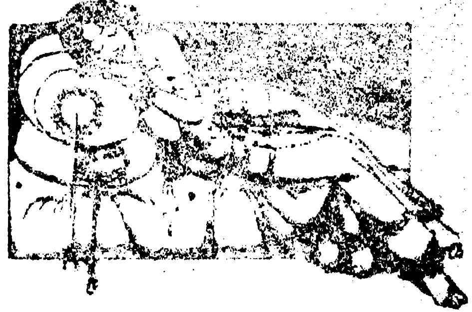
১৬ এই ছবিটি গেরুয়ামাটির আঁচড় কেটে গিরির গায়ে।" —উত্তরমেঘ

শিল্পী—পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

পঞ্চাশ

কহিও তারে—দয়িত তব
বলেছে কথা গুপ্ত,
একদা মম কণ্ঠ বেড়ি
শয়নে ছিলে সুপ্ত,
সহসা জাগি উঠিলে কাঁদি
বহিল ধারা চক্ষে,
শুধালো সখা—'কী ব্যথা তব !'
আদরে টানি বক্ষে ;
বুকের হাসি চাপিয়া মুখে
কহিলে তুমি রংগে—
স্বপনে হেরি খেলিছ' তুমি
অপর নারী সংগে !





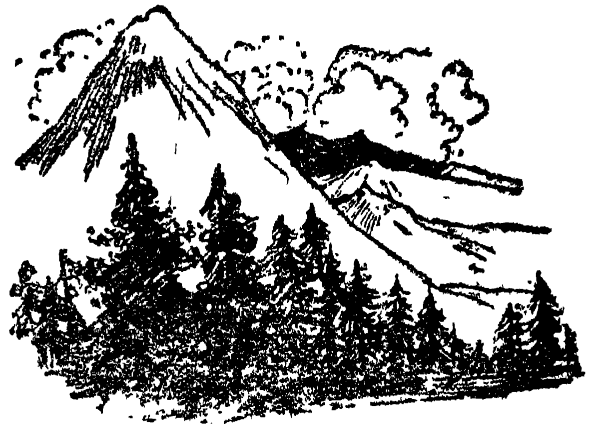
একান্ন

বার্তা মম কুশল, সখি,
অভিজ্ঞানে বুঝ্‌বে যবে,
চিত্ত তব, হৃদয়-রমা,
হয়ত' কিছু শান্ত হবে !
থাক্ সে যেথা, নয় গো জেনো
অবিশ্বাসী তোমার পতি,
কান দিওনা লোকের কথায়,
কাজল আঁখি ! এই মিনতি !
বিচ্ছেদে কি হারায় গো প্রেম ?
বরং সে হয় দ্বিগুণতর,
দুঃখে প্রিয়ে প্রণয় আরও
বাড়বে জেনে ধৈর্য ধরো !



বাহান্ন

প্রেমাস্পদে প্রথম ছেড়ে
তোমার সখী কাতর অতি ;
শুনিয়ে তারে আশার কথা
ফিরবে হেথা শীঘ্রগতি !
শম্ভু-বৃষের শৃংগাঘাতে
দীর্ণ-চূড়া শিখর যার
সে কৈলাস উল্লাসে ভাই
আসবে হ'য়ে ত্বরায় পার !
প্রিয়ার কুশল-অভিজ্ঞানে
বাঁচিয়ে রেখো জীবন মোর,
রাত্রি শেষের কুন্দ হেন
আলগা যে-তার বাঁধন-ডোর !





তিপ্‌পান্ন

সুজন তুমি,—নেবেই জানি
বান্ধবের এই কাজের ভার,
স্তব্ধ তোমার গম্ভীরতা
নয় সখা এ অস্বীকার ;
চাতক যদি কাতর প্রাণে
চায় পানীয়, তৃষ্ণাহারি।
যোগাও তুমি নীরব ধারায়
কণ্ঠে তাহার শীতল বারি।
পূর্ণ করি ভক্তজনের
বাঞ্ছা মনের, মহৎ যাঁরা
যাচক-জনের আবেদনের
মৌন জবাব পাঠান তাঁরা।





মেঘদূত

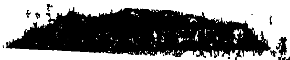


ছুয়ায়

বন্ধু ব'লে সেই টানেতে
কিংবা আমায় কাতর দেখে,
বিরহাতুর দুখীর' প্রতি
যাও করুণায় এখান থেকে ;
দূতের একাজ যোগ্য তব
নয় যে সখা সেটাও জানি,
তবুও মোর এ অনুরোধ
রাখতে হবে বজ্র-পাণি ।
সঞ্চারিয়া বাদল-শোভা
বেড়িও পরে ভুবনময়,
তড়িৎ-প্রিয়ার অভাব কভু
তোমায় না ভাই সইতে হয় ।

শীঘ্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬



ইঙ্গিত

যক্ষ ·· দেবযোনি বিশেষ। অমরাবতীর ধনপতি কুবেরের স্বজাতি।

বিদ্যাধরোপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥
পিশাচোগুহ্যকঃসিদ্ধোভূতোঽমহী দেবযোনয়ঃ ॥
—অমরকোষ

রামগিরি··· মল্লিনাথের মতে রামায়ণোক্ত চিত্রকূট পর্বতের নামান্তর মাত্র।

অধ্যাপক উইলসন (Mr. H. H. Wilson) বলেন, রামগিরি সম্ভবতঃ নাগপুরের সন্নিকটস্থ রামটেক পর্বত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড়ই রামগিরি।

পুষ্কর · সর্বজনবিদিত প্রচুর সলিলসম্ভারযুক্ত মেঘ।

পুষ্করা নাম তে মেঘাঃ বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ বিশ্রুতাঃ ॥
পুরাণসর্বস্ব

মানস ·· মানস সরোবর বা মনসরোবর। কৈলাস পর্বতস্থ হ্রদ।

সিদ্ধ··· দেবযোনি বিশেষ। যাঁরা তপস্যার দ্বারা— সিদ্ধিলাভ ক'রে 'সিদ্ধ' নামে দেবযোনিতে পরিণত হয়েছেন। এঁদের অঙ্গনা আছে, পরিবার আছে।

সিদ্ধলোক··· সিদ্ধযোনিদের আবাসস্থল।

দিক্করী··· দিঙ্‌নাগ বা দিগ্‌গজ। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক, এই আট দিক্করী।

এই দিঙ্‌নাগ (দিক্করী) ও সরস নিচুল (ভিজে বেত গাছ) কথা দু'টি নিয়ে মল্লিনাথ কালিদাসের একটি রহস্যময় ইঙ্গিতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, সেটি একেবারে নেহাৎ রূপকথার ব্যাপার। মল্লিনাথ বলেন, 'দিঙ্‌নাগ' হচ্ছেন কালিদাসের সমসাময়িক নৈয়ায়িক পণ্ডিত দিঙ্‌নাগাচার্য, আর 'নিচুল' তাঁর সহপাঠী কবি। দিঙ্‌নাগাচার্য কালিদাসের রচনার কঠিন ও নির্মম সমালোচক ছিলেন; কিন্তু নিচুল তাঁর রচনার রসজ্ঞ ভক্ত ছিলেন। তাই কালিদাস এখানে দিক্করী ও ভিজে বেতের অর্থে এঁদের দিঙ্‌নাগ ও নিচুল নাম ব্যবহার ক'রে বলতে চেয়েছেন যে মেঘদূত যেন কঠোর সমালোচকদের তীব্র তর্কের বাধা এড়িয়ে সুধী রসিকগণের আদরণীয় হয়। মল্লিনাথের এই ইঙ্গিতের উপর আস্থা স্থাপন ক'রে ম্যাক্সমূলারের মতো অনেকেই কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিঙ্‌নাগের সমকালীন লোক বলে ভুল ক'রেছেন। দিঙ্‌নাগ কাঞ্চির অধিবাসী। কালিদাস জন্মগ্রহণ করবার আটশত বৎসর পরে মল্লিনাথ ভূমিষ্ঠ হন। রামগিরি থেকে কাঞ্চী পচিশ মাইল দক্ষিণে, মেঘ চলেছে উত্তরে। সুতরাং দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপন অর্থে মল্লিনাথের ঐ ইঙ্গিত এখানে একেবারে অসংলগ্ন।

মালভূমি··· উন্নত ক্ষেত্র (Plateau or Tableland)। কেউ কেউ মালব প্রদেশকে মালভূমি বলেন। উইলসন কিন্তু মালভূমি অর্থে বর্তমান ছত্রিশগড়ের রাজধানী রত্নপুরের সন্নিহিত কোনও দেশের নাম বলে অনুমান করেন।

আম্রকূট· অমরকণ্টক পাহাড়। নর্মদার উৎপত্তিস্থল।

দশার্ণ·· বর্তমান মালব রাজ্যের পূর্ববর্তী প্রদেশ। বেত্রবতী নদী তীরস্থ বিদিশানগর যার রাজধানী। উইলসন মনে করেন, বর্তমান ছত্রিশগড়ই প্রাচীন কালে দশার্ণ প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ভূগোল প্রণেতা (Ancient Geography of India) শ্রীযুক্ত এ. বড়ুয়ার মতে এটি মালব প্রদেশেরই প্রাচীন নাম।

বিদিশা··· বর্তমান নাম—'ভিল্‌শা'।

বেত্রবতী· বর্তমান বেত্তোয়া নদী। বিন্ধ্যাচল থেকে উৎপত্তি। মালবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে বিদিশা নগরীর চরণ ধৌত করে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

নীচৈঃ··· নীচু পর্বত বলে এর নাম নীচৈ গিরি।

উজ্জয়িনী··· বর্তমান মালবের পশ্চিমে প্রাচীন অবন্তি-প্রদেশের রাজধানী। শিপ্রানদীতীরে এই নগর। এর অপর নাম—বিশালা, শ্রীবিশালা, অবন্তিকা ইত্যাদি। কোষকার হেমচন্দ্র বলেন, মালবরাজ্যেরই অপর নাম ছিল অবন্তি। কিন্তু, শ্রীযুক্ত এ. বড়ুয়া তাঁর 'ভারতের প্রাচীন ভূগোল' নামক গ্রন্থে (Ancient Geography of India) কোষকার হেমচন্দ্রের এ অনুমান ঠিক নয় ব'লেছেন। তিনি বাণভট্ট ও কালিদাসের বর্ণনা মিলিয়ে মালবকে দশার্ণ প্রদেশ বলে সনাক্ত করেছেন। সুতরাং মালবরাজ্যেরই অপর নাম উজ্জয়িনী ছিল এ কথা মেনে নেওয়া চলে না।

নির্বিন্ধ্যা ·· বিন্ধ্যাচলোত্থিতা নদীবিশেষ।

সিন্ধু··· নির্বিন্ধ্যারই অপর নাম। উইল্‌সন কিন্তু অপর একটি নদী বলে অনুমান [illegible]।

[illegible] পত্তিবহ [illegible]।

[illegible] মালা বা মেখলার অংশ। কথাসরিৎ সাগরের মতে উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন তাঁর কন্যা বাসবদত্তাকে সঞ্জয় নামে একজন নৃপতির করে অর্পণ করতে চান, কিন্তু বাসবদত্তা কুশাম্বীপাধিপতি বৎসরাজ উদয়নকে স্বপ্নে দেখে মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করেন। বৎসরাজ এ সংবাদ জানতে পেরে উজ্জয়িনীতে এসে বাসবদত্তাকে হরণ করে নিজরাজ্যে নিয়ে চ'লে যান।

শিপ্রা বিন্ধ্য পর্বতোত্থিতা নদী, চম্বলে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এরই তীরে প্রসিদ্ধ নগর উজ্জয়িনী।

চণ্ডীনাথ·· উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল নামে যে মহাদেবের বিগ্রহ ও মন্দির আছে তাকেই চণ্ডীনাথ ও চণ্ডীনাথের পীঠস্থান বলে।

গন্ধবতী··· মহাকালের মন্দির সংলগ্ন স্রোতস্বিনী।

টাটকামারা-হাতীর-ছাল··· গজাসুরকে বধ ক'রে রুদ্র তার রক্তাক্ত ছালখানা হাতে তুলে নিয়ে উন্মত্তের মতো লোফালুফি ক'রে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, পার্বতী সে বীভৎস দৃশ্য দেখে, ভয় পেয়েছিলেন।

গম্ভীরা··· মহাকালের মন্দির সন্নিকটস্থ আর একটি নদী।

দেবগিরি· দেবগড় নামক ক্ষুদ্র পাহাড়। এর উপর কার্তিকেয়র মন্দির ছিল। উইল্‌সন বলেন, এটি মালবের মধ্যবর্তী ও চম্বলের দক্ষিণে অবস্থিত।

রন্তিদেব· দশপুরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় ধার্মিক ও কীর্তি-কুশল রাজা। ইনি গোমেধ-যজ্ঞ উপলক্ষে এত বেশী গোহত্যা করেছিলেন যে সেই সব হত গোমাতার রক্তে একটি নদীর সৃষ্টি হয়েছিল।

চর্মণ্বতী· উপরিউক্ত নদীর নাম। বর্তমানে এটি চম্বল নদীর সঙ্গে সনাক্ত হ'য়েছে। চম্বল বিন্ধ্যাচল থেকে বেরিয়ে যমুনায় মিলিত হয়েছে।

ইন্দ্রনীল··· নীলকান্তমণি (Blue Saphire)।

দশপুর… নৃপতি রন্তিদেবের রাজধানী। বর্তমান রন্তিপুর।

ব্রহ্মাবর্ত… আর্যাবর্তের মধ্যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নামে দু'টি নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দ্দেব নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
(মনু ২।১৭)

কুরুক্ষেত্র… আধুনিক থানেশ্বরের নিকটবর্তী মহাভারতোক্ত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধভূমি।

সরস্বতী… হিমালয়ের দক্ষিণাংশে উদ্ভূতা ও কুরুক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিতা পুণ্য নদী বিশেষ।

কনখল… হরিদ্বারের নিকটবর্তী পুণ্যতীর্থ।

খলঃ কো নাত্র মুক্তিঃ বৈ ভজতে
তত্র মজ্জনাৎ!
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

চমরী… লোমশ গাভী (মৃগজাতীয়)

শরভ… মল্লিনাথের মতে অষ্টপদ বিশিষ্ট হরিণ বিশেষ। উইল্‌সন বলেন, এটি কবিকল্পিত জন্তু বিশেষ।

ত্রিপুর বিজয়… মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বধের গাথা।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র… হিমালয়ের গিরিসঙ্কট বিশেষ। পুরাণে কথিত আছে যে পরশুরাম ও কার্তিকেয়র বিক্রমপ্রাধান্য নির্ণয়ের জন্য এই ক্রৌঞ্চ পর্বত ভেদের ব্যবস্থা হয় এবং পরশুরাম এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। তদবধি এই রন্ধ্র "জামদগ্ন্যযশোবর্ত্ম" নামে খ্যাত।

কৈলাস… হিমালয়ের এক অংশ। মহাদেবের আবাস-ভূমি বলে পুরাণে খ্যাত। ইহারই সন্নিকটে যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী অলকা। কথিত আছে কুবের-ভ্রাতা লঙ্কেশ রাবণ এই কৈলাস পর্বত স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হ'তে পারেন নি। তবে তাঁর সেই বিপুল চেষ্টায় কৈলাস মূল কতকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছিল।

ধারাযন্ত্র… ফোয়ারা।

লোধ্ররেণু… লোধ্রফুলের পরাগ। সেকালে মেয়েরা এই পরাগ পাউডারের মতো মুখে মাখতো।

কুরুবক… ঝাঁটি ফুল।

গুপ্তমণি… বালুকার মধ্যে মণি লুকিয়ে রেখে সেই মণি খুঁজে বার করবার যে খেলা।

বৈভ্রাজ… অলকার বিলাস-কানন।

মন্দার… হিমালয়ের পঞ্চবিধ পবিত্র বৃক্ষের অন্যতম।

পঞ্চৈতে দেব তরবো মন্দার পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥
(অমরকোষ)

শঙ্খপদ্মনিধি… ধনসংখ্যার সাংকেতিক চিহ্ন বা কুবেরের নবরত্নের অন্যতম দুই রত্ন।

পদ্মোঽস্ত্রিয়াংমহাপদ্মঃ শঙ্খো মকর কচ্ছপৌ।
মুকুন্দ নন্দ নীলাশ্চ খর্ব্বশ্চ নিধয়ো নবঃ॥
(শব্দার্ণব)

শ্যামা… মল্লিনাথ এর অর্থ করেছেন 'যুবতী'। কিন্তু এটি সংগত বলে মনে হয় না। 'শ্যামা'র অর্থ ভরতমল্লিক ভট্টিকাব্যের ৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেটি করেছেন সেটি খুব সমীচীন বলে মনে হয়—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সাস্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতেঃ॥"

চক্রবাক-চক্রবাকী… চকাচকী। এদের বিরহালাপ কবি-প্রসিদ্ধ।

দেউলী… দেহলী—দোরের পাশের কোঁকর। (কুলুঙ্গি!)

চাতুর্মাস্য… আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত চার মাস নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শায়িত থাকেন।

মেঘদূতম্

পূর্ব্বমেঘঃ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু, স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী, নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং, বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো,-রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ, কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩
প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী, জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ, প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪
ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে, কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫
জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং, জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং, যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬
সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ, সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং, বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥ ৭
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ, প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং, ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮
মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং, বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ, সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯
তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেক-পত্নী-মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং, সদ্যঃ পাতি প্রণয়ি-হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০
কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং, তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ, সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১
আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য, স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২
মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং, সন্দেশং [illegible] জলদ। শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র, [illegible] পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপভুজ্য ॥ ১৩

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ, দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎসরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং, দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪
রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্, বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে, বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ, প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি-ক্ষেত্রমারুহ্য মালং, কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬
ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না, বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়, প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭
ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং, মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮
স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং, তোয়োৎসর্গাদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং, ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯
তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টিঃ, জম্বুকুঞ্জ-প্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন। তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং, রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০
নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ, সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১
অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ, শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ, সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২২
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ, কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ, প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২৩
পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ, নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ, সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং, গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ, সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৫
নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদগারিভির্নাগরাণা-মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬
বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চন্, উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং, ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৭
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং, সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং, লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৮
বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ, সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য, স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৯

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ, পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী, কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ৩০
প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্, পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং, শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩১
দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং, প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ, শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩২
জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈঃ, বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ ।
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুম-সুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ, লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩৩
ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ, পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪
অপ্যন্যস্মিন্ জলধর ! মহাকালমাসাদ্য কালে, স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৫
পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ, রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূনামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬
পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজবনতরুং মণ্ডলেনাভিলীনঃ, সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭
গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং, রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৮
তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং, নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং, মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯
তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং, শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ, প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০
গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে, ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১
তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং, হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে ! লম্বমানস্য ভাবি, জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২
ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ, স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪৩
তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা, পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪
জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী, পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি ।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং, পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৪৫

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা, সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্, স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥ ৪৬
ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্য দৃষ্টী-রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭
তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং, পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং, পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ-চ্ছায়য়া গাহমানঃ, ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা, ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯
হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং, বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য! সারস্বতীনা-মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ, শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥ ৫১
তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী, ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ, স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২
আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্ম্মৃগাণাং, তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫৩
তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৪
যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্, মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্, কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৫
তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ, শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ, সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬
শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ, সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ে গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ, সঙ্গীতার্থো নন্ পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭
প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্, হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী, শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮
গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ, কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং, রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯
উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে, সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জ্জলৌঘঃ, সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং, নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্ ।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ! ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ, ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৬২
হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ, কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য ।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৩
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং, ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদগারমুচ্চৈর্বিমানা, মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ, সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ, প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং, নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং, সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা, হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা, নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪
যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি, জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং, ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৫
মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ, সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬
নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং, ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু ।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্, হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৭
নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-রালেখ্যানাং নবজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৮
যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে, ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৯
অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্ ।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥ ১০
গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ, পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ১১
মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং, প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্ ।
[illegible]বিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং, পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩
তত্রাগারং ধনপতিগৃহাদুত্তরেণাস্মদীয়ং, দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন ।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে, হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪
বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা, হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং, নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫
তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ, ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে ! চেতসা কাতরেণ, প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬
রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ, প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭
তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে, যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮
এভিঃ সাধো ! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ, দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা ।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং, সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯
গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ, ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং, খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০
তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং, যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং, দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্ ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং, জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ, নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥ ২৩
আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা, মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং, কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪
উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য ! নিক্ষিপ্য বীণাং, মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্, ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫
শেষান্মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা, বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী, প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬
সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ, শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে ।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে, তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭
আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং, প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা, তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্, পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং, সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ২৯
নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ৩০
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং, গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৩১
সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং, প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৩২
জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি, প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ৩৩
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং, প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা, মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪
বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং, যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫
তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ, সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৬
তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন, প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জ্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে, বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭
ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে! বিদ্ধি মামম্বুবাহং, তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং, মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ৩৮
ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা, ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং, কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৩৯
তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং, ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে! পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৪০
অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং, সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী, সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১
শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ, কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্, হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে, ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো-র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং, মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৫
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং, যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ, পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৬
সংক্ষিপ্যেত ক্ষণইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা, সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে, গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৭
নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে, তৎ কল্যাণি। ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা, নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮
শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ, শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং, নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৯
ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে, নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে, দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫০
এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা, মা কৌলীনাদসিতনয়নে মধ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫১
আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে, শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি, প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২
কচ্চিৎসৌম্য! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে, প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ, প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে, সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪

ইতি মহাকবি কালিদাসবিরচিতং মেঘদূতং সমাপ্তম্।

